উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৫৮১.০০ (+১৫২.০৫)
নিফটি : ২৪,৬২৪.৬৫ (+৯.৭৫)

অভিষেকের বিদেশ যাত্রায় 'না' কোর্টের ১০

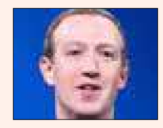
দিল্লির হুমকির মুখে ক্ষমাপ্রার্থী জুকেরবার্গ ৭

শুরু শুভমানদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ১১


আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৪° | ৩৩° | ৩৩° | ৩৪° |
| সর্বনিম্ন | ২৬° | ২৬° | ২৫° | ২৫° |

শিলিগুড়ি ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 6 August 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 80

### প্রশ্নে পুলিশ ও ভূমি দপ্তর

# পাচার রুখতে ময়দানে বিধায়ক

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক আটকাচ্ছেন বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। মাঝেমধ্যেই নদীঘাটে খনন বন্ধের হুঁশিয়ারি শোনা যাচ্ছে তাঁর গলায়। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া, খড়িবড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে অভিযানে নামছেন পদ্ম বিধায়ক। গত তিন মাসে ১০ বারের কাছাকাছি এমন অভিযান চলেছে বলে খবর। কিন্তু বালি-পাথরের ট্রাক আটকানো কিংবা অবৈধ খননের বিরুদ্ধে তো ভূমি সংস্কার দপ্তর, পুলিশের অভিযানে

- দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে দলের লোকজনকে নিয়েই অভিযানে বিধায়ক
- গাড়ির জ্বালানির বরাদ্দের অভাবে ভূমি দপ্তর বিপাকে
- কোনও অনিয়ম মানা হবে না, হুঁশিয়ারি দুর্গা মুর্মুর
- বালি-পাথরের রাশ নিয়ে কোন্দল পদ্ম শিবিরে

নামার কথা। বিধায়ক 'সক্রিয়' থাকলেও এমন অভিযানে পুলিশ প্রশাসনকে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে।

কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে?

এবিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল ভূমি সংস্কার দপ্তরের গাড়ির জ্বালানি খরচের কথা। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের একটি করে গাড়ি দেওয়া হয়। তাতে চেপে অভিযান কিংবা ভিজিটে যাওয়ার কথা বিএলএলআরও, আরও (রেভেনিউ)-দের। কিন্তু ফাঁসিদেওয়ায় গত ৬ মাস ধরে সেই গাড়ির তেলের বিল বকেয়া রয়েছে। চালকও আর গাড়ি চালাতে চাইছেন না। বছরে ২৭০ দিন এক হাজার টাকার তেল (পেট্রোল) বাবদ বরাদ্দ করা হয়।

কিন্তু জ্বালানির যা দাম, তাতে ওই টাকায় বেশি দূর যাতায়াত করা সম্ভব নয় বলে দাবি। ফলে গভীর রাতে কিংবা ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় অভিযানে যেতে সমস্যায় পড়ছেন রেভেনিউ অফিসার থেকে ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক। বিধায়ক দুর্গা মুর্মুকেও এই সমস্যার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এই মুহূর্তে অন্য ফান্ড থেকে তেলের খরচের জোগান দেওয়া হচ্ছে।

যদিও দার্জিলিং জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলছেন, 'আগের সরকারের সময়ও ২-৩ মাস অন্তর তেলের খরচ দেওয়া হত। এখন নতুন সরকার, কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তবে দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই অবৈধ বালি, পাথর খননের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সরকারের কয়েকগুণ আয় বেড়েছে।'

এই সমস্যা শুধু ফাঁসিদেওয়ার নয়, রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লকেই রয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে অভিযানে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য গাড়ির তেল খরচ হিসেবে আরও টাকা প্রয়োজন। যা না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন ভূমি আধিকারিকরা। তাহলে এতবছর কীভাবে তেল খাতে কম বরাদ্দে চলত দপ্তর?

ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, আগে যে পরিমাণ জরিমানা করা হত, তার সবটা সরকারি হিসাবে দেখানো হত না। তা থেকে বাঁচিয়ে চলত তেল, খাওয়া খরচ। কিন্তু নয়া সরকারের আমলে সেরকমভাবে খরচ করতে চাইছেন না আধিকারিকরা।

শুধুই কি তেলের অভাব? নাকি অবৈধ খননকারীদের সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিক এবং বিজেপি নেতাদের একাংশ যুক্ত রয়েছে? সরকার বদলানোর পর পরিস্থিতি বদলাতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে দাবি শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদেরই।

ফাঁসিদেওয়া কিংবা খড়িবাড়িতে বিজেপির কোন্দল নতুন নয়। বিধায়ক দুর্গা মুর্মুকে বাদ দিয়েই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বালি-পাথরের রাশ ধরে রেখেছে।

*এরপর আটের পাতায়*

### আলতাপরির ডানায়

# উত্তরবঙ্গের উড়ান

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

দূরে কোথাও ময়ূরের ডাক ভেসে আসে, শুকনো পাতার উপর দিয়ে হরিণের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় নিস্তব্ধতায়। পাহাড়ের গা-ছমছমে অরণ্যে যেখানে অনেক সময় ভরদুপুরেও সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছাতে হোঁচট খায়। ঠিক সেখানেই আচমকা পাতার ফাঁক গলে দেখা যায় এক টুকরো লাল আভা, উড়ে এসে বসে শালের ডালে। যেন এক জ্যান্ত রূপকথা ডানা মেলে হিমালয়ের কোলে। স্থানীয় মানুষ যুগ যুগ ধরে ভালোবেসে পাখিটির নাম দিয়েছে 'আলতাপরি'। কেউ ডাকেন 'সোহাগী', কারও কাছে সে 'সিঁদুরিয়া' বা 'রানিচড়া'। আর বিজ্ঞানের খটমটে ভাষায় তার নাম 'স্কারলেট মিনিভেট'। পাহাড়ের এক জীবন্ত মিথ।

লোকমুখে ফেরে আলতাপরির নানা গল্প। বনবাসীরা আজও রানিচড়াকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে মানেন। লেপচারা আলো ও উষ্ণতার বাহক হিসাবে প্রণাম করেন। ছোট্ট পাখিটি আসলে উত্তরের আদিম প্রকৃতি এবং বর্ণময় প্রাণের প্রতীক। আর এবার এই আলতাপরির ডানাতেই ভর করে বিশ্বমঞ্চে উড়াল দিতে প্রস্তুত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। লিখতে চলেছে নিজের নতুন পরিচয়ের গল্প। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরতে এবারই প্রথম উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আয়োজন করছে স্কারলেট ফেস্টিভাল। ২০২৭-এ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই উৎসব হবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, উৎসব চলবে চারদিন ধরে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এক একটি নিজস্ব উৎসবের জন্ম দিয়েছে। অসমের প্রাণের উৎসব বিহু নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। মণিপুর তাদের রাজ্যের পর্যটনকে তুলে ধরেছে 'সাংহাই উৎসব'-এর বিশাল আসরে। মেঘালয়ে গারো উপজাতির ফসল কাটার 'ওয়াঙ্গালা উৎসব' আজ '১০০ ড্রামের উৎসব' নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত, যার মাদলের তালে পা মেলাতে ছুটে আসেন বিদেশিরাও। অরুণাচলের জিরো উপত্যকার বিখ্যাত 'জিরো মিউজিক ফেস্টিভাল' নিজ রাজ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যটনের মানচিত্রে এক স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছে। এই উৎসবগুলোর মধ্য দিয়েই সেখানকার ইতিহাস, পর্যটন, সংস্কৃতি, ভাষা, পোশাক, বাণিজ্য, খাদ্যাভ্যাস বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি পায়।

উত্তরবঙ্গকে বলা হয় মিনি ইন্ডিয়া। বাঙালি, রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী, ভুটিয়া- এত বিচিত্র সব জনজাতির এমন অপূর্ব সহাবস্থান ভারতের অন্যত্র খুব কম আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই প্রবেশদ্বার পাহাড়, জঙ্গল, নদী, চা বাগান, বন্যপ্রাণী, টয়ট্রেনের মতো অমূল্য সব হেরিটেজ উপাদানে ভরপুর। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, হর্নবিল বা জিরো ফেস্টিভালের মতো উত্তরের নিজস্ব কোনও আন্তর্জাতিক মাপের উৎসব এতদিন ছিল না। স্কারলেট ফেস্টিভালের মাধ্যমে সেই শূন্যতা পূরণ করতে চাইছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর কথা, 'উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানের করতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। উৎসবের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের অতিথিদের কাছে উত্তরবঙ্গকে নতুনভাবে তুলে ধরা হবে। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত গোটা উত্তরবঙ্গকে উৎসবে হাজির করব আমরা। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, খাদ্য, ভাষা, পর্যটনের প্রসারে উৎসব দিশা দেখাবে, বিনিয়োগে আগ্রহ বাড়বে। সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গ লাভবান হবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সূত্রের খবর, উৎসবের জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি দল তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখছেন। দশটির বেশি জায়গা দেখার পর দলটি চালসার কাছাকাছি একটি বিস্তৃত এবং

*এরপর আটের পাতায়*

- পর্যটন মানচিত্রে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে 'স্কারলেট ফেস্টিভাল'
- দেশ-বিদেশের নামীদামি ব্যান্ডের পাশাপাশি একই মঞ্চে পরিবেশিত হবে ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, আদিবাসী নৃত্য
- চালসার কাছাকাছি একটি মনোরম পাহাড়ি টিলায় উৎসবস্থল চূড়ান্ত হয়েছে, যেখানে থাকবে অতিথিদের সুসজ্জিত তাঁবু
- অতিথিদের জন্য নানা বিনোদনের পাশাপাশি চা বাগান ভ্রমণ, সাইক্লিং, স্থানীয় খাবার এবং উত্তরের হস্তশিল্পের বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে
- আন্তর্জাতিক মানের এই উৎসব সফল করতে অভিজ্ঞ সংস্থার সাহায্যে বিস্তারিত ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে

**উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানের করতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। উৎসবের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের অতিথিদের কাছে উত্তরবঙ্গকে নতুনভাবে তুলে ধরা হবে।**

**নিশীথ প্রামাণিক**
*উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

# ভিডিও নয়, বাধ্য হয়ে হাসিনার অডিও ভাষণ

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** কিছুটা পিছু হটা তো বটেই। কথা ছিল দেশান্তরী হওয়ার পর ভার্চুয়ালি হলেও বুধবার প্রথম ভিডিও বক্তৃতা দেবেন শেখ হাসিনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর ভাষণ অডিও-তেই সীমাবদ্ধ রাখলেন। পূর্ব ঘোষণামতো ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি ভার্চুয়ালি উপস্থিত হন। সাংবাদিকদের ওই সংগঠনের ভিডিও লিংকে প্রায় ২৫ মিনিট বক্তৃতা করেন। ভিডিও লিংকে হলেও তাঁর পুরো বক্তব্যজুড়ে ক্যামেরা বন্ধ ছিল।


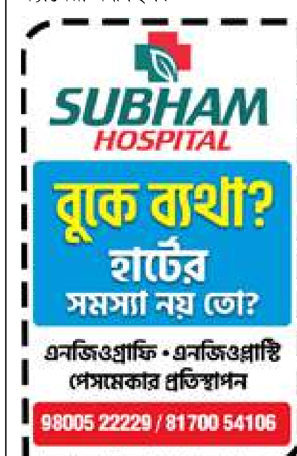



### যা-ই ঘটুক দেশে ফিরবই

মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশের তারেক রহমান সরকারের প্রবল আপত্তিতে হাসিনার ভাষণের বিষয়টি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দূরত্ব তৈরি করায় লাইভ বক্তৃতা অডিও-তে সীমাবদ্ধ রাখলেন তিনি। যদিও ভাষণে সেসবের কোনও উল্লেখ ছিল না।

তাতেও অবশ্য সন্তুষ্ট হয়নি বাংলাদেশ। বরং এই ভাষণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা অভিযোগ করে, ভারত তার দেশের মাটিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে অপমান করেছে। পাশাপাশি 'ভারতের এই সিদ্ধান্ত' দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের শহিদদের প্রতিও অপমান বলে বাংলাদেশের বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

ভারতের ভূয়সী প্রশংসা ছিল মুজিব-কন্যার মুখে। কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়েছিল, হাসিনার এই ভার্চুয়াল বক্তৃতায় তাদের কোনও ভূমিকা নেই। যদিও ঢাকার তরফে আর্জি জানানো হয়েছিল, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী যেন ওই বক্তৃতা না দিতে পারেন।

তাতে কাজ হবে না বুঝে বাংলাদেশে হাসিনার বক্তৃতা সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঢাকা। ফলে বাংলাদেশে সবাই মুজিবুর রহমানের কন্যার ভাষণ শুনতে পাননি। বুধবারের বক্তৃতায় আরও একবার ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা করেন তিনি। স্পষ্টভাষায় বলেন, 'আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, আমি আমার দেশের মানুষের কাছে ফিরবই। আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, জেলে পাঠানো হতে পারে, এমনকি হত্যা করা হতে পারে।'

*এরপর আটের পাতায়*


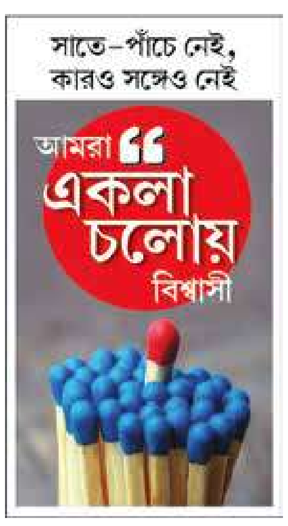



### আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশে মরিয়া কেন্দ্র

# রাহুলের সাহায্যপ্রার্থী রিজিজু

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** যে কোনও মূল্যে নির্বাচনি আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল দুটি পাশ করাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার। এখনও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় না পৌঁছালেও সংসদের বাদল অধিবেশনে কাজটি সেরে ফেলার পরিকল্পনা আছে। সেজন্য অগাস্টের ১৭ তারিখ থেকে তিনদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকার ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রের। শাসক শিবির এতই মরিয়া যে, বিল দুটি পাশ করাতে শেষপর্যন্ত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সমর্থন চেয়েছে।

সংসদ চলো অভিযানে গত ২০ অগাস্ট পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের অভিযোগ নিয়ে বাদল অধিবেশন কার্যত ভেস্তে যাওয়ার মুখে। বুধবারও দফায় দফায় অধিবেশন মুলতুবি হয় লোকসভা ও রাজ্যসভায়। পরে সারাদিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায়। ১৩ অগাস্ট চলতি অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা। ফলে পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল অনুমোদন করানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র।

বুধবার স্লোগান, পালটা স্লোগানে লোকসভার কাজকর্ম সারাদিনের জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু লোকসভায় বিরোধী দলনেতার অফিসে হাজির হন। ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কংগ্রেসের সহযোগিতা চান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কিন্তু বিরোধী দলনেতা সেই প্রস্তাবের পালটা দুটি শর্ত দিয়েছেন কেন্দ্রকে।

শর্ত দুটি হল- প্রথমত রাম মন্দিরে প্রণামি চুরি নিয়ে সংসদে আলোচনা এবং দ্বিতীয়ত, পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র লোকসভায় বিবৃতি। এই দুই শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন অচলই থাকবে বলে রাহুল জানিয়ে দেন। দৌত্য নিষ্ফল হওয়ার পর রিজিজু প্রথমে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করেন। তাতে জট কাটার কোনও লক্ষণ নেই বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়ে গেলে সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হতে পারে। ১৭, ১৮ ও ১৯ অগাস্ট তিনদিনের অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব বিরোধী দলগুলিকে জানিয়েছে কেন্দ্র। বিরোধীরা এখনও এবিষয়ে চূড়ান্ত মত জানায়নি। কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

সংসদের অচলাবস্থা কাটাতে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্র যোগাযোগ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। অমিত শা'র বিবৃতির দাবি মানতে রাজি নয় কেন্দ্র।

*এরপর আটের পাতায়*

*সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ বিরোধীদের। বুধবার নয়াদিল্লিতে।*

### 'প্রেশার গ্রুপ' হতে চায় ককরোচ জনতা পার্টি

# বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে মত শীর্ষ আদালতের

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** যা এতদিন ছিল বিরোধীদের বক্তব্য, তাতেই কার্যত সিলমোহর দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্রকে এই ভাষায় সতর্ক করল যে, তরুণ প্রজন্মের ওপর রাষ্ট্রশক্তি বলপ্রয়োগ করলে হিতে বিপরীত হবে। বরং তরুণদের সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রতিবাদী জেন জেড-এর মন বুঝে তাদের কাউন্সেলিং করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অশান্তি রোখার প্রধান হাতিয়ার বলে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত।

তরুণ সমাজের দৃঢ় আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ক'দিন আগে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাতে যে জেন জেড আন্দোলন শেষ হয়নি, তা বুধবার স্পষ্ট করে দিল ওই প্রতিবাদের মুখ্য উদ্যোক্তা ককরোচ জনতা পার্টি। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে তৈরি সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বুধবার জানিয়ে দিলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরিকল্পনা তাঁদের নেই।

দীপকের মতে, দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় জনআন্দোলন প্রয়োজন। তাঁর কথায়, "এখনই আমরা নিজেদের রাজনৈতিক দল হিসেবে দেখছি না। যদিও মিডিয়া শুধু ওই বিষয়েই আগ্রহী। বরং তরুণ সমাজের অধিকার রক্ষা এবং সাংবিধানিক সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে অরাজনৈতিক 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে আমরা কাজ করতে চাই।" নিট আন্দোলনের পর বেকারত্ব, কেন্দ্রের ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি নীতির বিরুদ্ধাচরণ ককরোচ জনতা পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মসূচি।

ঝাড়খণ্ডে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনেও সার্বিকভাবে সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে যেতে চলেছেন অভিজিৎরা। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগরে ককরোচ জনতা পার্টির দু'দিনের বৈঠকের সূচনার দিনই সুপ্রিম কোর্ট তরুণ প্রজন্ম সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দেয় কেন্দ্রকে। গত ২০ জুলাই 'সংসদ চলো' অভিযানে বিশৃঙ্খলা ও প্ররোচনার অভিযোগে একটি জনস্বার্থ মামলায় শীর্ষ আদালতের ওই পর্যবেক্ষণ উঠে আসে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ছাড়াও তাঁর ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনা আছেন। মামলাকারী প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক মণীশ সোলাঙ্কির আইনজীবী রিজওয়ান আহমেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কড়া শাস্তির দাবি জানান। তিনি সওয়াল করেন, আন্দোলনের নামে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও উসকানিমূলক ভাষণ দেওয়ায় অভিযুক্তদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

*এরপর আটের পাতায়*

- নিট আন্দোলনেই শেষ হচ্ছে না জেন জেড-এর কর্মসূচি
- ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি নীতির প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত
- ককরোচ জনতা পার্টির দু'দিনের বৈঠক শুরু মহারাষ্ট্রে
- ঝাড়খণ্ডে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভকে সমর্থন

# স্টার্টআপের নতুন ঠিকানা ফুটপাথ

**টেবিল-চেয়ারেই স্বপ্নের শুরু। শিলিগুড়ির রাস্তাঘাটে এখন নতুন এক ছবি। ছাতার নীচে টেবিল-চেয়ার পেতে পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে একঝাঁক তরুণ-তরুণী। এঁদের কেউ নিজের ব্যবসা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বেসরকারি চাকরি ছেড়েছেন, কেউ এখনও কলেজের পড়ুয়া। তাঁদের লক্ষ্য একটাই, ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা।**

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** 'লোকে কী বলবে?'- প্রশ্নটা আর খুব একটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। বরং নতুন প্রজন্ম বলছে, 'নিজের কাজটাই আগে।' তাই শিলিগুড়ির রাস্তাঘাটে এখন নতুন এক ছবি। ছাতার নীচে টেবিল-চেয়ার পেতে পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে একঝাঁক তরুণ-তরুণী। কারও হাতে কোল্ড কফি, কারও কাছে ফ্রুট স্যালাড, কেউ বিক্রি করছেন হ্যান্ডমেড জুয়েলারি, কেউ আবার কেক-পেস্ট্রি। এঁদের কেউ নিজের ব্যবসা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বেসরকারি চাকরি ছেড়েছেন, কেউ এখনও কলেজের পড়ুয়া। তাঁদের লক্ষ্য একটাই, ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা।

বাঙালির নাকি ব্যবসা হয় না! কে বলেছে? দেবাদিত্য সাহা বা ববিতা তালুকদাররা তো চাকরির পিছনে ছুটতেই চাইছেন না। তাঁদের ব্যবসার স্বপ্নকে ভরসা দিচ্ছে সমাজমাধ্যম। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবের রিলসই হয়ে উঠছে তাঁদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম।

ভক্তিনগরের দেবাদিত্যর কথাই ধরা যাক। একটা সময় গতানুগতিক বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেছেন। কিন্তু মন বসাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত চাকরি ছেড়ে নেমে পড়েন ব্যবসায়। মাসখানেক আগে পার্টনার সুমি সাহাকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন নিজের স্টল। দেবাদিত্য বললেন, 'একদিন সাহস নিয়ে নেমে পড়ি ব্যবসায়। বিভিন্ন ধরনের কফি, ফ্রুট চাট বিক্রি করছি। আরও আইটেম নিয়ে আসব।' দেবাদিত্য আরেকটা কাজ মন দিয়ে করেন ব্যবসার একদম প্রথম দিন থেকেই। প্রায় প্রতিদিনই ব্যবসার ভিডিও বানিয়ে আপলোড করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বললেন, 'এটা এক ধরনের মার্কেটিং। টাকা খরচ করে আলাদাভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ডাবগ্রামের সূর্যনগর মাঠের সামনে গেলে চোখে পড়বে একটি ছোট্ট স্টল। সেখানে স্প্রাউট চাট, স্যালাড, স্যান্ডউইচ, লেমন জুস আর ফ্রুট স্যালাড বিক্রি করছেন সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ববিতা তালুকদার। দিন দশেক হল ব্যবসা শুরু করেছেন ববিতা। বলছিলেন, 'বাবা আর দিদা অসুস্থ। তাই এখন অনেক টাকার প্রয়োজন। আগে পার্লারে কাজ করতাম। তবে ব্যবসা করার ইচ্ছে আগে থেকেই ছিল।' বয়সে ছোট হলেও ববিতার পরিকল্পনা কিন্তু বড়। এসএফ রোডে আরেকটি স্টল খুলতে চান তিনি। 'সকালে এসএফ রোডে ব্যবসা করব,

*এরপর আটের পাতায়*

*আলাদা পণ্য, আলাদা দোকান... তবে দুইয়েরই দু'চোখ ভরা স্বপ্ন।*

# ফের আদিনা বিতর্ক

**গাজোল, ৫ অগাস্ট :** বিতর্কের মাঝেই বুধবার ফের আদিনায় এলেন বৃন্দাবনের সাধু হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। শ্রাবণ মাস শুরুর কয়েকদিন আগে থেকেই গাজোলের আদিনাথ পুরাতন শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে রীতিমতো সরগরম জেলার পরিস্থিতি। 'আদিনা আসলে আদিনাথ শিবের মন্দির। এটিকে হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে'— এই দাবিতে ক্রমশই জোরালো হচ্ছে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের আন্দোলন। শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার শিব মন্দিরে বিশাল এক শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই সাধুই ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম আদিনা মসজিদের ভেতর পুজো করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই সময় এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় (যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। তবে, এদিন তাঁকে কোনওরকম পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়নি। বুধবার বিকেলে আদিনা বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে মসজিদের প্রবেশপথের সামনে দিয়েই পুরাতন মন্দিরে পৌঁছে শিবলিঙ্গের পুজো করেন তিনি। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এদিন পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি ছিল। এদিন হিরণ্ময় বলেন, 'আদিনা যে আদিনাথ মন্দির এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দেখা যাবে পঞ্চদেবতাকে।'হিরণ্ময়ের সংযোজন, 'বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এই মন্দির। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। আদালতের উপর আমরা সম্পূর্ণ আস্থা রাখছি।'

অন্যদিকে, পুরাতন আদিনাথ শিব মন্দিরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য কাজল গোস্বামীর বক্তব্য, 'আইনি পথেই আমরা মন্দির আদায় করে নেব। শান্তিপূর্ণভাবেই আমাদের এই দাবির সপক্ষে লড়াই জারি থাকবে।' কাজলের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির মালদা জেলা সভাপতি তাপস সাহা।

## পর্যটকদের যাতায়াত চ্যাংরাবান্ধায়

**চ্যাংরাবান্ধা, ৫ অগাস্ট :** দু'বছরে পদ্মা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার উত্তাল বিক্ষোভে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। গঠিত হয় মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তবে ইউনূস সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটলের সঙ্গে দেখা দেয় অর্থনৈতিক অস্থিরতাও। সম্প্রতি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তারেক রহমান। তাঁর জমানায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ইতিবাচক বদল আসতে শুরু করেছে। দীর্ঘ দু'বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে পর্যটন ভিসা। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন পয়েন্ট দিয়ে পর্যটকদের যাতায়াত শুরু হতেই সীমান্তে ফিরছে পুরোনো কোলাহল।

ঢাকার ট্রাভেল এজেন্ট রুমন রায়হান প্রীতমের কথায়, 'রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না, তবে ভারতের পর্যটন ভিসা চালু হওয়ায় দার্জিলিং ঘুরতে আসতে পারলাম। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে।' ডেকোরেটার ব্যবসায়ী মহম্মদ সৌকত আবদুল রুবেল বলেন, 'তারেক রহমানের শাসনে আমরা আলোয় ফিরছি। তবে জিনিসপত্রের দাম আগের চেয়ে বেড়েছে।'

পঞ্চগড়ের পবিত্রকুমার রায় ভারতে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'ইউনূসের আমলে আতঙ্কে দিন কাটিয়েছি। এখন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।' চিকিৎসা করাতে ভারতে আসা রংপুরের মাহমুদা খাতুন জানান, আগের চেয়ে তাঁরা বেশ ভালো আছেন।

## দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা বাসের

**কোচবিহার, ৫ অগাস্ট :** বিপদ ঘটেনি বটে, কিন্তু এক যাত্রীর সতর্কতায় দুর্ঘটনা এড়িয়ে নানা প্রশ্নের মুখে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। চাকায় অধিকাংশ নাটবল্টু না থাকার পরেও কীভাবে দূরপাল্লার রুটে ছুটছিল সরকারি বাসটি, মূলত তা নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন। বুধবার সকালে চালক যদি ওই যাত্রীর বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে ময়নাগুড়িতে বাস না দাঁড় করাতেন, তবে পরিণতি কী হত, ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠছেন বাসটির প্রত্যেক যাত্রীই। বুধবার সকালে কোচবিহার বাস টার্মিনাস থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ওই বাস। যাত্রীর সংখ্যা কম ছিল না বাসে। জানা গিয়েছে, বাসটি ময়নাগুড়িতে পৌঁছাতেই ঝাঁকুনি অনুভব করেন এক যাত্রী। তাঁর মনে হয় বাসটি লাফাচ্ছে। দেরি না করে বিষয়টি তিনি জানান চালক ও কনডাক্টরকে। বাস থামিয়ে চালক ও কনডাক্টর দেখেন বাসের পিছনের একটি চাকায় ৮টি নাটবল্টুর পরিবর্তে রয়েছে মাত্র তিনটি। বিষয়টি তাঁরা জানান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বিকল্প বাসের ব্যবস্থা করে এনবিএসটিসি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, পাঁচটি নাটবল্টু ছাড়াই কি বাসটি বালুরঘাটের দিকে রওনা দিয়েছিল? তা যদি হয়, তবে কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি সামনে আসবে। যাত্রী পুযেশ্বর রায় বলেন, 'ময়নাগুড়িতে হঠাৎ বাসটি থামার পর জানতে পারি চাকায় নেই অধিকাংশ নাটবল্টু। এই যাত্রায় মহাদেবই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

এনবিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'গাড়ি পরীক্ষা করেই ছাড়া হয়। কাজগুলি মূলত ইঞ্জিনিয়ারদের দেখার কথা। কিন্তু ৪৭ জনের মধ্যে মাত্র একজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। ফলে কাজগুলি লেবার, মিস্ত্রিরাই দেখছেন। এটা কেন হয়েছে, তা দেখা হবে।'


### পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ৮৩-৮৫-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পো.অ.: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্র.নং-১। টেন্ডার নম্বর: ৮৩-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/১/ জামালপুর-এর সেকশনে ভাগলপুর (ব্যতীত)-জামালপুর (ব্যতীত) ডাবল লাইন (কিমি. ৩০৭/০-৩৫৬/৩১৫ আপ ও ডাউন লাইন) সেকশনে রেল-স্লিপার সুইচ-এসইজে-গ্লুড পরিবর্তন, ডিপ স্ক্রিনিং, ফিটিং রিন্যুয়াল, ডিস্ট্রেসিং, ট্র্যাক মেশিনকে সহায়তা, নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার করা সহ বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক-সংক্রান্ত কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,১৯,৩৫,৯৯৮.৬৪ টাকা। ক্র.নং-২। টেন্ডার নম্বর : ৮৪-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/ মালদা-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/ জামালপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/II/ জামালপুর-এর সেকশনে জামালপুর-কিউল (ব্যতীত) ডাবল লাইন (কিমি. ৩৫৬/৩১৫-৪০২/৫৪৫ আপ ও ডাউন লাইন) সেকশনে রেল-স্লিপার সুইচ-এসইজে-গ্লুড পরিবর্তন, ডিপ স্ক্রিনিং, ফিটিং রিন্যুয়াল, ডিস্ট্রেসিং, ট্র্যাক মেশিনকে সহায়তা, নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার করা সহ বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক সংক্রান্ত কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান : ১,২০,০৬,৬২৯.১৪ টাকা। ক্র.নং-৩। টেন্ডার নম্বর : ৮৫-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জ সেকশনের সাউথ কলোনি, সাহিবগঞ্জ-এ স্টাফ কোয়ার্টারগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ২,২৪,১৫,৪৫৯.৩৫ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৫.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/মালদা।

(MLD-153/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE**

e-N.I.T Memo No.3009/KCK-III & 3010/KCK-III, Sl No-01 to 04 & Sl No-01 Dated-05.08.2026, invited **by the B.D.O Kaliachak-III Dev Block from Bonafide bidder. Last date of application on 12.08.2026 up to 6.00 pm. Details are available in the office notice board.**

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Kaliachak-III Dev. Block**
**Baishnabnagar, Malda**

### ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: **40-ENGG-RNY-2026-27**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্রমিক নং. ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** নিউ বঙ্গাইগাঁও জং. - আলিয়াবুরী - সেস-এর মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ১১,৮৮,৬৬,৯৫৭.৮৩ টাকা; বায়নার অর্থ: ২৩,৭৬,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

### বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির পক্ষ থেকে কুশমন্ডি কৃষক বাজারের স্টল শর্ত সাপেক্ষে বিলিবণ্টন করা হবে। আবেদনপত্র সংগ্রহের তারিখ ইংরেজির ১১/০৮/২০২৬ থেকে ৩১/০৮/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০৩.০০ মিঃ পর্যন্ত। আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ ৩১/০৮/২০২৬ বেলা তিনটা পর্যন্ত। আবেদনপত্র গ্রহণ ও জমা করার স্থান- B.D.O অফিস, কুশমন্ডি। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সদর কার্যালয়-বালুরঘাট ও কুশমন্ডি কৃষক বাজার।

সচিব
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি

**MAYNAGURI MUNICIPALITY**
**CORRIGENDUM NOTICE**

Notice for extension of Date and Time for Submission of Bids and Opening of Tender. The Tender details are as given below :-

Ref. (i) e-NIT-WBMAD/e-Tender/43/of EO/MNM/JAL/2025-26 (2nd Call)

Tender Id-2026_MAD_1031563_1

Bid Submission End Date & Time-17.08.2026 upto 06.00 pm. Bid Opening Date & Time :- 19.08.2026 after 06.00 pm.

Details of e-N.I.T and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Chairman,**
**Maynaguri Municipality**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**North Bengal Development Department**
**1st Date Corrigendum of Abridged Advertisement**
**e-NIT No.- 08 of 2026-27 of the E.E., NBDD.**

E.E., NBDD, issues 1st Corrigendum of above e-Tender Vide e-NIT No.-08 of 2026-27 of the E.E., NBDD. Last Date of Bid Submission is 14/08/2026 instead of 04/08/2026. Date of opening of Technical Bid is 17/08/2026 instead of 06/08/2026. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website :- **www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in**

**Sd/- Executive Engineer**
**North Bengal Development Department**

### পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন ট্রেনের জন্যে এসএলআর লিজিংয়ের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নিলাম। বিবরণ: এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিট: প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

| | | |
|---|---|---|
| অগ্রিম ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ | | |
| এন্ট্রি নং. | এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী | ট্রিপস |
| ৫৫/১ | ১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ১০৯৬ |
| ৫৫/২ | ১৫৭৭৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ১০৯৬ |
| ৫৫/৩ | ১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ১০৯৬ |
| ৫৫/৪ | ১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ১০৯৬ |

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৭-০৮-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.০০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।

টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"


### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৫৫০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৬২০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৮৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২৬৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২৬৮৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**WRI&DD e-NIT**

Executive Engineer (A-I), Malda (A-I) Division, WRDD, invites e-tender for "Re-winding & Repairing of 7 Nos 20HP 3 phase 410/ 440 V 50 Hz. @ pole 18-23 Amp. A.C. Submersible Motor & Pump (200 cum/h) Total Head 50 ft to 85 ft.) of the Chanchal (A-I) sub-Divn., Malda". Tender Ref. No.: WRDD/ EE (A-I) /Malda/ eNIT- 05/2026-27 (Sl.01) & Tender ID-2026_WRDD_ 1036281_1. Amount put to tender is Rs. 346795.04/-. **Last date & time for bid submission is 14.08.2026 up to 15:00 Hrs.** Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Engineer (A-I),
Malda (A-I) Division, Malda.
ICA-T14421(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-tender for the following work - Patiram Kumarganj Road (MDR) — Potholes repairing work from Chainage 3.00 KM to 4.00 KM under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 4,58,366.00 e-NIT No. 12 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5017882_1. Bid submission start date (online): 07.08.2026 from 12:30 PM, Bid submission closing date (online): 14.08.2026 upto 12:30 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Debojyoti Ghosh. Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. ICA-T14397(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PHED TENDER NOTICE**

The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte, Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 08 of 2026-2027" for (04) four nos work having Tender ID : 2026_PHED_1035943_1, 2026_PHED_1035943_2, 2026_PHED_1035943_3 and 2026_PHED_1035943_4 under Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte." The Tender Document collection and submission from 05.08.2026, 10:00 A.M. to 24-08-2026, 2.00 PM. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- EE/ NMD/P.H.E. Dte. ICA-T14362(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT-CUM-VICE PRINCIPAL**
**NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SUSHRUTANAGAR, DARJEELING**
**e-TENDER NOTICE**

(N.I.T) NO. NBMCH/3380 Date 03/08/26

E-Tender is invited for providing Cleaning & Housekeeping Service for Office of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date: 02/09/2026 at 05:00 P.M. Pre-bid meeting to be held at Chamber of The MSVP 08/08/2026 at 01:00 P.M. For Detail, Please visit the Office of the MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling. ICA-T14350(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**

The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e-Tender/Quotation for Two nos. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.pwdwb.in NIT Ref. No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/09/2026-2027, NIT ID: 2026_WBPWD_5017903_1 & NIQ Ref. No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/21/2026-2027, NIQ ID: 2026_WBPWD_5017897_1. Bid submission End Date for the works : 24.08.2026 upto 05.00 P.M. Eligibility : Bonafide Resourceful Contractors. Note:- Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/- Executive Engineer (PWD), North Bengal Construction Division, Siliguri ICA-T14406(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Siliguri Jalpaiguri Development Authority**
**Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms/companies/ individual contractors for the following works : Tender No. NIT 025/Engg/ 2026–27 of SJDA Name of Work : Re-Construction of Fulbari Bypass removing existing dilapidated road top from the Toll gate end to Intake Well at Fulbari, Dist. Jalpaiguri Amount put to Tender–Rs.7,86,26,646.00 Earnest Money- Rs15,72,540.00 ender Documents Sale / Download Start Date & Time 06.08.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time-31.08.2026 up to 4:00 P.M. Date of opening of Technical Proposals-03.09.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals – to be notified after technical evaluation Corrigendum if any will be published in website only All details can be obtained from the website- www.sjda.org or Login http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T14334(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGE e-TENDER NOTICE**
**e-NIT No.- WBIW/EE_TA/ NIC-I/eNIT-02/26-27**

**The Executive Engineer & TA to SE, North Irrigation Circle-I, Green Park, Malda** invites above mentioned eNIT for 01 No. work for Security Service under SDS (M) Head. eNIT Publishing Date : 06/08/2026 at 10:00 Hrs. Last Date of Bid Submission 21/08/2026 & Time upto 17:00 Hrs Details may be had from the office of undersigned. For more details visit the site http://www.wbiwd.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer & TA to SE North Irrigation Circle-I Green Park, Malda. ICA-T14355(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**P.W.D. e-QUOTATIONSNOTICE**

Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/ JED/NIQ 16e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017908_1. Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation works for Regional Forensic Science Laboratory (RFSL), Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 14-Aug-2026, 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T14412(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Tender Notice**

The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.T. No. 03 of 2026-27 Tender ID: 2026_HSD_1036145_1 for Boundary wall at Dabgram Fulbari under Siliguri Division, Housing Dte. The last date of Submission of Bid (online) – 24.08.2026 up to 17:00 hrs. (IST). Details may be had from the office Notice Board on any working day within office hour and from the website www.wbetenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte. ICA-T14373(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TEDNER NOTICE**

Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. invites online e-tender **e-NIT No.- WBPWD/SS/ EE/COB/NIT- 01e/26-27 (SL-1 & SL-2). Tender ID : 2026_WBPWD_5017914_1 & Tender ID : 2026_WBPWD_5017914_2.** Bid Submission start date (online) 11.08.2026 from 10:00 A.M. Bid Submission closing date (online) 27.08.2026 upto 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W. Dte. ICA-T14416(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGED TENDER NOTICE**

Tender Ref. No. WBPHED/EE/MAAD/ NIeT_07 of 2026-2027 Tender ID- 2026_PHED_1036215_1 to 2026_PHED_1036215_12. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 22/08/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 12 (Twelve) no. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T14446(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**

e-Tenders are invited by the **Superintending Engineer, G.T.A Circle, P.H.E. Dte**, on behalf of Governor of West Bengal vide-NIeT No. eT/01/SE/ GTA CIRCLE OF 2026-27 (SL. NO.01 TO 09) and ID : 2026_PHED_1035637_1 to 2026_PHED_1035637_9 for OPERATIONS AND MAINTENANCE WORKS OF DIFFERENT PWSS UNDER JJM WITHIN DARJEELING DISTRICT, UNDER KURSEONG DIVISION, P.H.E. DTE. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The Last date for submission of tender is 21.08.2026 at 2:00 P.M. Sd/- For Superintending Engineer, G. T. A Circle, P.H.E. Dte. ICA-T14448(4)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Due to minimum bids not received the cited E-Tender is hereby cancelled and fresh call shall be invited shortly. Repairing/replacement of damaged doors and windows of Quarter No. 05 and Quarter No.06 at Block-A, Mekhliganj Sub-Divisional Hospital Campus, Mekhliganj, Cooch Behar, including all allied works Teesta Bridge Construction Division, P.W.D., Mekhliganj, Cooch Behar, during the year 2026-2027. Tender Id- 2026_WBPWD_5017267_1, Estimated Amount: Rs. 1,65,597.00, e-NIT No. 08 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD. Bid Submission start date (online): 23.07.2026 from 11.00 hrs. Bid Submission closing date (online): 28.07.2026 upto 14.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E., P.W.D., TBCD., Mekhliganj, Coochbehar ICA-T14402(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

AE, Dhupguri Highway sub Division, P.W. (Roads) Dte, Dhupguri, invites online e-tender for the work of —1)" Dhupguri to Falakata road from 11.00 km to 13.0 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri." 2) "Khalaigram to Khetifulbari road from 5.00km to 8.00 km, emergency patch maintenance work in different stretchts under Jalpaiguri Highway Division in the District of jalpaiguri.". 3) "Mayanaguri to Domohani road from 0.00 to 2.50 km, emergency patch maintenance work in different stretchts under Jalpaiguri Highway Division in the District of jalpaiguri." Estimated Amount: 1) Rs. 486727.93 2) Rs.486727.36/- 3) Rs.487453.14/- Tender Ref No : WBPWD/AE/DHSD/NIeT-5 (SLNo.1, 2 & 3) /2026-27 Tender ID: 1) 2026_WBPWD_5017860_1. 2) 2026_WBPWD_5017870_1. 3) 2026_WBPWD_5017876_1. Bid submission start date (online) : 10/08/2026 from 6.00P.M. Bid submission closing date (online) : 19/08/2026 up to 11.30A.M. *Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PW(R), DHSD, Dhupguri, Govt. of WB. ICA-T14387(3)/2026


### অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20170991366 আমার বাবার নাম ভুলবশত Ahammed Hosen-এর পরিবর্তে Ahammed Hossein নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 04-08-26, নোটারি, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Ahammed Hosen এবং Ahammed Hossein একই ব্যক্তি। আমার বাবার সঠিক নাম Ahammed Hosen ড্রাইভিং লাইসেন্সে ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। খারিজা ফুলেশ্বরী, পোঃ পুটিমারী ফুলেশ্বরী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/122636)

•

আমার প্রকৃত নাম Amisha Sharma Rai, DOB : 30.5.1998, স্বামী- Manit Rai, যা আমার আধার ও ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার কন্যা, Ritu Rai-এর বার্থ সার্টিফিকেট (No : B 2018 : 19-05596-001547, DOB : 24.11.2018, dt of Rgn. 28.11.2018)-এ আমার নাম Amisha Rai উল্লেখ রয়েছে। তাই ২৭/৭/২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে Amisha Sharma Rai ও Amisha Rai একই ব্যক্তি। (C/122096)


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGED TENDER NOTICE**

Tender Ref. No. WBPHED/EE/MD/ NIeT_01 of 2026-27. Vide NIeT memo no. 2984/MD, Dt-03/08/2026. Tender ID-2026_PHED_1035822_1 to 2026_PHED_1035822_39. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 19/08/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for different O & M works and different PWSS under Malda Division, P.H.E. Dte. All details available in website Http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte. Govt. of West Bengal. ICA-T14364(3)/2026

### রঙ্গিয়া মণ্ডলে রেল নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং- ৪৫-ইঞ্জিনিয়ারিং-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফে নিম্নে নিম্নলিখিত কাজের জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে [illegible] টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার সংখ্যা: ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: [illegible] টেন্ডার রাশিঃ [illegible] টাকা। বায়না রাশিঃ [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

### কমিউনিকেশন ব্যাকবোনের জন্যে ২৪৮ ফাইবার্স ওএফসির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখ: [illegible]। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফে নিম্নে নিম্নলিখিত কাজের জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে [illegible] টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] আলিপুরদুয়ার [illegible] টেন্ডার রাশিঃ [illegible] টাকা। বায়না রাশিঃ [illegible] টাকা। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

### কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: KIR/Engg./35 of 2026, তারিখঃ 03-08-2026। [illegible] বন্ধ হবে ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


### অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB63 2001 0930661) নাম সমর ঘোষ থাকায় 4.8. 2026 দিনহাটা নোটারিতে ৮ নং অ্যাফিডেভিট বলে সমর কুমার ঘোষ হলাম। সাং- ভোরাম, গিতালদহ। (S/M)

•

আমি Ebika Roy আমার আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় জলপাইগুড়ি কোর্টে J.M. কোর্টে 10.3.26 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Rebika Roy এবং Ebika Roy একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/123232)

•

আমি জয়া রয়, স্বামী ৺দেবদুলাল রয়, ঠিকানা- রাইকত পাড়া, ওয়ার্ড নং- 2, জলপাইগুড়ি, থানা- কোতোয়ালি, নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি প:ব:-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা জয়া রয় কর্মকার নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং-44, Dt- 04/08/2026. জয়া রয় ও জয়া রয় কর্মকার একই ব্যক্তি। (C/122497)

•

আমার পুত্রের আধার কার্ড নং- 4346 2060 4988, নামের বানান ও জন্মতারিখ ভুল থাকায়, 4/8/26 ইং তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 3246 নং অ্যাফিডেভিট বলে Najmal Rahman থেকে Nazmal Rahaman ও জন্মতারিখ 2002 এর পরিবর্তে 5/11/2003 হল। আজিজুল রহমান, গ্রাম ও পো- চিলাখানা, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

•

আমি Bandana Chowdhury, W/O Prodip Boiragi, গ্রাম- পার্বতিডাঙ্গা, থানা- হবিবপুর জেলা- মালদা, 732138, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং B-2018 : 19-05622-002416, Dt. 30/10/2018) আমার নাম ভুল থাকায় গত 9/04/26 তারিখে মালদা J.M ১ম শ্রেণী কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bandana Chowdhury (Boiragi) থেকে Bandana Chowdhury করা হইল। যা উভয় নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123238)


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGED TENDER NOTICE**

Tender Ref. No. WBPHED/EE/MD/ NIeT_02 of 2026-2027, Vide NIeT memo no. 2999/MD, Dt-04/08/2026, Tender ID- 2026_PHED_1035831_1. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 12/08/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Engagement of District Consultant for Malda District for Water Quality Monitoring & Surveillance of Malda District under Malda Division, P.H.E. Dte. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte. ICA-T14365(3)/2026


### মহিলা সহায়িকা চাই

কলকাতায় বাঙালি বাড়িতে হাঁটা-চলা করা বয়স্কা মহিলার সঙ্গে সবসময় থাকার জন্য মধ্যবয়স্কা পিছুটানহীন, বাড়ির কাজ জানা মহিলা সহায়িকা প্রয়োজন। থাকা+খাওয়া+১৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগাযোগ : ৮৩৭৩৮৬৭৬৯৭

### পেয়িং গেস্ট

Student (Girls) P.G. Rabindra Nagar Siliguri 8436926042 (M). (C/123236)

### কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 40 এর মধ্যে। অভিভাবক ও ID সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 8240805745. (C/123235)

### ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়ি ও আলিপুরবাসীদের জন্য, অল্প পুঁজিতে বাড়ি থেকে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ। 9163272406. (K)

### হারানো প্রাপ্তি

আমি Rabindra Nath Singha মেডিকেল মোড় এলাকাতে আমার BSF Id 951402452, Aadhar Card 6557 6304 7051, Pan Card-DKOPS 4614F, KPKB Assist Id Card-BSF DM 00540206 ইং 4.8.26 তারিখে হারিয়েছি। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন- M : 7001457675. (K.D.R)

### অ্যাফিডেভিট

আমি Samar Kumar Ghosh, S/o Lal Bihari Ghosh. গ্রাম- ভোরাম, পো- গিতালদহ, থানা- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার। ছেলের জন্ম শংসাপত্র নং 1528 dt, 25/6/2010-এ Samar Kr. Ghosh হওয়ায় দিনহাটা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 23/7/26 ইং তারিখে 7384 নং অ্যাফিডেভিট বলে Samar Kumar Ghosh হলাম। Samar Kumar Ghosh & Samar Kr. Ghosh একই ব্যক্তি। (D/S)

•

আগের ভোটার কার্ড (WB/02/012/081817)-এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন (No : 3068702526)-এ নাম ভুল থাকায় গত ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mosalem Miya থেকে Muslim Miya হলাম। (C/122094)


**PUBLIC NOTICE: E-AUCTION OF SEIZED SILVER SAND**

Memo No.: 1487/DLLRO(MLD)/2026 Dated- 05/08/2026

The District Magistrate, Malda, announces an e-auction for the sale of seized silver sand.

**Auction ID: 2026_WB_5740**
**Auction Date: 13/08/2026**
**Auction Time: 11:30 AM**

E-Auction Portal: https://eauction.gov.in

Location of Material: Bhangatola, Kaliachak- III

Quantity Available: 5,60,700 cft

Prospective bidders are required to register on the e-Auction Portal, submit the requisite Earnest Money Deposit (EMD), and upload valid credentials by **11/08/2026, 05:00 P.M..** Comprehensive terms, conditions, and eligibility criteria can be found on both the e- Auction Portal and the Malda District Website: https://malda.gov.in

**Sd/-**
**ADM(LR) &**
**DL & LRO, Malda**

Memo No : 546(2)/DICO/MLD, Dt-05.08.2026


### আজ টিভিতে

অকেলা রাত ১০.৩২ সোনি ম্যাক্স টু

#### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৯.৩০ ককপিট, দুপুর ১২.৩০ রাম লক্ষ্মণ, বিকেল ৩.৪৫ আমাদের জননী, সন্ধে ৭.০০ সূর্যবংশী দ্য ফ্যামিলি, রাত ৯.৪৫ শুধু একবার বলো

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ কেল্লাফতে, দুপুর ১.৩০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.৩০ বিধাতার খেলা, রাত ৮.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব, ১১.৩০ গয়নার বাক্স

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ কলঙ্কিনী বধূ, দুপুর ১২.০০ অভিমন্যু, ২.৩০ রাখাল রাজা, বিকেল ৫.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সন্ধে ৭.০০ শিমূল পারুল, রাত ৯.৩০ নয়নমণি

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ নতুন জীবন

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ কৃষ্ণা কাবেরী

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ সোলজার

**সোনি ম্যাক্স ওয়ান :** বেলা ১১.৪৬ গডজিলা, দুপুর ২.২৪ চোরি, বিকেল ৫.০০ হর দিন দিওয়ালি, সন্ধে ৭.৫৪ হাউসমেটস, রাত ১০.৩২ রেখাচিত্রস

**সোনি ম্যাক্স টু :** সকাল ১০.৪৮ রামকলি, দুপুর ১.৫৯ বড়ে ঘর কি বেটি, বিকেল ৫.০৩ জুনুন, সন্ধে ৭.৫০ তুম মেরে হো, রাত ১০.৩২ অকেলা

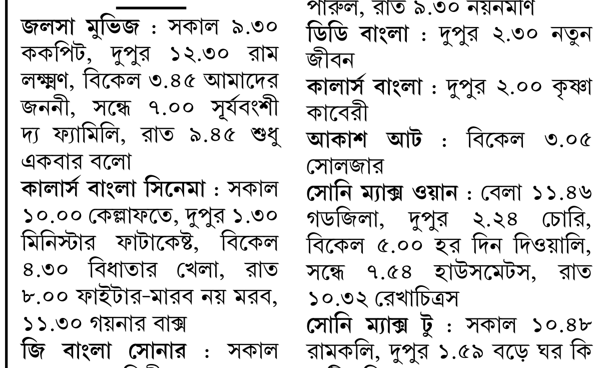

শুধু একবার বলো রাত ৯.৪৫ জলসা মুভিজ

### আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় অচলাবস্থা কাটবে। কোনও দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হবে। বৃষ : কাউকে কটুকথা বলে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। মিথুন : সাংসারিক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে সমস্যা। কর্কট : অন্যায় কাজকে সমর্থন করা থেকে দূরে থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদ পাবেন। সিংহ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কন্যা : বাবার সঙ্গে অকারণেই মতানৈক্য এবং মনঃকষ্ট। অতিভোজনে শারীরিক সমস্যা। তুলা : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দলাভ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বৃশ্চিক : ব্যবসার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। ধনু : আজ পথে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। প্রেমে শুভ। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। পরিশেষে আপনার জয় নিশ্চিত। কুম্ভ : সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কে যাবেন না। মীন : কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। প্রেমের সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ কমে যাবে।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১৫ শ্রাবণ, ৬ অগাস্ট ২০২৬, ২০ শাওন, সংবৎ ৮ শ্রাবণ বদি, ২২ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৬।১৪। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ৩।৪৫। ভরণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১৭। গণ্ডযোগ দিবা ২।৮। কৌলবকরণ দিবা ৩।৪৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৩৯ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৬।১৭ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।৫৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৬।১৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৩।৪৫ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ২।২৯ গতে ৬।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।৪৫ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ২।২৯ মধ্যে নবশস্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। হিরোশিমা দিবস (৬ অগাস্ট)। সৎসঙ্গের শ্রীশ্রী বড়দার তিরোভাব দিবস (২০ শ্রাবণ ১৪০১)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১২।৪৩ গতে ৩।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

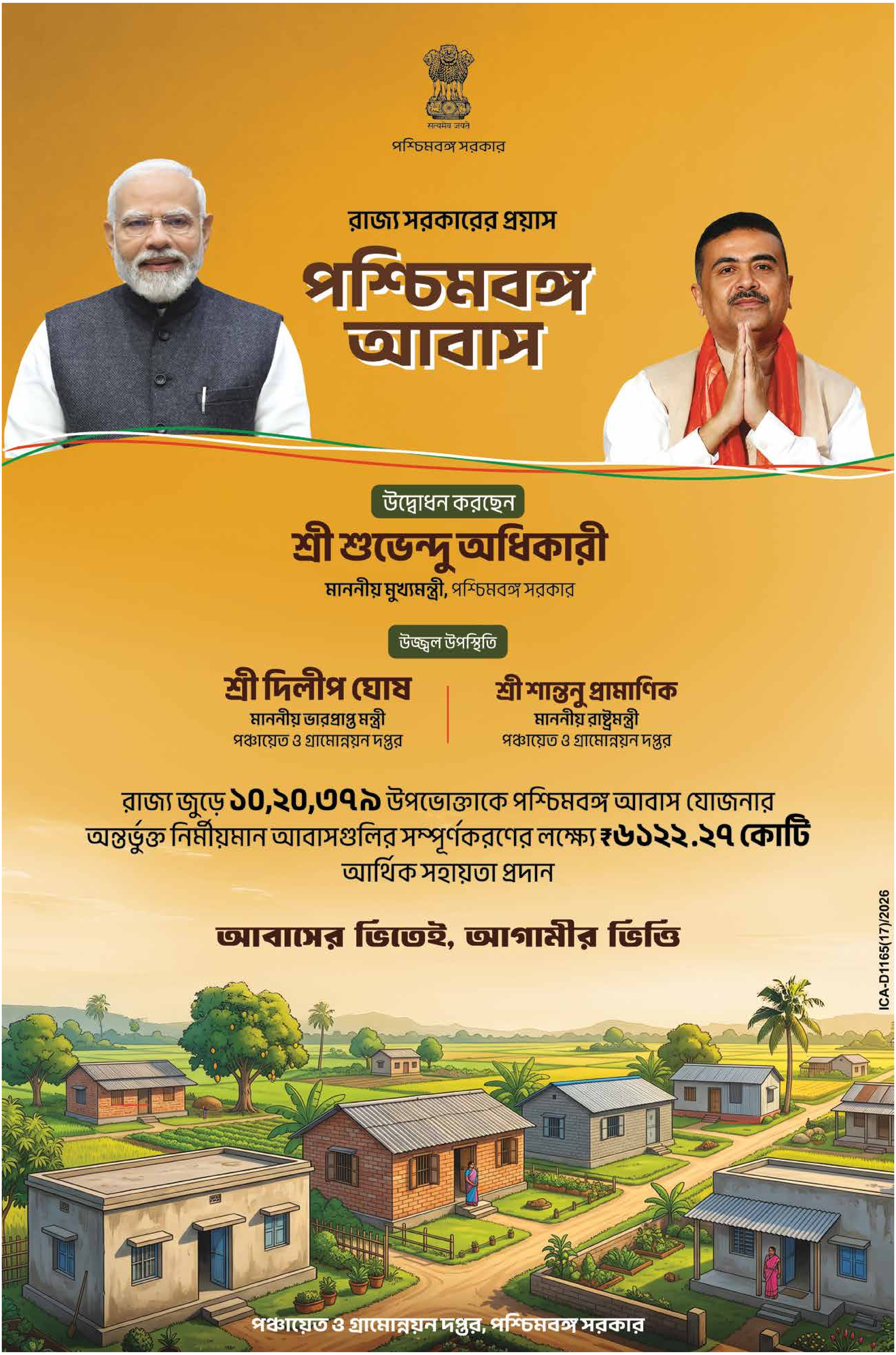
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাজ্য সরকারের প্রয়াস
পশ্চিমবঙ্গ আবাস
উদ্বোধন করছেন
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উজ্জ্বল উপস্থিতি
শ্রী দিলীপ ঘোষ
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
শ্রী শান্তনু প্রামাণিক
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
রাজ্য জুড়ে ১০,২০,৩৭৯ উপভোক্তাকে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার অন্তর্ভুক্ত নির্মীয়মান আবাসগুলির সম্পূর্ণকরণের লক্ষ্যে ₹৬১২২.২৭ কোটি আর্থিক সহায়তা প্রদান
আবাসের ভিতেই, আগামীর ভিত্তি
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D1165(17)/2026

# জলকাদায় বেহাল বাসস্ট্যান্ড

## টোল আদায়, পরিষেবা অমিল

**খড়িবাড়ি, ৫ অগাস্ট :** বাসস্ট্যান্ড না পুকুর! দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বর্ষায় কাদাজলে এমনই বেহাল অবস্থা খড়িবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন যাত্রী, বাসকর্মী এমনকি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, নিয়মিত টোল ট্যাক্স আদায় হলেও ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও মিলছে না। বাসস্ট্যান্ড দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন বাসকর্মীরা। খড়িবাড়ির বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

খড়িবাড়ি হাটের ডিআই ফান্ডের ৪ বিঘা জমির ওপর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল বাসস্ট্যান্ডটি। খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রুটের সমস্ত বেসরকারি বাস এখানেই পার্ক করা থাকে। পাশাপাশি, বিহারগামী বিভিন্ন গাড়ি এবং হাটের দিন সবজির গাড়িও এখানে দাঁড়ায়। বাসকর্মীদের সুবিধার জন্য প্রায় ১১ বছর আগে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বাসস্ট্যান্ডের চাতাল ঢালাই করার পাশাপাশি বিশ্রামাগার ও কমিউনিটি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সবই বেহাল হয়ে পড়েছে। অথচ এখান থেকেই টোল আদায়ের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বার্ষিক ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বরাত দেওয়া হয়েছে।

বরাত পাওয়া জাহাঙ্গির আলম জানিয়েছেন, বাসস্ট্যান্ডে আসা প্রতিটি বাস থেকে ২০ টাকা, বিহারগামী পণ্যবাহী ট্রাক থেকে ১০০ টাকা এবং ছোট গাড়ি থেকে ৫০ টাকা আদায় করা হয়। এছাড়াও, ইটবোঝাই ট্রলিযুক্ত ট্র্যাক্টর চলাচলের জন্য প্রতিটি ইটভাটাকে মাসিক দু'হাজার টাকা দিতে হয়। বাসস্ট্যান্ডের এমন অবস্থায় তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জাহাঙ্গিরের কথায়, 'জলনিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। বর্ষায় বাসস্ট্যান্ড চত্বর জলকাদায় ডুবে থাকে। বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে বহুবার জানিয়েও লাভ হয়নি।'

টোল দিয়েও পরিষেবা না মেলায় বাসচালক শহিদ খান বললেন, 'টোল দিয়েও পরিষেবা মিলছে না। কাদার মধ্যে বাস দাঁড় করিয়ে কোনও কাজ করা যায় না। পানীয় জলের তীব্র সংকট। বাতিস্তম্ভ থাকলেও তাতে আলো জ্বলে না, ফলে অন্ধকারে বহিরাগতরা মদের আসর বসায়।' স্থানীয় ব্যবসায়ী নওসাদ খানও একই অভিযোগ করেছেন। শিলিগুড়িগামী বাসের যাত্রী দেবাংশু দাসের কথায়, 'কাদা মাড়িয়ে বাসে উঠতে গিয়ে যাত্রীদের চরম সমস্যা হয়।'

বাসকর্মীরা জানান, ২০২৩ সালে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলেও এক মাসের মধ্যে

> **সদ্য দায়িত্ব নিয়েছি। খুব দ্রুত বোর্ডের মিটিংয়ে আলোচনা করে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।**
> **অণিমা সিংহ** সভাপতি
> খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

তা বিকল হয়ে যায়। আজও সংস্কার হয়নি। এছাড়া, এসজেডিএ-র তরফে হাইমাস্ট বাতিস্তম্ভ বসানো হলেও বকেয়া বিলের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের অণিমা সিংহ বলেন, 'সদ্য দায়িত্ব নিয়েছি। খুব দ্রুত বোর্ডের মিটিংয়ে আলোচনা করে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।' অন্যদিকে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউয়ের বক্তব্য, 'বিগত বোর্ডেই বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসায় কাজ পিছিয়ে যায়। তবে দ্রুত বাসস্ট্যান্ডের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

*খড়িবাড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ভোগান্তির ছবি।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

**সযত্নে।।** *মাথাভাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন কাজল রায়।*

# চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে জল্পনা

## এসজেডিএ-র বৈঠকে থাকবেন বিধায়করা

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** এখনও ঘোষণা করা হয়নি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যানের নাম। সেই আসনে কে বসবেন, তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে দড়ি-টানাটানি শুরু হয়েছে। অনেকেই পদ পেতে তাঁদের ঘনিষ্ঠ নেতাদের কাছে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে কেউ মন্ত্রিত্ব না পাওয়ায় সেখানকার কাউকে পদটি দেওয়ার দাবি উঠেছিল। কিন্তু, সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে গিয়ে ঘোষণা করেছেন, সেখান থেকে কেউ মন্ত্রী হবেন। তারপর থেকে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান পদ নিয়ে আরও জলঘোলা হতে শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ৭ অগাস্ট এসজেডিএ-র বৈঠক বসতে চলেছে। রাজ্যে পালাবদলের পর এটিই প্রথম বৈঠক হবে।

এসজেডিএ-র সিইও বীরবিক্রম রাই বললেন, '৭ অগাস্ট বোর্ডের বৈঠক হবে। সেখানে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন সদস্যরা।' ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি প্ল্যানিং এরিয়ার বিধায়কদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির ১০ জন বিধায়ক বৈঠকে থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকার কাজ নিয়ে প্রস্তাব রাখবেন। কেউ কেউ আবার আগেই একাধিক কাজের কথা বলে রেখেছেন। সেগুলি কী পর্যায়ে রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হবে।

কয়েক দিন আগে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে এসজেডিএ-র ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। সেই বিষয় নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি কীভাবে হবে, তা নিয়ে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে আধিকারিকদের আলোচনা হতে পারে বলে খবর। শংকরের বক্তব্য, 'দুর্নীতির তদন্ত হবে। জড়িতরা সাজা পাক, মানুষ তা-ই চান। এসজেডিএ-র তরফেও অনেক কাজের বরাদ্দ রয়েছে। সেগুলিও হবে।' আবার এ নিয়ে আনন্দময় বলেন, 'বৈঠকে বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির সঙ্গে আগামীদিনের কাজের প্রস্তাব, তদন্ত প্রসঙ্গ- সব নিয়েই কথা হবে।' বৈঠকের সঙ্গে চেয়ারম্যান ঘোষণার বিষয়টি যুক্ত নয় বলে তিনি জানান।

- এসজেডিএ-র চেয়ারম্যানের আসনে কে বসবেন, তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে দড়ি-টানাটানি শুরু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে
- শিখা চট্টোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে বেশি আলোচনা চলছে
- এদিকে ৭ তারিখের বৈঠকে ১০ জন বিধায়ক থাকতে পারেন

তবে চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা নিয়ে জল্পনা বাড়ছেই। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির দু'বারের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জেলায় বরিষ্ঠ। ফলে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান পদ তাঁকে দেওয়া নিয়ে বেশি আলোচনা চলছে। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছের লোক হিসেবে পরিচিত ওই বিধানসভারই এক অবাঙালি নেতা দৌড়ঝাঁপ করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তিনি শুভেন্দুকে রাজি করানোর চেষ্টা এখনও ছাড়েননি। এছাড়া, বিজেপির রাজ্য কমিটির একজন এবং শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার এক বিজেপি নেতাও পদে বসতে চাইছেন বলে জানা যাচ্ছে।

যদিও শিখার বক্তব্য, 'কে কী পদ পাবেন জানি না। সবটাই নেতৃত্ব ঠিক করবেন। তবে আমার এলাকায় যাতে বেশি কাজ হয়, তা একজন বিধায়ক হিসেবে বৈঠকে অবশ্যই বলব।' বিধায়করা চাইছেন, তাঁদের এলাকার রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সেতু, কালভার্ট এবং পার্কিং সমস্যার সমাধান হোক। শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠে পার্কিং নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বাণেশ্বর মোড়ের একটি রাস্তা, মাটিগাড়া পরিবহণ নগরী সংস্কারের মতো কয়েকশো কোটি টাকার কাজের প্রস্তাবও জমা পড়েছে বলে এসজেডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে।

## জনগণনার অ্যাপ ব্যবহারে বিপাকে

# নেই লেটেস্ট ভার্সনের মোবাইল

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** জনগণনার কাজের জন্য বিএলওদের হাউজ লিস্টিং অপারেশনস (এইচএলও) সেনসাস অ্যাপ্লিকেশন মোবাইলে ডাউনলোড করার কথা বলা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যানড্রয়েড ১২ প্লাস-এর নীচের কোনও ভার্সনের স্মার্টফোনে কাজ করবে না। আর এতেই বিপাকে পড়েছেন জনগণনার কাজের দায়িত্ব পাওয়া স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকরা। অনেকেরই ফোনের অ্যানড্রয়েড ভার্সন ১২ প্লাসের কম। সেক্ষেত্রে তাঁরা কীভাবে অ্যাপের মাধ্যমে কাজ করবেন তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। জনগণনার কাজের জন্য নতুন ফোন কেনার বিষয়েও রয়েছে দোটানা।

বর্তমানে বাজারে যে সমস্ত মোবাইল রয়েছে, তা সবই ভার্সন ১৬-র অ্যানড্রয়েড। দাম প্রায় ২০ হাজার টাকা। এদিকে, তাঁদের সাম্মানিকের পরিমাণ সামান্য। তাই মোবাইল ফোন কিনতে রাজি নন তাঁরা। ১৬ অগাস্ট থেকে ওই শিক্ষকরা বিএলও হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনার কাজ শুরু করবেন। হাতে মাত্র ১০ দিন সময় রয়েছে। তবে মোবাইল নিয়ে সরকার বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করে দেবে কি না, বা তা না হলে কীভাবে কাজ হবে, তা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছেন কর্মীরা। অনেকের পক্ষেই মোবাইল কেনা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিচ্ছে।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় এমন অনেক পার্শ্বশিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষক বিপদে পড়েছেন। হাকিমপাড়া এলাকার একটি স্কুলের এক পার্শ্বশিক্ষিকার কথায়, 'মোবাইল ফোন কিনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে অন্তত ১৯ হাজার টাকা খরচ। আমার মোবাইল ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু তা আগের ভার্সনের। জনগণনার কাজের জন্য কিস্তিতে মোবাইল নিলেও মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা ইএমআই দিতে হবে। সংসার চালিয়ে সেই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।' একই বক্তব্য বাগডোগরার একটি বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষিকার। তাঁর কথায়, 'আমার মতো অনেকে এই সমস্যায় রয়েছেন। শিক্ষা দপ্তরে বলেও লাভ হয়নি। সরকারের তরফে আমাদের মোবাইল দেওয়া হোক। অন্য কারও থেকে মোবাইল চেয়ে এই কাজ করা যাবে না। কেউ এই কাজের জন্য মোবাইল দেবেও না। এখন এক মাসের কাজের জন্য কেন আমরা মোবাইল কিনব?'

- এইচএলও অ্যাপটি অ্যানড্রয়েড ১২ প্লাস-এর নীচের কোনও ভার্সনের স্মার্টফোনে কাজ করবে না
- অনেকেরই ফোনের অ্যানড্রয়েড ভার্সন ১২ প্লাসের কম
- বেশিরভাগই কম সাম্মানিকে
- এক মাসের কাজের জন্য নতুন ফোন কিনতে নারাজ

জনগণনার কাজের জন্য শিক্ষকরা নিজেদের টাকা খরচ করে মোবাইল কিনবেন, এমনটা কাম্য নয় বলে জানাচ্ছেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'পার্শ্বশিক্ষক বা অস্থায়ী শিক্ষকদের যা সাম্মানিক, তা দিয়ে কখনোই তাঁদের মোবাইল কিনতে বাধ্য করা যেতে পারে না। এর কোনও বিকল্প রাস্তা বের করতে হবে। সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।' তাঁর সংযোজন, 'স্থায়ী শিক্ষকরা সিংহভাগ লেটেস্ট মোবাইল ব্যবহার করলেও পার্শ্বশিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকদের সরকারিভাবে সহযোগিতা করতে হবে।'

ভোকেশনাল শিক্ষকদের এমনিতেই সংসার চালানো কঠিন হয়। নতুন মোবাইল কেনা বিলাসিতা হবে বলে মত ইউনাইটেড ডব্লিউবিএনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর রাজ্য সভাপতি নিরুপম কয়ালের। তিনি বলেন, 'আমাদের তিন মাসের বেতন বকেয়া। অনেকে আমার কাছে মোবাইল কেনার সমস্যার কথা জানিয়েছেন।' নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির সেক্রেটারি বিদ্যুৎ রাজগুরুর বক্তব্য, 'পার্শ্ব বা অস্থায়ী শিক্ষকরা বেতন বৈষম্যে ভুগছেন। সেখানে মোবাইল কিনতে হলে সমস্যা বাড়বে।'

*জল থইথই ফজলুল হক এনএস হাই মাদ্রাসা চত্বর। বুধবার।*

# ক্লাসে জল ঢুকে বাতিল পরীক্ষা

**বিশ্বজিৎ বিশ্বাস**

**ইসলামপুর, ৫ অগাস্ট :** এক রাতের বৃষ্টিতে মাদ্রাসার ক্লাসরুমে জল ঢুকে বাতিল হল পরীক্ষা। বুধবার সকালে ইসলামপুর ব্লকের ফজলুল হক এনএস হাই মাদ্রাসায় এমন ঘটনা ঘটে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি অবধি কোনও ক্লাসের পরীক্ষা এদিন নেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুজাগাও ফজলুল হক এনএস হাই মাদ্রাসায় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। মাদ্রাসায় মোট ২২০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

ওই মাদ্রাসায় গত পাঁচ বছর ধরে বর্ষার মরশুমে জল জমেছে। প্রায় ছয় বছর আগে মাদ্রাসার সামনে মানুষের যাতায়াতের জন্য একটি কাঁচা রাস্তা ছিল। সেই রাস্তাটি পাকা হয়েছে। তারপর থেকেই মাদ্রাসার জলনিকাশি ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই প্রতিবার বর্ষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে জল জমে। অভিযোগ, একাধিকবার মাদ্রাসায় জল জমার বিষয়টি ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। মাদ্রাসার টিআইসি খেইবুল আলম বলেন, 'এদিন যা জল জমেছিল তাতে ক্লাস ফাইভ-সিক্সের বাচ্চাদের কোমর পর্যন্ত ডুবে যেত। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে এসেছিল। কিন্তু জলমগ্ন ক্লাসরুমে কীভাবে পরীক্ষা দেবে? তাই এদিন পরীক্ষা বাতিল করা হয়। সমস্যার কথা ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানানো হয়েছে। কোনও সুরাহা হয়নি।' যদিও ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথের আশ্বাস, বিষয়টি শুনেছি এবং সমাধানের চেষ্টা করছি।

জানা গিয়েছে, চলতি মাসের তিন তারিখ থেকে মাদ্রাসায় দ্বিতীয় সামেটিভের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১টা থেকে আড়াইটা- দুটি ধাপে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে মঙ্গলবার রাতের ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পুরো মাদ্রাসা চত্বরে জল জমে যায়। সেই জল ক্লাসরুমেও ঢোকে। তাই বুধবার পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির দুটি হাফের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। সেই পরীক্ষা আগামী ১৮ অগাস্ট নেওয়া হবে।

মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর বাবা আব্দুল আজিজ বলেন, 'ক্লাসরুমে জল ঢুকে যাওয়ার কারণে পরীক্ষা হয়নি বলে মেয়ের মুখে শুনলাম। তবে দেখেছি মাদ্রাসার সামনের রাস্তাটি পাকা হওয়ার পর অনেকটা উঁচু হয়ে গিয়েছে। সমস্যাটির দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত।'

# নতুন সেতু চালু চম্পাসারিতে

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** মহানন্দা নদীর ওপর নতুন সেতু খুলে দেওয়া হল চম্পাসারিতে। বুধবার সকাল থেকে নতুন সেতুটি চালু হয়। মাটিগাড়া থেকে শালুগাড়ার সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড রোড তৈরির কাজ চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে মহানন্দা নদীর ওপর নতুন সেতুটি তৈরি করা হয়েছে। তবে পুরোনো সেতুটি সংস্কারের জন্য আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর আগে মাটিগাড়ার বালাসন নদীর ওপর নির্মিত নতুন সেতুটি চালু করা হয়েছিল। সেখানে পুরোনো সেতুটি ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।

তবে পুরোনো মহানন্দা সেতুটি সেইভাবে সংস্কার করা হবে না বলে জানা গিয়েছে। সেতুটির বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটি রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে বলে ন্যাশনাল হাইওয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। পুরোনো সেতুতে ওঠার মুখে কিছুটা সংস্কারের কাজ রয়েছে। তা শেষ করে সেটি খুলে দেওয়া হবে। তবে মহানন্দা নদীর ওপর তৈরি নতুন সেতুর সংযোগকারী রাস্তার কাজ বর্তমানে বাকি রয়েছে। সেই কারণে পুরোনো সেতুর সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা দিয়েই নতুন সেতুটিতে যুক্ত করা হয়েছে। সেখান দিয়েই যাতায়াত চলছে।

*নতুন সেতুতে যাতায়াত। -সূত্রধর*

# মোষ পাচারের ছক বানচাল

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ অগাস্ট :** ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ঘোষপুকুর-ফুলবাড়ি বাইপাসে একটি ১৬ চাকা ও একটি ৬ চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৪টি মোষ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই লরির চালককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আলিম খান (২৫) ও আমিনুর হোসেন (২৭) দুজনেই অসমের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া মোষ পরিবহণের পক্ষে কোনও বৈধ নথি তাঁরা দেখাতে পারেননি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিহার থেকে মোষগুলি এনে অসম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। এই আন্তঃরাজ্য গবাদিপশু পাচারচক্রের সঙ্গে আরও একাধিক ব্যক্তি যুক্ত রয়েছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। ঘটনায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি, পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি দুটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

# প্রকল্পের সূচনা

**বাগডোগরা, ৫ অগাস্ট :** বুধবার মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলম মৌজায় ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের সূচনা করলেন বিডিও প্রীতম দাস শর্মা। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাম্পি সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা রানা রায় সহ ব্লকের আধিকারিকরা। এখানে ৩৫ মিটার প্রস্থ ও ৫৮ মিটার দৈর্ঘ্যের পুকুর খনন করে জল সংরক্ষণ করা হবে।

# এক সপ্তাহে ক্ষতি ১২ কোটি

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** ভারী বৃষ্টিতে ফুঁসছে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ নদী। জলস্ফীতির জেরে একাধিক নদী অববাহিকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার একাধিক নদীর ১৯টি জায়গায় নদীভাঙন চিহ্নিত করা হয়েছে। গত সপ্তাহে নদীভাঙনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০-১২ কোটি টাকা। রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় এবং রাজ্য সেচ দপ্তরে।

নদীভাঙন প্রতিরোধে ইতিমধ্যে বালি-পাথর ও তারজালি মজুত করতে শুরু করেছে সেচ দপ্তর। কিছু জায়গায় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বালিভর্তি বস্তা নদীর পাড়ে বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। বৃষ্টি থামলে যখন নদীর জলস্তর নামবে, তখন ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু করা হবে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে খবর।

রাজ্যকে পাঠানো উত্তর-পূর্ব বিভাগ সেচ দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, মাথাভাঙ্গার ইন্দেরকুঠিতে মানসাই, বরোমাইসা এলাকার রত্নাই এবং নাকারজন এলাকার গিরিধারী নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের ফেরসাবাড়িতে রায়ডাক ২ নম্বর নদী, উত্তর ও দক্ষিণ ফলিমারিতে সংকোষ এবং উত্তর ঘোস্কো এলাকায় রায়ডাক ২ নম্বর নদীতে ভাঙন চিহ্নিত করা হয়েছে। শিলিগুড়িতে নিউ রঙ্গিয়ার কাছে বালাসন, ফুলবাড়ি পাট্টান এলাকায় রক্তি এবং অ্যাম্বেলাইন নিউ চামটা এলাকায় ডুডলং নদীতেও ভাঙন শুরু হয়েছে।

যদিও নদীভাঙনের বহর সবচেয়ে বেশি জলপাইগুড়ি জেলায়। নাগরাকাটার চ্যাংমারির কাছে ডায়না, ক্রান্তির মরিচবাড়ির কাছে তিস্তা, বামনডাঙ্গা টন্ডু ও চিন্তামারির কাছে জলঢাকা এবং বানারহাটের কাছে চুনাভাটি পলাশবাড়িতে হালিমলা নদীতে নদীভাঙন চিহ্নিত করেছে সেচ দপ্তর। এছাড়া ওদলাবাড়ির বোরোলাইনের কাছে রুংডাং, বাগ্রাকোটের কাছে জুরাটি, ময়নাগুড়ির আমগুড়ির কাছে জলঢাকা এবং ময়নাগুড়ির বাকালির কাছে তিস্তার ১০৫ নম্বর স্পারে ভাঙন হয়েছে।

**নদীভাঙনে জেরবার উত্তর**

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন, চিহ্নিত এলাকায় কীভাবে ভাঙন প্রতিরোধ করা হবে, তা পরিদর্শন করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা।

সেচ দপ্তর আরও জানিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে না। নির্দিষ্ট কিছু সময় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এতে নদীর জলস্ফীতি বাড়ছে। বছরে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে গড়ে ৩৪০০-৩৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। সেখানে জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে মোট ৩৭৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এবার ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফ্লাড কন্ট্রোল রুম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেচ দপ্তর।

# চোরাই সোনা কিনে ধৃত

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ অগাস্ট :** চোরাই সোনার গয়না কেনার অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত প্রশান্ত বণিক ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের বাসিন্দা। তিনি একজন স্বর্ণব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটছিল। থানায় পরপর অভিযোগ জমা পড়ায় ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। চোরাই সোনার গয়না হাতবদল ও কেনাবেচার বিষয়ে একটি সূত্র পান তদন্তকারীরা। তার ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে চটহাটের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে তাঁর বাড়ি থেকে চোরাই সোনা উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশের দাবি, ধৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে চোরাই সোনা কম দামে কিনে তা গলিয়ে বিক্রি বা নতুন গয়না তৈরির কারবারে যুক্ত ছিলেন। এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ফাঁসিদেওয়া থানা।

# বেঙ্গল সাফারিতে ভাঙা বিবরণী বোর্ড, বন্ধ জিপলাইন

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** কোথাও আবছা হয়ে পড়ে রয়েছে পশু-পাখিদের বিবরণ লেখা বোর্ড, কোথাও আবার ভেঙেই পড়েছে। এছাড়াও বহুদিন ধরে বন্ধ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের অন্যতম আকর্ষণ জিপলাইন। ছবিটা শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারির। গতবছর পুজোতেও যে বেঙ্গল সাফারি আয়ের রেকর্ড গড়েছিল, সেখানকার পরিকাঠামোগত উন্নতি ও সৌন্দর্যায়নের দিকে কারও নজর নেই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর বিজয় কুমার।

উত্তরবঙ্গের পর্যটনে বেঙ্গল সাফারি অন্যতম আকর্ষণীয় জায়গা। শুধু দেশীয় পর্যটক নয়, বহু বিদেশি পর্যটকও পশু, পাখির টানে আসেন। বন্যপ্রাণ সম্পর্কে বেড়াতে আসা পর্যটকরা যাতে জানতে পারেন সেজন্য সাফারিজুড়ে নানা বিবরণী বোর্ড রয়েছে। পার্কের ইন্টারপ্রিটেশন গ্যালারিতে ঢোকার মুখের ডানদিকে পরপর লাগানো রয়েছে এই বোর্ড।

*বিবরণী বোর্ডের উপর ধুলোর স্তর জমে আবছা হয়ে গিয়েছে লেখা। -সূত্রধর*

সেখানে গিয়ে বোর্ডে কী লেখা রয়েছে, তা পড়তে গিয়ে কিন্তু রীতিমতো হতাশ পর্যটকরা। প্রীতম ভাওয়াল নামে এক পর্যটক বললেন, 'বোর্ডে প্রজাপতি সম্পর্কে কী লেখা রয়েছে তা পড়ার জন্য সামনে গেলাম। কিন্তু এতটাই আবছা যে পড়তে পারলাম না। বেঙ্গল সাফারির মতো জনপ্রিয় একটা পার্কে এরকম নজরদারির অভাব আশা করা যায় না।'

> **বোর্ডে প্রজাপতি সম্পর্কে কী লেখা রয়েছে তা পড়ার জন্য সামনে গেলাম। কিন্তু এতটাই আবছা যে পড়তে পারলাম না। বেঙ্গল সাফারিতে নজরদারির অভাব আশা করা যায় না।**
> **প্রীতম ভাওয়াল** পর্যটক

পর্যটকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল থেকে পড়ুয়াদের প্রকৃতিপাঠ শিবির করতেও নিয়ে আসা হয় বেঙ্গল সাফারিতে। বিবরণী বোর্ড ভেঙে গেলে, বা অস্পষ্ট থাকলে তাদের জানানোর ক্ষেত্রেও খামতি থেকে যাবে। গতবছর পুজোয় রেকর্ড ভেঙে ৭১ লক্ষ টাকা আয় করেছিল পার্ক কর্তৃপক্ষ। এবার কয়েকমাস পরেই পুজো। তার আগে কি সাফারি এই পরিকাঠামো ঠিক হবে, জানতে উদগ্রীব পর্যটকরা।

এছাড়া পার্কের বিনোদনের জন্য ছোট ও বড় দুটো জিপলাইন রয়েছে। টিকিটের দাম ১০০ ও ১৫০ টাকা। কিন্তু সেটাও খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেখানে কেউ না যাওয়ায় চারপাশে অগাছা জন্মেছে। সেই আগাছার জঙ্গলও পরিষ্কার করা হচ্ছে না। ই-সাইক্লিং, ক্যানোপি ওয়াক সহ আরও বেশি কিছু অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি চালু থাকলেও বহুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে জিপলাইন।

বেড়াতে এসে শিলিগুড়ির বাসিন্দা শিলিগুড়ি কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্র আদিত্য গুপ্ত বলেন, 'দু'মাস আগে এসেও জিপলাইন করতে পারিনি। এবারও পারলাম না। টিকিট কেটে পার্কে ঢোকানোর পরেও পরিকাঠামো নেই।' এদিকে, বেঙ্গল সাফারিকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। পুজোর আগে পর্যটকরা যাতে বেড়াতে এসে আরও আনন্দ পেতে পারেন সেজন্য নতুন পশু আনারও কথা চলছে। তবে সাফারির পরিকাঠামোর বিষয়ে হতাশ তিনিও। মনোজ বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## চিতাবাঘ আতঙ্ক

**চোপড়া, ৫ অগাস্ট :** দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকায় ফরেস্ট সংলগ্ন চা বাগানে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবার চিতাবাঘ একটি গোরুর ওপর হামলা করে বলে আতঙ্ক ছড়ায়। অভিযোগ, গত এক সপ্তাহে একাধিকবার গোরু, ছাগলের ওপর চিতাবাঘের হামলা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শংকর বৈদ্য জানান, কয়েকদিন আগে কোনও হিংস্র প্রাণী একটি গোরু মেরেছে। এই সব ঘটনায় বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। চোপড়া রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে ওই এলাকায় খাঁচা পাতা হয়েছিল। তবে নতুন করে এখনও এধরনের কোনও খবর আসেনি। তাঁরা এবিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন।

## জলমগ্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র

**চোপড়া, ৫ অগাস্ট :** মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জলের মধ্যে দিয়ে রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকতে হচ্ছে। উপযুক্ত নিকাশিনালা না থাকায় ভারী বৃষ্টি হলেই রোগী ও তাঁর পরিজন এমনকি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হয় বলে অভিযোগ। দলুয়ার বিএমওএইচ রণজিৎ সাহা বলেন, 'ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিষয়টি উর্ধ্বতন মহলে জানিয়েছি। এছাড়া স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরেও আনা হয়েছে।'

## দুর্ভোগ

**চোপড়া, ৫ অগাস্ট :** চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডোক নদীর ওপর থাকা সাঁকো ভেসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ভেরভেরি, ধামরগছ সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। নদী পার করার জন্য যে একটি নৌকা রয়েছে সেটিও ফুটো হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে বুধবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে স্থানীয়দের একাংশ।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যাম মহম্মদ বলেন, 'নদী পার করা নিয়ে নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দেওয়া নৌকাটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছি।' পরিস্থিতি এমন যে পড়ুয়ারা ঘরবন্দি হয়ে পড়েছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'নৌকাটি সারাইয়ের জন্য বুধবার লোক পাঠানো হয়েছে।'

## জন্মজয়ন্তী

**চোপড়া, ৫ অগাস্ট :** সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বুধবার মুজফফর আহমেদের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের লালবাজারে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ের সামনে দিনটি পালিত হয়েছে। উপস্থিত নেতারা মুজফফর আহমেদের আদর্শ ও অবদানের কথা স্মরণ করেন।

## কর্মীসভা

চোপড়া, ৫ অগাস্ট : চোপড়ার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটা এলাকায় বুধবার কর্মীসভা করে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার চোপড়া বিধানসভা কমিটি। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন, সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি জিতেন সারিন, কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি সুমিত ঘোষ প্রমুখ।

## প্রতিষ্ঠা দিবস

**চোপড়া, ৫ অগাস্ট :** নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বুধবার চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে এদিন রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলেজ প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## নির্মল আনন্দ...

রাস্তাতেই খেলা খুদেদের। আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়। বুধবার।

### একগুচ্ছ অভিযোগ ফাঁসিদেওয়ায়

# বিডিও অফিসে ধর্না সমিতির সদস্যদের

**সৌরভ রায়**

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ অগাস্ট :** এক মাস পার হয়েছে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের। তবে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন বা কর্মাধ্যক্ষ পদ চূড়ান্ত হয়নি। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসার তথা ফাঁসিদেওয়ার বিডিও একতরফাভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বুধবার ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের সামনে ধর্না বিক্ষোভ করেন সমিতির সদস্যরা। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ৩ জুন পূর্বতন সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের পর ৭ জুলাই ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির নতুন বোর্ড গঠিত হয়। নতুন সভাপতি এবং সহ সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে শান্তি মার্ডি কিসকু এবং প্রণবেশ মণ্ডল। প্রণবেশ বলেন, 'বিডিও পঞ্চায়েত আইনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করছেন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৮৫ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজের রেজোলিউশন প্রায় ২৫ দিন আগে জমা দেওয়া সত্ত্বেও টেন্ডার ডাকা হয়নি। সমস্ত উন্নয়নের কাজ থমকে রয়েছে।'

প্রশাসনিক পরিকাঠামো নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সদস্যরা। সহ সভাপতির অভিযোগ, সভাপতিকে নিজস্ব চেম্বার দেওয়া হয়নি। বারান্দার একটি সাধারণ রুমে তাঁকে বসতে বাধ্য করা হচ্ছে। পূর্বতন সভাপতিরা যে ঘরে বসতেন, সেটি জয়েন্ট বিডিওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সভাপতির জন্য ২৪ ঘণ্টার নির্ধারিত গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ।

প্রণবেশ জানিয়েছেন, সভাপতি প্রশাসনিক পরিদর্শনের জন্য গাড়ি চাইলে তাঁকে শুধু বাড়ি থেকে আনা-নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু জয়েন্ট বিডিওকে নীলবাতির গাড়ি করে কোচবিহার থেকে তাঁকে নিয়ে যাতায়াত করা হচ্ছে। এতে সরকারি টাকার অপচয় হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। সভাপতি বলেন, 'এক মাস হতে চলল ঘর, গাড়ি কিছু পাইনি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে। আমরা এডিএম সহ সমস্ত স্তরে স্মারকলিপি দিয়েছি। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি।'

ধর্নায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। ফাঁসিদেওয়ায়।

পাশাপাশি পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার জমি বণ্টন এবং সরকারি মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন সদস্যরা। সহ সভাপতির দাবি, প্রকৃত কৃষকদের বঞ্চিত করে বিএলএলআরও অফিসের মাধ্যমে বড় বড় জোতদারদের কৃষি পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ধান কেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ফড়েদের নামে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। একই সঙ্গে বর্ষা পেরিয়ে গেলেও প্রায় ২ হাজার ত্রিপল পঞ্চায়েত সমিতিতে পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। সহ সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিক্ষোভ ও প্রশাসনিক জটিলতা প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ইতিমধ্যে মহকুমা শাসক এবং এইও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘর বা গাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলে দ্রুত সমাধান করা হবে।' এদিন এসডিও ঘটনাস্থলে না আসা পর্যন্ত ধর্না জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিলেও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা কয়েকঘণ্টা অবস্থানের পর নিজেরাই উঠে যান।

## মালবাজারে নবোদয় স্কুল

**নাগরাকাটা, ৫ অগাস্ট :** সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক পরিচালিত আরও একটি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় পাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা। নাগরাকাটার পর ডুয়ার্সের আরও একটি চা বাগান অধ্যুষিত ব্লক মালবাজারে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি চালু হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে ৩৩ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। বুধবার নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নাগরাকাটার স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যা স্পষ্ট হয়। এমন খবরে খুশি চা বলয়। মালবাজারের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল বলেন, 'এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক কাজ চলছে।' নাগরাকাটার পিএমশ্রী নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রাজীব সাক্সেনা বলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। মালবাজারের স্কুলটি চালু হলে জলপাইগুড়ি জেলা দুটি নবোদয় পাবে।'

কাওয়াখালির জমি আন্দোলনের মঞ্চ ফাঁকা।

# সরকার বদলে আন্দোলন স্তিমিত

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** রান্নার উনুন আর জ্বলে না। টিন, বাঁশ দিয়ে যে অস্থায়ী ঘরগুলি তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি দিনের অধিকাংশ সময় তালা বন্ধ অবস্থায় থাকছে। মাঝে মাঝে দু'-একজন তালা খুলে ঘরগুলিতে বসেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফিরে যান বাড়িতে। রাতে আর সেভাবে থাকার বালাই নেই। জমি আন্দোলনকে ঘিরে কাওয়াখালির মাঠে দিনরাত অবস্থান বিক্ষোভের সেই চেনা ছবি যেন উধাও রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে। দাবি যেখানে পূরণ হয়নি, সেখানে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর আন্দোলনের আঁচ কার্যত নিভে গেল কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অনিচ্ছুক কৃষকরা জমি ফেরত ও সকলের পুনর্বাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মাঠজুড়ে আরও ঘর তৈরি করা হবে বলে ভূমিরক্ষা কমিটির তরফে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা বিগত সরকারের আমলে এসজেডিএ ভবন অভিযানও করেছিল। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষের দিক থেকে কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটি সদস্যরা নতুন ধাঁচে আন্দোলন শুরু করেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র থাকাকালীন গৌতম দেব, বিক্ষোভ মঞ্চে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের দাবিপত্র রাজ্যের কাছে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তৃণমূল আমলে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল কাওয়াখালির মাঠে গিয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর থেকে আন্দোলনের ধার কমে গিয়েছে।

ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্য মিঠুন সরকার নিজে বিজেপি নেতা হিসাবে পরিচিত। মিঠুন বলেন, 'নতুন

**প্রশ্নে ভূমি রক্ষা কমিটির ভূমিকা**

সরকার কেবল ক্ষমতায় এসেছে। নতুন সরকারকে আমাদের কিছুটা সময় দিতে হবে। কীভাবে আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেটা নিয়ে নিজেরা আলোচনা করছি। তবে যেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আন্দোলন করতে হয়েছে তাতে অনেকের মনোবলে চিড় ধরেছে। দাবিদাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হব।'

ভূমিরক্ষা কমিটির সভাপতি মিঠু দাস মল্লিক বলেন, 'চরম প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন চলেছে। আন্দোলনের জায়গা একই রয়েছে। দাবি আদায়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে। সেই মতো ফের একত্রিত হচ্ছি।'

বিজ্ঞাপন

**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা**

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন

বাসিন্দা আনারুল হক - কে 02.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 51K 64732 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যারা কোটিপতি হতে চান তাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ডিয়ার লটারি একটি আদর্শ উপায়। এটি সাধারণ মানুষকে কোনো বড় বিনিয়োগ ছাড়াই আর্থিক উন্নতির এক চমৎকার সমাধান দেয়। এর মাধ্যমে আমি এক গৌরবময় অনুভূতি লাভ করেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## আধার লিংক করাতে ভোগান্তি

**বাগডোগরা, ৫ অগাস্ট :** আধার লিংক বাধ্যতামূলক হওয়ায় তা করাতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিদিন ভোর থেকে পোস্ট অফিস ও আধার সেন্টারগুলিতে লম্বা লাইন পড়ছে। কিন্তু দিনে ৩০ জনের বেশি লিংক করাতে না পারায় অনেককে দিনশেষে শূন্য হাতে ফিরতে হচ্ছে। কাজ বন্ধ করে, একদিনের হাজিরা কামাই দিয়ে পরিষেবা নিতে এসে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে বহু দিনমজুর ও মধ্যবিত্ত পরিবার।

মাটিগাড়া পোস্ট অফিসের নিত্যদিনের ছবিটা এখন এমনই। পাথরঘাটার বাসিন্দা শিবানী রায় বলেন, 'আমি এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাইনি আধার আপডেট করাতে পারিনি বলে। এখানে ভোর থেকে লাইন দিয়েছিলাম। সার্ভার ডাউন থাকায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর জানলাম আজকে আর হবে না। কারণ, একদিনে ৩০ জনের বেশি করা হয় না।' মাটিগাড়া পোস্ট অফিসে আসা ভুক্তভোগী অনুকূল রায়ের আক্ষেপ, 'পরপর দু'দিন ঘুরে গিয়েছি। আজকেও সেই একই অভিজ্ঞতা। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও কাজ হল না। কাজকর্ম ছেড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে যদি কাজই না হয়, তবে আমাদের রুটিরুজি চলবে কী করে?'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিষেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট যে কর্মী রয়েছেন, তিনি একা মাটিগাড়া পোস্ট অফিস ছাড়াও আরও দুটি পোস্ট অফিসের কাজ সামলান। ফলে একটি সেন্টারে পুরো সময় ও পরিষেবা দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠছে, পরিকাঠামো না বানিয়ে কেন সাধারণ মানুষকে এভাবে বিপদে ফেলা হচ্ছে? অন্যদিকে, মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নীচে থাকা আধার সেন্টারের কর্মী প্রদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, 'এর আগে ভিড় অনেক বেশি হত। এখন কিছুটা কমলেও বেশিরভাগ সময় সার্ভার ডাউন থাকছে। এজন্য সময় বেশি লাগছে।'

### মানসিকভাবে 'গৈরিকীকরণ'-এর চেষ্টা

# সরকারি স্কুলে এবার গুরুবন্দন

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তরফে চলছে গুরুপূজন। আষাঢ় মাসের প্রথম পূর্ণিমা থেকে সংঘের এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তারমধ্যে শুরু হচ্ছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) গুরুবন্দন কর্মসূচি। প্রত্যেক সার্কেলে উৎসবটি পালন করার নির্দেশ দিয়েছে আরএসএসের এই শিক্ষক সংগঠনটি। এবার প্রথম স্কুলে স্কুলে তা পালন হচ্ছে বলে সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে। এতদিন সংগঠনের হাতেগোনা লোক ছিল। ফলে গুরুবন্দন কবে, কখন হত, তা জানতেনও না অনেকে। অনুষ্ঠানটি পালন হলেও কোনও ভবনে কিংবা সংঘের নিজস্ব কোনও ঘরে হত। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষকদের অনেকে সংঘের শিক্ষক সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আর তাতেই এবার থেকে স্কুলগুলিতে কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বাল্মীকি বিদ্যাপীঠে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্কুলের একটি ক্লাসঘরেই সেটি পালন করা হবে বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।

এবিআরএসএম-এর রাজগঞ্জ সার্কেলের দায়িত্বে থাকা সঞ্জিত রায়ই বাল্মীকি বিদ্যাপীঠে গুরুবন্দনের আয়োজন করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টেয় অনুষ্ঠান শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে সেসময় স্কুল খোলা থাকার কথা। ফলে এই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে ক্লাসে ফাঁকি পড়বে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও সঞ্জিতের বক্তব্য, 'রাজ্যে প্রথম স্কুলগুলিতে এই কর্মসূচি হচ্ছে। স্কুল ছুটির পরে গুরুবন্দন হবে। সেখানে পড়ুয়ারা থাকবে না। তাই পড়াশোনায় প্রভাব পরবে না।'

গুরুবন্দনের ব্যাখ্যা দিতে দিয়ে সংগঠনের শিক্ষকরা জানিয়েছেন,

- রাজ্যে প্রথম স্কুলগুলিতে পালিত হচ্ছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের গুরুবন্দন কর্মসূচি
- তবে স্কুল ছুটির পরে কর্মসূচি পালিত হবে বলে দাবি এবিআরএসএম-এর
- বন্দন পর্বের পাশাপাশি আলোচনা সভায় শিক্ষাদানের পবিত্রতা, নৈতিকতা, রাষ্ট্রগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হবে

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় 'গুরু-শিষ্য পরম্পরা'র মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেকার সম্পর্ককে কেবল ব্যবসায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির বাইরে এনে শ্রদ্ধা ও স্নেহের মেলবন্ধন হিসেবে তুলে ধরা হয়। শিক্ষকদের সেটাই বোঝানো হবে। বন্দন পর্বের পাশাপাশি এতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে শিক্ষাদানের পবিত্রতা, নৈতিকতা, রাষ্ট্রগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। সংক্ষেপে, গুরুবন্দন হল, শিক্ষকদের সম্মান জানানো, গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও নীতিভিত্তিক সংস্কার গড়ে তোলার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।

এর মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে সংঘ ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে। সূত্রের খবর, ধীরে ধীরে তা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। এই প্রক্রিয়া সংঘ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিতে রয়েছে। সেটাই এবার রাজ্য সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে চালুর চেষ্টা চলছে। এই লক্ষ্যে ২০২৮ সালের মধ্যে সিলেবাসে বদল আনার ঘোষণা করেছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তার আগে সিলেবাসে সংস্কার এবং সংযোজন হবে বলে জানিয়েছেন সংঘের শিক্ষক-ঘনিষ্ঠ নেতারা। ফলে একদিকে যেমন সিলেবাসে বদল আনা হবে, অন্যদিকে শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের মানসিক স্তরেও গৈরিকীকরণ করতে চাইছে বিচার পরিবার।

এবিআরএসএম-এর রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলছেন, 'প্রত্যেক সার্কেলে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রাজ্যে ১.৪০ লক্ষ শিক্ষক ইতিমধ্যে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদেরকে এই গুরুবন্দনের ভাবধারা দেওয়া আবশ্যিক।'

### আইনের শাসন কি শুধু মুখেই

# বিজেপির অনুষ্ঠানে ফেরার নেতা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** তিনি শহরের এক ব্যবসায়ীকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত। পুলিশের খাতায় এখনও ফেরার। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন শহরে ছিলেন না বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল সভাপতি হির্মল শা। কিন্তু পুরনিগমের প্রতিটা ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটরের নাম ঘোষণার পরেই অন্তরাল ঘুচিয়ে ফের শহরে উদয় হয়েছেন পুলিশের খাতায় 'ফেরার' হির্মল। মঙ্গলবার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর রাজু সিংকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয় (ছবিগুলোর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেইসব ছবিতে হির্মলকে দেখা গিয়েছে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির কার্যালয়ের বৈঠকের একটি ছবিতে হির্মলকে দেখা গিয়েছে।

এবিষয়ে প্রশ্ন করায় হির্মল অস্বস্তিতে পড়েন। সাফাই দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এখনও শহরের বাইরে আছি। এগুলো পুরোনো ছবি।' হির্মল অস্বীকার করলেও মঙ্গলবার থেকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিতির একাধিক প্রমাণ সামনে আসতে শুরু করেছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, তাহলে কি শুধু মুখেই আইনের শাসনের কথা বলেন শাসকদলের নেতারা? পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মঙ্গলবার বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের জনকল্যাণ কমিটির কোঅর্ডিনেটর নিয়ে জেলা কার্যালয়ে বৈঠক।' সেই বৈঠকের একাধিক ছবিতে হির্মলকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। অরুণকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর যুক্তি, 'এটা আইনি বিষয়। আমার কিছু জানা নেই। পুলিশ পুলিশের মতোই কাজ করবে।'

> **তৃণমূলের লুম্পেনরাজ, তোলাবাজি থেকে বাঁচতে মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু কিছুই তো পালটাল না।**
>
> **দিলীপ সিং**
> পুরনিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

ব্যবসায়ী মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই মণ্ডল সভাপতির পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। ব্যবসায়ীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডলের যুব সভাপতি ও যুব সাধারণ সম্পাদককে ভক্তিনগর থানার পুলিশ পাকড়াও করার পর জেলা নেতৃত্ব গিয়ে তাঁদের ছাড়িয়ে এনেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুলিশ পরে যুব সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত।

সাময়িকভাবে মণ্ডল কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও রাজু সিং ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে মণ্ডল কমিটির সক্রিয়তা বেড়েছে।

মঙ্গলবার থেকে মণ্ডলের আওতায় থাকা বিভিন্ন বৈঠকগুলোতে যোগ দিতে শুরু করেছেন হির্মল। হির্মল রাজুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এবিষয়ে জানতে চেয়ে রাজুকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পুরনিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিপিএমের দিলীপ সিং বলেন, 'তৃণমূলের লুম্পেনরাজ, তোলাবাজি থেকে বাঁচতে মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু কিছুই তো পালটাল না।'

## ওষুধের দোকানে চুরি

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** ওষুধের দোকানে চুরির অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে প্রধাননগর এলাকায়। তবে চুরির আগে অভিযুক্তরা যে ভালোমতো রেইকি চালিয়েছিল, তা তাদের নিখুঁত অপারেশনেই স্পষ্ট। দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, পাঁচ দুষ্কৃতীর হাতেই বড় ব্যাগ ছিল। তা একপাশে রেখে পাঁচজন মিলে শাটার টানে। শাটার ফাঁক হতেই একজন ভেতরে ঢুকে যায়। বাকি চারজন দোকানের আশপাশে ঘুরতে থাকে। প্রায় পাঁচ মিনিটের অপারেশন শেষে চারজন মিলে ফের শাটার তোলে। ভেতরে থাকা গ্যাংয়ের অপর সদস্যকে বের করে আনে তারা। এরপর চলে যায়। এদিন সকালে বিষয়টি নজরে আসে দোকান মালিকের। তিনি প্রধাননগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। দোকান মালিকের অভিযোগ, নগদ চুরি গিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। কিছুদিন আগে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকাতেও ভোরে পরপর দুটি দোকানে চুরি হয়েছিল। মাস দুয়েক আগে মাটিগাড়া ও লোয়ার ভানুনগর এলাকায় ফাঁকা ফ্ল্যাটে চুরি হয়। যদিও এখনও কাউকে পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ।

## বনাঞ্চল উৎসব

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে বনাঞ্চল উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বুধবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে এই উপলক্ষ্যে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার গাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে বলে সোসাইটির তরফে জানিয়েছেন বাপি পাল।

# এক শিক্ষকে চলছে স্কুল

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ৫ অগাস্ট :** একই রুমে চলে চার শ্রেণির পঠনপাঠন। কেবল পরীক্ষার সময়ই সুযোগ মেলে আলাদা বসার। এমনই অসুবিধায় স্কুলের পড়ুয়াদের পড়াশোনায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে প্রতিদিন। অভিযোগ, পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের। খাতায়-কলমে মডেল স্কুল। রয়েছে স্মার্ট বোর্ড সহ আধুনিক পরিকাঠামো, পাকা ভবন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় কার্যত ধুঁকছে চোপড়া ব্লকের দৌলতগছ জুনিয়ার হাইস্কুল। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১০০ পড়ুয়া থাকলেও বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। ফলে প্রতিদিন একই ঘরে একসঙ্গে চারটি শ্রেণির পাঠদান করতে হচ্ছে।

২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের বর্তমান টিআইসি বিনয়কৃষ্ণ শিকদার বলেন, 'আমি ভোতোমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও গত ছয় বছর ধরে ডেপুটেশনে এসে এই স্কুলের দায়িত্ব সামলাচ্ছি। ছুটি নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। প্রয়োজনীয় কাজে একদিনের জন্য বাইরে গেলেও স্কুল কার্যত অচল হয়ে পড়ে। আগে আরও একজন এমন শিক্ষক ছিলেন। প্রায় কয়েক মাস আগে তাঁর বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সমস্যা বেড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকটের জেরেই প্রতি বছর স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে। স্থানীয় আজিজুর রহমানের কথায়, 'আমার দুই ছেলে দৌলতগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। কিন্তু জুনিয়ার হাইস্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় বাধ্য হয়ে মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি করিয়েছি। অনেক অভিভাবকই এখন চোপড়া হাইস্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন।' আরেক অভিভাবক জাহিদুর রহমান বলছেন, 'স্কুলে পাকা ভবন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিকাঠামো থাকলেও শিক্ষক সংকটের কারণে

**অপ্রতুল ক্লাসরুমও**

শিক্ষক সংকটে এক ঘরে চারটি ক্লাস দৌলতগছে।

অভিভাবকদের আস্থা কমছে। ফলে অনেকেই অন্য স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাচ্ছেন।'

অষ্টম শ্রেণির রেশমা খাতুনের কথায়, 'শুধুমাত্র পরীক্ষার সময় আলাদা ঘরে বসার সুযোগ হয়। বছরের বাকি সময় একই রুমে চারটি ক্লাসের পড়াশোনা চলে।' ষষ্ঠ শ্রেণির সোহানা পারভিনের বক্তব্য, 'একই ঘরে সামনে অষ্টম শ্রেণির দিদিরা বসে, আর তাদের পিছনে আমরা পড়ি। এতে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে অসুবিধা হয়।' স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা দূর করুক শিক্ষা দপ্তর। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদানের পরিবেশ ফিরিয়ে এনে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করারও দাবি উঠছে। চোপড়া নর্থ সার্কেল (প্রাইমারি) দপ্তর সূত্রে জানানো হচ্ছে, শুরু থেকে ওই স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নেই। ড্রাফটিং শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে। সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৮০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩

# নির্বাসিতের ঘরে ফেরা

এক, দুই বা পাঁচ কিংবা দশ বছরের ব্যবধান নয়, প্রায় ১৯ বছর পর অবশেষে কলকাতায় ফিরলেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। এপার বাংলায় তাঁর লেখার অসংখ্য অনুরাগীর আবেগে কার্যত ভেসে গেলেন তিনি। নির্বাসিত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে তসলিমা বলেছেন, 'আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি- এই একটি বাক্য উচ্চারণ করতে আমার ১৯ বছর সময় লেগে গেল।'

কথাটি ভুল নয়। একটি বই লেখার জন্য তাঁকে ১৯ বছর আগে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এক কাপড়ে তাঁর প্রাণের ভাষার শহর কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। সেই যন্ত্রণা বারবার তসলিমার ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ১৫ বছরের তৃণমূল জমানায় তিনি বহুবার চেষ্টা করেও কলকাতায় ফিরতে পারেননি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই অসাধ্যসাধন হওয়ায় যারপরনাই খুশি তসলিমা।

তবে সেই কৃতজ্ঞতা যে আনুগত্যের নামান্তর নয়, তা ভাষণে ঠারেঠোরে জানিয়েছেন লেখিকা। যদিও তসলিমাকে কলকাতায় আনার কৃতিত্ব পুরোটাই নিয়েছে বিজেপি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে লেখিকার যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর। সেদিক থেকে তিনি তাঁর দুই পূর্বসূরি প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে এককদম এগিয়ে থাকলেন।

শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী বলে পরিচিত বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও তসলিমাকে কলকাতায় আনার ব্যাপারে যথেষ্ট সওয়াল করেছিলেন। বদলে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গে এসে তসলিমা অবশ্য নিজের অবস্থান বদলাননি। রবীন্দ্র সদনে তিনি ডাকলেও দর্শকদের একাংশের প্রবল আপত্তি ও বাধায় মঞ্চে ওঠা হয়নি কবি জয় গোস্বামীর। এব্যাপারে তসলিমার সাফ কথা, জয়ের অপমান তাঁরই অপমান।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিস্মৃত বাংলাদেশে জেহাদি রাজনীতিক বাড়বাড়ন্তের বিরুদ্ধে তসলিমা স্বভাবসিদ্ধভাবে আক্রমণ শানিয়েছেন। অন্যদিকে, বাকস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতার পক্ষে বরাবরের মতো সরব হয়েছেন। লেখিকার দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য, ভিন্নমত থাকতেই পারে। কিন্তু সবাইকে কথা বলতে দিতে হবে। একজন যখন মতামত প্রকাশের পক্ষে কথা বলছেন, তখন তাঁকে সবাই সমর্থন করছেন। আবার তিনিই যখন কোনও কবিকে ডেকে নিচ্ছেন তখন তাঁর কথা শোনা হচ্ছে না। এটা দ্বিচারিতা।

বাংলাদেশ তাঁকে গলাধাক্কা দিয়েছে। কলকাতার দরজা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সেই দরজা নতুন সরকার খুলেছে। এটা স্বাগত পদক্ষেপ। তেমনই তসলিমার পরমতসহিষ্ণুতা, উদার মানসিকতা, আমরা-ওরার বিভেদরেখা মুছে ফেলার বার্তাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। আগের আমলে যেমন বিরোধী দলকে সমর্থন কিংবা বিরুদ্ধ মত পোষণ করলে শাসক শিবিরের রোষে পড়তে হত, তেমনটা আর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে পড়বে।

তসলিমা কলকাতায় ফেরায় তাঁর গলায় যেমন আনন্দ ছিল, তেমনই ছিল অনুযোগের সুর- কেন বারবার প্রতিবাদী কণ্ঠকে নিজের ভিটেমাটি থেকে দূরে থাকতে হবে? তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে সেই প্রশ্নটি- বাকস্বাধীনতা কি তবে শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য সংরক্ষিত, নাকি সার্বভৌম অধিকার? তসলিমা নাসরিনের প্রত্যাবর্তন তাই শুধু তাঁর লেখক জীবনের বৃত্তপূরণ নয়, কলকাতার জন্য এক প্রকার আত্মপরীক্ষার সুযোগ।

তসলিমা মনে করিয়েছেন, লেখককে গ্রহণ করা মানে তাঁর সব কথা মেনে নেওয়া নয়, লেখককে স্থান দেওয়া মানে আসলে নিজের চিন্তার পরিসরকে প্রসারিত করা। অতীতের ভুল মুছে ফেলা সম্ভব নয়, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। তসলিমার উচ্চারিত কথাগুলি এপার বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। এই প্রত্যাবর্তন কলকাতার বৌদ্ধিক মেরুদণ্ডের এক কঠিন পরীক্ষাও।

ধর্মীয় গোঁড়ামির ভয়ে লেখককে দূরে ঠেলে দেওয়ার যে কলঙ্ক এই শহর মেখেছিল, তা মুছে ফেলার সুযোগ এসেছে। বিতর্ক হোক, তৈরি হোক দ্বিধাবিভক্ত জনমত। ভিন্নমতের সজীব প্রবাহে বেঁচে থাকে গণতন্ত্র।

## অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ মনে হয় কিন্তু অলস হলে কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে অন্যদের পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা ভাবতে দিন। আপনি লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড় পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

# কাগজের সারসে শান্তির ভাষা

আজ হিরোশিমা দিবসের বার্তা : প্রতিশোধ নয়, স্মৃতিই আজও মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শান্তির শিক্ষা।

সঞ্জিত সাহা

পৃথিবীতে এমন অনেক শহর আছে, যাদের ইতিহাস জাদুঘরে বন্দি থাকে। আবার এমন কিছু শহর আছে, যাদের ইতিহাস কোনও প্রদর্শনীর কাচের বাক্সে নয়, মানুষের হাঁটার ভঙ্গিতে, নীরবতার ওজনে, নদীর জলের প্রতিফলনে, আর শিশুদের হাতে ধরা একটি ভাঁজ করা সাধারণ কাগজের পাখির মধ্যে প্রতিদিন নতুন করে বেঁচে ওঠে। হিরোশিমা সেই দ্বিতীয় শহরগুলোর একটি। এখানে পৌঁছালে প্রথম বিস্ময়টি এই নয় যে পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমার স্মৃতি এখনও টিকে আছে। বিস্ময় এই যে, এত গভীর ক্ষত বুকে নিয়েও একটি শহর কী অসাধারণ সংযমে নিজেকে প্রতিদিন স্বাভাবিক মানুষের শহর হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

সকালবেলা হিরোশিমার আলো তখনও পুরোপুরি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি। নদীর ওপর হালকা কুয়াশার মতো এক স্তর আলো ভেসে বেড়াচ্ছে। ট্রাম তার চিরচেনা ছন্দে শহরটিকে কেটে এগিয়ে চলেছে। অফিসগামী মানুষদের মুখে কোনও নাটকীয় বিষণ্ণতা নেই। পথের ধারে ফুটে থাকা ফুলগুলোকে দেখে বিশ্বাসই হয় না, এই শহরের মাটিই একদিন মানুষের ছায়াকে পাথরের গায়ে পুড়িয়ে আগুনের ছবি এঁকে রেখেছিল। যেন শহরটি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে তার ক্ষতকে প্রদর্শনী বানাবে না। সে নতুন করে বাঁচবে, কিন্তু ভুলবে না। শান্তি উদ্যানে পৌঁছালে পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের ভিড়, অগাস্টের তপ্ত গরম, অসংখ্য পতাকা আর নানা ভাষার উচ্চারণের মধ্যেও সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীরবতার ভাষা। যুদ্ধের পরে মানুষ সম্ভবত এ ভাষাটিই সবচেয়ে আগে শেখে।

এই নীরবতার মাঝখানে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট ব্রোঞ্জের মেয়ে। তার মাথার ওপরে বিশাল কাগজের সারস। চারপাশে কাচঘেরা দীর্ঘ সারিতে স্তূপ হয়ে রয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা শিশুদের হাতে ভাঁজ করা লক্ষ লক্ষ রঙিন কাগজের সারস। মনে হয়, প্রতিটি শিশুই যেন জানত, তার ভাঁজ করা পাখিটি কেবল একটি স্মৃতিস্তম্ভে রাখা হবে না, পৌঁছে যাবে এক অসুস্থ মানবসভ্যতার কাছে।

প্রতি বছরের ৬ অগাস্ট এই প্রাঙ্গণ নতুন অর্থ পায়। সাদা পোশাক পরা স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা শত শত কাগজের সারস নিয়ে আসে। তারা গান গায়, প্রার্থনা করে, কবিতা পড়ে। পৃথিবীর নানা দেশের অতিথিরা ফুলের পাশাপাশি কাগজের সারসও রেখে যান। রাজপথে চেনা-অচেনা মানুষ একে অপরকে সারস বিলি করে, বুদ্ধের বাণী সংবলিত পুস্তিকা বিতরণ করে। এখানে কেউ কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না। কোনও বক্তৃতা প্রতিশোধের ভাষায় শেষ হয় না। এই শহর তার সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি রক্ত দিয়ে শিখেছে। ঘৃণা আর একটি যুদ্ধের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু শান্তির জন্ম দেয় না।

ব্রোঞ্জের মেয়েটির পাদদেশে উৎকীর্ণ কয়েকটি শব্দ পড়ে মনে হয়, এগুলো যেন কোনও ভাস্করের লেখা নয়, সেইসব মায়ের দীর্ঘশ্বাস, যাঁরা সন্তানকে কবর দিয়েও ঠিকমতো কাঁদার সময় পাননি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও প্রথমে বুঝতে পারিনি, কেন এই একটি মেয়ের জন্য পৃথিবীর এত শিশু প্রতি বছর কাগজের পাখি পাঠায়। উত্তরটি লুকিয়ে আছে সময়ের এমন এক নিষ্ঠুর পরিহাসে, যার তুলনা মানবসভ্যতার ইতিহাসে খুব কমই আছে।

সাদাকো সাসাকির মূর্তি ও কাগজের সারস।

১৯৫৫ সালের এক সাধারণ সকাল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় দশ বছর আগে। হিরোশিমা আবার স্কুলের ঘণ্টা শুনতে শিখেছে। সেই সকালেই স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়াতে নেমেছিল এক কিশোরী। তার নাম সাদাকো সাসাকি। সহপাঠীরা বলত, একদিন সে নিশ্চয়ই বড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। কিন্তু দৌড়োতে দৌড়োতেই পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অনেক পরীক্ষার পর ডাক্তাররা জানালেন, তার লিউকেমিয়া হয়েছে। তখন জাপানের বহু মানুষ একে চিনত 'অ্যাটমিক বম্ব ডিজিজ' নামে। ১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট, মাত্র দুই বছর বয়সে সাদাকোর শরীরেও পারমাণবিক বিস্ফোরণের অদৃশ্য বিকিরণ আশ্রয় নিয়েছিল। দশ বছর পরে সেই যুদ্ধই ফিরে এল তার রক্তের ভেতরে। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল সাদাকোর আরেকটি যাত্রা, যে যাত্রায় অস্ত্র ছিল না, ছিল শুধু কাগজ, আশা আর বেঁচে থাকার এক অসাধারণ জেদ।

হাসপাতালের জানলার বাইরে তখনও একটু একটু করে হিরোশিমা নতুন শহর গড়ছে। আর ভেতরে একটি শিশু প্রতিদিন একটু একটু করে ভেঙে যাচ্ছে। তার মা হাসিমুখে ফল কেটে দিতেন, বাবা কান্না চেপে গল্প বলতেন, ডাক্তাররা আশ্বাস দিতেন, নার্সরা যত্ন করতেন। কিন্তু সব আশ্বাসের মধ্যেই একটি অদৃশ্য ভয় বাসা বেঁধেছিল। মানুষ যখন কোনও প্রিয়জনকে বাঁচাতে পারে না, তখন সে অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতে শুরু করে। একদিন স্কুলের এক বন্ধু এসে সাদাকোর হাতে একটি কাগজের সারস তুলে দিল। বলল, জাপানে বহুদিনের একটি বিশ্বাস আছে, যে এক হাজারটি কাগজের সারস ভাঁজ করতে পারবে, তার আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ হবে। সাদাকো গল্পটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে ভাবেনি। অসুস্থ মানুষ আশার সত্যতা যাচাই করে না। সে আশাটুকুকেই আঁকড়ে ধরে। তারপর শুরু হল কাগজ ভাঁজ করে জীবনের ভাঁজ খোলার চেষ্টা। রঙিন কাগজ ফুরিয়ে গেলে ওষুধের মোড়ক, সেটাও শেষ হলে উপহারের মোড়ক, এমনকি ওষুধ লেখার কাগজও তার কাছে আগামীকালকে ধরে রাখার শেষ আশ্রয় হয়ে উঠল। আজও গবেষকেরা বলেন, সে এক হাজার সারসেরও বেশি ভাঁজ করেছিল, আবার জনপ্রিয় গল্পে অন্য সংখ্যাও প্রচলিত আছে। কিন্তু আজ সেই সংখ্যার আর কোনও মূল্য নেই। কারণ মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হিসাব শুধু সংখ্যা দিয়ে হয় না। একটি সারসও যথেষ্ট, যদি তার প্রতিটি ভাঁজের মধ্যে একটি শিশুর বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে।

১৯৫৫ সালের ২৫ অক্টোবর হাসপাতালের একটি বিছানা নিঃশব্দে খালি হয়ে গেল। সূর্য উঠল, ট্রাম চলল, দোকান খুলল। কিন্তু পৃথিবী একটি শিশুকে হারাল, যে কোনও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, কোনও সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়নি, কোনও অস্ত্র স্পর্শও করেনি। তার অপরাধ ছিল, সে ভুল সময়ে ভুল শহরে জন্মেছিল এবং বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ইতিহাসের অদ্ভুত নিয়ম, কখনো-কখনো কোনও কোনও মৃত্যু নিজেই একটি আন্দোলনের জন্ম দেয়। সাদাকোর সহপাঠীরা সিদ্ধান্ত নিল, এই মৃত্যু কেবল একটি পরিবারের শোক হয়ে থাকবে না। তারা জাপানের বিভিন্ন স্কুলে চিঠি লিখল। শিশুরা সাড়া দিল, শিক্ষকরা এগিয়ে এলেন, অল্প অল্প করে জমল অর্থ। ১৯৫৮ সালে শান্তি উদ্যানে নির্মিত হল শিশু শান্তি স্মৃতিস্তম্ভ। পরমাণু বোমার গম্বুজের অনুষঙ্গে নির্মিত বেদির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই ব্রোঞ্জের মেয়েটি কেবল সাদাকো নয়, পৃথিবীর সমস্ত শিশুর প্রতীক, যাদের শৈশব বড়দের যুদ্ধের কাছে বন্ধক পড়েছিল।

আজ সেখানে দাঁড়ালে আর একটি বিষয় গভীরভাবে অনুভব করা যায়। মানুষ ফুল রেখে যায়, ফুল শুকিয়ে যায়। মানুষ মোমবাতি জ্বালায়, মোমবাতি নিভে যায়। কিন্তু কাগজের সারস রেখে যায় শিশুরা। কাগজ অমর নয়, এক ফোঁটা জলে নষ্ট হয়ে যায়, আগুনে মুহূর্তে পুড়ে যায়। তবু সেই এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক। কারণ কাগজের সারসের ভেতরে লুকিয়ে থাকে মানুষের ভালোবাসা, বাঁচার আর্তি আর বিবেক। শান্তি উদ্যানের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হয়েছিল, যুদ্ধের প্রকৃত স্মৃতিস্তম্ভ কখনও ট্যাংক, কামান কিংবা বিজয়ের স্তম্ভ নয়। যুদ্ধের প্রকৃত স্মৃতিস্তম্ভ একটি অসুস্থ শিশুর বিছানা, খালি বিমানের আসনের ওপর পড়ে থাকা একটি স্কুলব্যাগ, একজন অসহায় মায়ের নীরব কান্না, একজন বিধ্বস্ত বাবার দৃষ্টি, তা সে আজকের ইরানেই হোক বা গতকালের জাপানে। একটি অসমাপ্ত খাতা, আর কয়েকটি কাগজের সারস।

বিস্ময়করভাবে, হিরোশিমা আজও প্রতিশোধ শেখায় না। সে ঘৃণাও শেখায় না। সে কেবল স্মরণ করতে শেখায়। কারণ যে পৃথিবী স্মৃতি হারায়, সে খুব দ্রুত আবার অস্ত্র বানাতে শুরু করে। সাদাকো সাসাকি হয়তো কোনও দিন ভাবেনি, তার ছোট্ট আঙুলে ভাঁজ করা কাগজের পাখিগুলো একদিন মহাদেশ পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে উড়ে যাবে। আজও প্রতি বছরের ৬ অগাস্ট পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শিশুরা সেই স্মৃতিস্তম্ভে তাদের হাতে তৈরি কাগজের সারস পাঠায়। তারা হয়তো সাদাকোর জীবনী পড়েনি, লিউকেমিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞান বোঝে না, ভূরাজনীতিও জানে না। তারা শুধু জানে, পৃথিবীতে এমন একটি মেয়ে ছিল, যে শেষপর্যন্ত বন্দুক হাতে নেয়নি, কেবল কাগজ হাতে নিয়েছিল। হয়তো সেই কারণেই, এত বছর পরও, যুদ্ধের কাছে পরাজিত হওয়া শিশুটিই শেষপর্যন্ত যুদ্ধের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। হিরোশিমার আকাশে নয়, মানুষের বিবেকের ভেতরে, সভ্যতার ইতিহাসের পাতায়।

*(লেখক শিল্পপতি)*

## আজ

**১৯২৫**

রাষ্ট্রগুরু স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

**২০১৯**

প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

## আলোচিত

যা-ই ঘটুক না কেন, খুব সাবধানে সামাল দিতে হবে। বিপথে চালিত হয়ে কেউ যদি পাথরও ছোড়েন, তবু তাঁদের কথা শুনতে হবে। কারণ, তাঁরা তরুণ। তাঁদের কাউন্সেলিং ও সঠিক পরামর্শ প্রয়োজন। রাষ্ট্রের শক্তি দেখাতে গিয়ে বলপ্রয়োগ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

-প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

## ভাইরাল/১

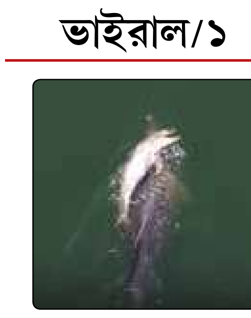

সন্তান হারানোর যন্ত্রণা। মানুষের নয়, এক মা ডলফিনের। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার লেশেনল্ট মোহনায় ডলফিনটি মৃত সন্তানকে পিঠে করে জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়ের নীরব কান্না আর শোকপ্রকাশের বিরল দৃশ্য বিশ্ববাসীর হৃদয় ছুঁয়েছে।

## ভাইরাল/২

বুনো শুয়োরের তাণ্ডব! মহারাষ্ট্রের অম্বাদীতে এক চায়ের দোকানে কয়েকজন গ্রামবাসী বসে ছিলেন। হঠাৎ-ই বুনো শুয়োরটি তাঁদের দিকে ধেয়ে আসে। প্রাণ বাঁচাতে সবাই ছুটে পালান। একজন পালাতে পারেননি। শুয়োরের গুঁতোয় গুরুতর আহত হন।

## জনমন জনমত

### রাজনীতিমুক্ত হোক শিক্ষকতা

খবরে পড়লাম, সদ্য নির্বাচিত শিক্ষামন্ত্রী সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে ভর্তির আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষকরা ভরসা না করলে সাধারণ মানুষ কেন করবেন? প্রস্তাবটি অত্যন্ত সাধু। তবে আমার ৩৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় দেখছি, স্কুলে কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী বা তরুণের স্বপ্ন নিয়ে যতটা আলোচনা হয়, পড়াশোনা নিয়ে ততটা হয় না।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বর্ণযুগ ফেরাতে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি- সব সরকারি কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হোক। লটারি প্রথা তুলে অ্যাডমিশন টেস্ট এবং পাশ-ফেল প্রথা ফেরাতে হবে। ব্যাংয়ের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলগুলোতে লাগাম টানতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম তৈরি, সব বোর্ডের মধ্যে সমতা আনা এবং পাঠক্রম তৈরির দায়িত্ব শিক্ষকদের দেওয়া জরুরি। শিক্ষকদের শিক্ষাবহির্ভূত কাজ ও রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষামন্ত্রীর হাত ধরেই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় আবার সুদিন ফিরে আসুক।

**স্বপনেন্দু নন্দী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক**
**হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।**

### রেলের বেনজির গ্রিন করিডর

৩ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'বন্দে ভারতে প্রথম গ্রিন করিডর' শীর্ষক খবরটি পড়ে অভিভূত হলাম। সড়কপথে গ্রিন করিডর করে মুমূর্ষু রোগীর জন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কথা আগেই জেনেছি। কিন্তু সুরাটের এক বস্ত্র কারখানার কর্মী, সদ্য ব্রেন ডেড হওয়া ৩৬ বছর বয়সি মিঠুন সোয়াইনের হৃৎপিণ্ড, কিডনি ও যকৃৎ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে করে মাত্র ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটে ২৫০ কিমি দূরের আহমেদাবাদে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা সত্যিই বেনজির। পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় বন্দে ভারত এই অসাধ্য সাধন করে ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

১৭৩ বছর ধরে ভারতীয় রেল নিরলস যাত্রী পরিষেবা দিয়ে আসছে। দ্রুতগতির বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের এই অভাবনীয় গ্রিন করিডর পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে রেলের গুরুত্ব ও নির্ভরতা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। আগামীদিনে ভারতীয় রেল সগৌরবে ১৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপন করবে, এই আশাই রাখি।

**সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# আয় শূন্য, ব্যয় আকাশছোঁয়া : করুণ ছবি

জামশেদপুর এফসি'র সরে দাঁড়ানোয় আইএসএলের আর্থিক সংকট; ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন।

কুশল হেমব্রম

ভারতীয় ফুটবলের ইকো সিস্টেমে আর্থিক ক্ষতি বা ঋণের দায়ে কোনও ক্লাবের ঝাঁপ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু জামশেদপুর এফসি-র ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গোটা দেশের ফুটবল মহলে এক তীব্র ভূকম্পনের সৃষ্টি করেছে। এই বিস্ময়ের কারণ শুধুমাত্র ক্লাবটির ফুটবলীয় সাফল্যের অভাব নয়, বরং এর নেপথ্যে থাকা মালিকপক্ষের নাম— টাটা গোষ্ঠী। প্রায় চার দশক ধরে টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি (টিএফএ) ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রধান আঁতুড় হিসেবে পরিচিত। দেশের ফুটবলের সঙ্গে যাদের এমন নাড়ির টান, সেই একই কর্পোরেট সংস্থা যখন ক্রিকেটের আঙিনায় আইপিএলের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য আড়াই হাজার কোটি টাকার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন ফুটবল থেকে তাদের এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক কঠিন প্রশ্নের জন্ম দেয়।

এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কর থেকে শুরু করে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের সিইও মান্দার তামহানে— সকলেই এই সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। টাটাদের মতো ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘদিনের এক স্তম্ভ এভাবে ভেঙে পড়বে, তা কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। চেন্নাইয়িন এফসি-র সিইও একাংশ গুপ্ত হতাশা প্রকাশ করার পাশাপাশি টাটাদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে তিনিও একটা রূঢ় বাস্তব মেনে নিয়েছেন— আর্থিক ক্ষতির যে কারণগুলো দেখিয়ে জামশেদপুর এফসি সরে দাঁড়িয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

কর্পোরেট দুনিয়ার হিসেব অনুযায়ী, আইএসএল-এর প্রতিটি ক্লাব প্রতি মরশুমে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) এবং এআইএফএফ-এর মধ্যকার বাণিজ্যিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া। একসময় এই চুক্তির অধীনে রিলায়েন্সের সহযোগী সংস্থাটি ফেডারেশনকে বছরে ৫০ কোটি টাকা দিত। কিন্তু বর্তমানে সম্প্রচার স্বত্ব থেকে আয়ের পরিমাণ কার্যত শূন্যে এসে ঠেকেছে। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ম্যাচ প্রতি সম্প্রচার মূল্য যেখানে ১.৬৮ কোটি টাকা ছিল, গত মরশুমে তা হুড়মুড় করে নেমে দাঁড়ায় মাত্র সাড়ে নয় লক্ষ টাকায়!

প্রতীকী।

আয় যখন তলানিতে, তখন ফুটবলারদের আকাশছোঁয়া বেতন ক্লাবগুলোর ঘাড়ে পাহাড়প্রমাণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে গত বছরই হায়দরাবাদ এফসি বিক্রি হয়ে যায় বিসি জিন্দাল গ্রুপের কাছে। বর্তমানে এসসি দিল্লি নামে আত্মপ্রকাশ করা এই ক্লাবের সিইও ধ্রুব সুদ জানাচ্ছেন, সাধ্যের বাইরে গিয়ে কোনও ফুটবলারকে সই করিয়ে ক্লাবের ভবিষ্যৎ বিপদে ফেলতে তাঁরা নারাজ। তাঁর মতে, ক্লাবগুলো নিজেরাই একসময় একে অপরকে টেক্কা দিতে গিয়ে বাজারে ফুটবলারদের দর অযৌক্তিকভাবে বাড়িয়েছিল, আর এখন সবাইকেই তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। অনেক ফুটবলারই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে আবদ্ধ। আগামী দু'এক বছরে সেই চুক্তিগুলো শেষ হলে তবেই বাজার কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছেন চেন্নাইয়িন এফসি-র সিইও। আপাতত এই লোকসান কমাতে নিজেদের অ্যাকাডেমি থেকে তরুণ ফুটবলার তুলে আনার ওপর জোর দিচ্ছেন ক্লাব কর্তারা।

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক ফ্যানবেস থাকা কেরালা ব্লাস্টার্সও চরম ডামাডোলে পড়েছে। তাদের মালিকপক্ষ ম্যাগনাম স্পোর্টস সম্পূর্ণ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার জন্য আলোচনা চালাচ্ছে বলে খবর। অন্যদিকে, সদ্য প্রোমোটেড দল ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ভবিষ্যৎও গভীর অন্ধকারে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের 'চিফ প্যাট্রন' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে ক্লাবটি বর্তমানে কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

ক্লাবগুলো যখন একদিকে নিজেদের খরচ সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন অন্যদিকে তাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে টুর্নামেন্টের জন্য নতুন সম্প্রচারকারী খুঁজে বের করা। গত মাসেই লিগের বাণিজ্যিক স্বত্ব সরাসরি ক্লাবগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অক্টোবর মাস থেকে নতুন মরশুম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, পর্দার আড়ালে তীব্র অনিশ্চয়তা কাজ করছে। অনেকের অবশ্য ধারণা, সম্প্রচারকারী চূড়ান্ত হয়ে গেলেই পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হবে। কিন্তু জামশেদপুরের বিদায় এবং কেরালা ও ডায়মন্ড হারবারের মতো দলগুলোর টালমাটাল অবস্থা দেখে ফুটবলপ্রেমীদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— আসন্ন মরশুমে ঠিক কতগুলো দল সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে আইএসএলের মাঠে নামার সাহস দেখাতে পারবে?

*(লেখক শিক্ষক)*

## বিন্দুবিসর্গ

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১৬

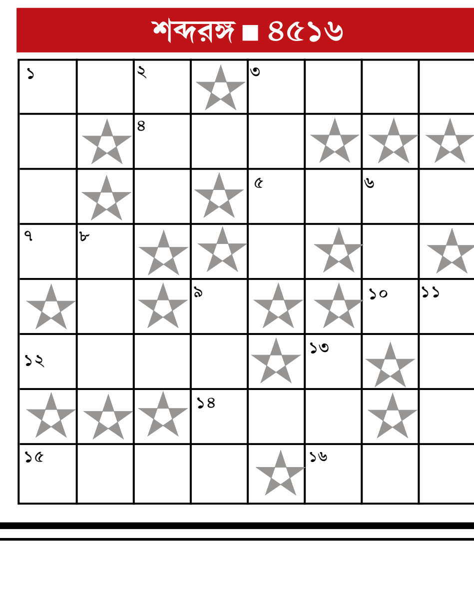

**পাশাপাশি :** ১। শরিয়তের ভাষায় ঈশ্বরের বাণী ৩। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যের তোষামোদকারী ৪। ময়ূরের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫। যে অল্পেই মারমুখি হয়ে ওঠে ৭। কদম ফুল ১০। ছোট পতঙ্গ ১২। হাতে আঙুলে পরার বর্ম ১৪। চূড়ান্ত বা অমোঘ ১৫। দেবতার হাতের মুদ্রা ১৬। মেয়েদের কেশবিন্যাস।

**উপর-নীচ :** ১। অতি পরিচিত সবজি বেগুন ২। কানে পরার অলংকার বা গয়না ৩। যার সঙ্গে তুলনা করা হয় ৬। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ৮। সীমানার কাছে কাটা খাল ৯। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করা ১১। যিনি পুরোপুরি নিরামিষ আহার করেন ১৩। রাম গরুড়ের বাসা ছড়ায় যা দিয়ে ঠাসা ভরতি।

**সমাধান ■ ৪৫১৫**

**পাশাপাশি :** ২। ছাত্রাবাস ৫। পলতা ৬। বকধার্মিক ৮। গড় ৯। দার ১১। পাচনবাড়ি ১৩। পামীর ১৪। আতান্তর।

**উপর-নীচ :** ১। চপচপে ২। ছাতা ৩। বাতিক ৪। চটক ৬। বড় ৭। ধামার ৮। গর্দান ৯। দাড়ি ১০। অধিরথ ১১। পাদানি ১২। বাফতা ১৩। পার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

## রাজ্যসভার ৩৭ নতুন সাংসদকে বার্তা

# ষড়যন্ত্রের জাল থেকে সতর্কবার্তা মোদির

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** সংসদের বাদল অধিবেশনে অচলাবস্থা টানা তৃতীয় সপ্তাহে গড়িয়েছে। কবে তা মিটবে তার এখনও পর্যন্ত কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সকালে নিজের বাসভবনে এনডিএ-র নবনির্বাচিত ৩৭ জন রাজ্যসভার সাংসদের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, সেখানে ওই সাংসদদের দিল্লির রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দিল্লি একটি বিপজ্জনক জায়গা। বিশেষ করে লুটিয়েন্স জোনে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কার সঙ্গে দেখা করছেন, কোথায় দেখা করছেন সে বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকুন।' প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠকে নতুন সাংসদদের সংসদীয় আচরণ, রাজনৈতিক সতর্কতা এবং জনজীবনে দায়িত্ব পালনের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।

সদ্য রাজ্যসভায় নির্বাচিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা সুখেন্দুশেখর রায়, প্রকাশ চিক বরাইক এবং সুস্মিতা দেব ওই বৈঠকে ছিলেন। ছিলেন আপ থেকে বিজেপিতে নাম লেখানো, রাজেন্দ্র গুপ্ত, রাহুল সিং, স্বাতী মালিওয়াল, রাঘব চাড্ডা, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, বিক্রমজিৎ সিং সাহনি-সহ অন্যান্য সাংসদরাও। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নতুন সাংসদদের বলেন, সংসদে যতটা সম্ভব বেশি সময় কাটাতে হবে এবং অধিবেশনে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি সংসদের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ারও পরামর্শ দেন। পাশাপাশি বলেন, নিজেদের মতামত বিরোধীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং সরকার বা বিরোধী সব পক্ষের সাংসদের কাছ থেকেই শেখার মানসিকতা রাখতে হবে এবং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

ব্যক্তিগত আচরণ নিয়েও একাধিক পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।

> **দিল্লি একটি বিপজ্জনক জায়গা। বিশেষ করে লুটিয়েন্স জোনে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।**
> **নরেন্দ্র মোদি**

সূত্রের দাবি, তিনি সাংসদদের সতর্ক করেন যাতে তাঁদের লেটারহেডের অপব্যবহার না হয়। পাশাপাশি ফোনে কারও সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার না করারও পরামর্শ দেন। আলোচনার এক পর্যায়ে সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনযাপন সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া অশোক মিত্তলের প্রশ্নের উত্তরে মোদি জানান, তিনি বিছানায় শোওয়ার আট সেকেন্ডের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন এবং মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমান। তাঁর কথায়, ভালো ফল পেতে হলে বর্তমান মুহূর্তে বাঁচতে হয়। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, তাই অন্য কিছু ভাবছি না। আমি যে মুহূর্তে থাকি, সেই মুহূর্ত নিয়েই ভাবি এবং বাঁচি।' বৈঠক শেষে সুস্মিতা দেব বলেন, 'আমরা আগেই নীতিন নবীনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলাম। আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রাতরাশ যেমন হল পাশাপাশি নীতির নবীনের সঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের সংগঠনের বিষয়ে অনেক কথা হলো।'

রাঘব চাড্ডাদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। বুধবার।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে পড়ুয়ারা। বুধবার অমৃতসরে।

# দূরশিক্ষায় ১ বছরের স্নাতকোত্তরে শঙ্কার মেঘ

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** জাতীয় শিক্ষানীতির নতুন নিয়ম মেনে চলতি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই দূরশিক্ষা ও অনলাইন মাধ্যমে এক বছরের স্নাতকোত্তরকোর্স চালুর সবুজ সংকেত দিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী পড়ুয়ারা সরাসরি এই এক বছরের দূরশিক্ষামূলক পিজি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ওপেন লার্নিং' ইতিমধ্যেই এই নয়া পাঠ্যক্রমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে বলে লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তবে উচ্চশিক্ষার পরিধিকে আরও নমনীয় ও দ্রুতগামী করার এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে দেশের শিক্ষা মহলে।

ইউজিসির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষাবিদদের মতামত স্পষ্ট দুইভাগে বিভক্ত। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড এস্থেটিক্সের অধ্যাপক ওয়াই এস এলোন এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করে জানিয়েছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি আসার পর থেকে মাল্টিপল এক্সিট অপশন বা মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়ার সুযোগের ফলে উচ্চশিক্ষার গুণমান এমনিতেই মার

খাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'এক বছরের এমএ ডিগ্রি এমনিতেই পাঠ্যক্রমের দিক থেকে দুর্বল, তার ওপর যদি তা অনলাইন ও দূরশিক্ষার মাধ্যমে করানোর ছাড়পত্র দেওয়া হয়, তবে তা শিক্ষার পঠনপাঠনের পরিবেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে। চাকরির বাজারে এই ডিগ্রির গুরুত্ব নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাবে।'

একই সুর শোনা গিয়েছে ইউজিসির প্রাক্তন সচিব অধ্যাপক আর কে চৌহানের গলায়। দূরশিক্ষার তুলনায় অনলাইন পঠনপাঠনের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি জানান, অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষার মূল্যায়ন ও গুণমান বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব এই কোর্সের মূল দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াবে।

অন্যদিকে, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন ওড়িশা স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীকান্ত মহাপাত্র। তিনি ইউজিসির এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, চার বছরের অনার্স সফলভাবে শেষ করা পড়ুয়াদের কেরিয়ারকে ত্বরান্বিত করতেই এই নয়া উইন্ডো খোলা হয়েছে। ওপেন অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং মাধ্যমগুলো নিজেদের মান বজায় রেখেই কাজ করছে, ফলে গুণমান কমে যাওয়ার ভয় অমূলক।

# পড়ুয়ারা ভুল করেনি রাহুল

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** নিটকাণ্ডে পুলিশি দমনপীড়নের শিকার হওয়া পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার পড়ুয়াদের উদ্বেগ নিরসনের বদলে তাদের ভয় দেখিয়েছে। প্রথমে তাদের বাড়িতে গুন্ডা পাঠানো হয়েছে। তারপর ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছে। তার ক্ষমা মেনেও নেওয়া হয়নি। এর কোনও অর্থ নেই। আমরা এটা মানতে পারছি না। পড়ুয়াদের ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তারা কোনও ভুল করেনি।' সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন, তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। তরুণরা দিকভ্রান্ত। কিন্তু মোদির সেই বার্তা উড়িয়ে দিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেন, 'পড়ুয়াদের ক্ষমা চাইতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন কায়দায় হেনস্তা করা হচ্ছে। মহিলাদের বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

মুম্বইয়ে পুলিশের ভ্যান আটকে রাতারাতি প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হওয়া রিয়া আহির সহ বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার ১০ জনপথের বাইরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'তরুণ প্রতিবাদীদের সঙ্গে আমাদের খোলামেলা আলোচনা হয়েছিল। তারা আমাকে বলেছিল, তাদের মারধর করা হয়েছে, হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই তরুণ পড়ুয়ারা যেভাবে নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে তার জন্য আমি গর্বিত।' পড়ুয়ারা কেন তাঁর বাড়িতে বৈঠক করছেন সেই প্রশ্নের জবাবে রাহুলের বক্তব্য, এত হামলা, হেনস্তার পরও ওঁরা এখানে আছেন,

> **পড়ুয়াদের ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তারা কোনও ভুল করেনি।**
> **রাহুল গান্ধি**

এটাই ওঁদের সাহস। ওঁরা সারাদেশের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু মোদি-শা এটুকুও করতে পারছেন না।' কংগ্রেস নেতার সাফ কথা, 'শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করা অপরাধ নয়। তারা শুধু চেয়েছে ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সংশোধন।' বিজেপি অবশ্য রাহুলের বক্তব্যের নিন্দা করেছে।

প্রতিবাদী পড়ুয়াদের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধি। নয়াদিল্লিতে।

# ভারত-মায়ানমার সীমান্তে জমি হস্তান্তরের জল্পনা

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** ভারত ও মায়ানমারের সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে জমি বিনিময়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র। রিপোর্ট অনুযায়ী, মণিপুরের চান্দেল জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তে প্রায় ১.৪৪ বর্গমাইল জমি বিনিময়ের একটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মুখ খুলেছে বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'দু-দেশের সীমান্তে কিছু এলাকা এখনও চিহ্নিত করা বাকি রয়েছে। সেই এলাকাগুলি নিয়ে দু-পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে।' জমি হস্তান্তরের বিষয়ে কোনও চুক্তির কথা না বললেও তিনি আলোচনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

সূত্রের খবর, সীমান্ত বিবাদ মেটাতে পারলে মণিপুরের চান্দেল জেলার বিপি-৬৫ থেকে ৬৮ নম্বর সীমানা খুঁটির মাঝের অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ গতি পাবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক চোরাচালান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের যাতায়াত রুখতে গোটা ১,৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্তেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এর আগে দু-দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াত নীতি (ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম) বাতিল করে ভারত সরকার। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক ছিটমহল বিনিময়ের

### অবস্থান জানাল বিদেশমন্ত্রক

ধাঁচেই মায়ানমারের সঙ্গে এই জমি হস্তান্তরের পরিকল্পনা । তবে এই নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে মণিপুরে। প্রভাবশালী মেইতেই নাগরিক সংগঠন 'কোকোমি' হুঁশিয়ারি দিয়েছে, মণিপুরের এক ইঞ্চি জমিও হাতছাড়া হতে দেওয়া হবে না। জনগণের সম্মতি ছাড়া মণিপুরের ভৌগোলিক সীমানায় হাত দিলে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সতর্ক করেছে তারা।

# ৩৭০ ওঠার দিনে বন্ধ অমরনাথ যাত্রা

**শ্রীনগর, ৫ অগাস্ট :** সাত বছর আগে জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের বিশেষ অধিকার স্বরূপ সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করেছিল কেন্দ্র। বুধবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আচমকা অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করা হয়। জম্মুর ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে শুধুমাত্র এদিনের জন্য অমরনাথ যাত্রা বন্ধ রাখা হয়। সরকারিভাবে প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। শ্রীনগর জাতীয় সড়কে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের গাড়ি চলাচলও বন্ধ রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার জালে মুড়ে রাখা হয়েছে সমস্ত হাইওয়ে। রাজ্যে জোট সরকারের প্রধান শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি), বিরোধী দল পিডিপি দিনটি কালো দিবস হিসেবে উদযাপন করেছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

# ডেনিস সেনায় রাজকুমারী ইসাবেলা

**কোপেনহেগেন, ৫ অগাস্ট :** ইতিহাস গড়লেন ডেনিস রাজকুমারী ইসাবেলা। ডেনমার্কের রাজপরিবারের প্রথম মহিলা হিসাবে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে সোমবার স্লাগেলসের সেনা ছাউনিতে হাজির হলেন উনিশ বছর বয়সি এই তরুণী।

রাজা দশম ফ্রেডেরিক ও রানি মেরির জ্যেষ্ঠা কন্যা গার্ড হুসার রেজিমেন্টে ১১ মাস প্রশিক্ষণ নেবেন। ইউক্রেন যুদ্ধ ও আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে দেশটি মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবা শুরু করেছে। প্রশিক্ষণরত ইসাবেলা সেনাদলের বেতন বা ভাতা নিতে অস্বীকার করেছেন। তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আর্থিক সহায়তায় চলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাওয়া আর এক তরুণী সিলাস নোহর বলেন, 'ইসাবেলার দৃষ্টান্ত দেশের তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। এই এগারো মাসে আমরা সেনাজীবনকে আরও গভীরভাবে চিনতে পারব।' প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের কথায়, 'আমরা নিজেদের ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি রক্ষায় প্রস্তুত।'

# গড়করির ভুয়ো ভিডিও সরানোর নির্দেশ

**মুম্বই, ৫ অগাস্ট :** কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করিকে নিয়ে তৈরি ডিপফেক পোস্ট এবং ভিডিও দ্রুত সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট। গুগল, মেটা ও এক্স সহ সমাজমাধ্যমগুলিকে বুধবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গড়করি এবং ইথানল ই-২০ জ্বালানি সংক্রান্ত নীতিকে কেন্দ্র করে একটি সাইবার চক্র ডিপফেক প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর ভুয়ো ভিডিও ও মনগড়া পোস্ট ছড়াচ্ছিল। এতে মন্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে আদালতে অভিযোগ জানানো হয়।

মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তির সম্মানহানি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে দ্রুত ওইসব বিতর্কিত লিংক, পোস্ট এবং কনটেন্ট মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

# দুবাইয়ে ৭ বিস্ফোরণ

**দুবাই, ৫ অগাস্ট :** সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে পরপর সাতটি বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবারের বিস্ফোরণের জেরে শহরের আকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গিয়েছে। এ সংক্রান্ত একাধিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি ইউএই-র বিদেশমন্ত্রক বা দুবাই প্রশাসনের মুখপাত্ররা।

# দিল্লির হুমকির মুখে ক্ষমাপ্রার্থী জুকেরবার্গ

**ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি আসতেই পিছু হঠল মেটা। শিশুদের অশ্লীল ছবি ও ভুয়ো খবর রোখায় ব্যর্থতা এবং প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও সরানোর ঘটনায় নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন খোদ মার্ক জুকেরবার্গ। স্বীকার করলেন গুরুতর সব ভুল।

বুধবার নয়াদিল্লিতে ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে মেটার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে চরম অস্বস্তিতে পড়তে হয় জুকেরবার্গ বাহিনীকে। শিশুদের যৌন হেনস্তা সংক্রান্ত কন্টেন্ট এবং ডিপফেক রুখতে না পারার দায় নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন মেটা সিইও। নির্দিষ্ট কন্টেন্ট 'বুস্ট' করতে বিপুল অর্থ ব্যয়ের কথাও কবুল করেছে সংস্থাটি। সরকারি এক আধিকারিকের কড়া বার্তা ছিল, 'তাদের সাফ জানানো হয়েছে যে তারা আর নিছক মধ্যস্থতাকারী নয়। তাদের অ্যালগরিদমই ঠিক করে দেয় কোন তথ্য দর্শক দেখবে। তাই তথ্যপ্রযুক্তি আইনে তারা আর আইনি সুরক্ষা পাবে না।'

আইনের ৭৯ নম্বর ধারায় রক্ষাকবচ বা 'সেফ হারবার' হারানোর আশঙ্কায় এই নতিস্বীকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম থেকে সাময়িক মুছে ফেলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ কেন্দ্র। মেটা একে 'প্রযুক্তিগত ত্রুটি' বললেও সংসদীয়

স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নিশিকান্ত দুবের সাফ কথা, 'মোদিজির ভিডিও উধাও হওয়ার ঘটনায় জুকেরবার্গের ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত।' মেটার কর্তাদের স্বীকারোক্তি, 'ভুলবশত প্রচুর বেআইনি কন্টেন্ট প্রচার করা হয়েছে।' তবে একই ধরনের ভুল হলে ভবিষ্যতে সংস্থার বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়েছে সরকার।

# ধর্ষণে অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুন জনতার

**চাতরা, ৫ অগাস্ট :** স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও দু'দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল ঝাড়খণ্ডের চাতরা। সোমবার নিখোঁজ কিশোরী বাড়ি ফিরে নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ দিতেই উত্তেজিত গ্রামবাসী অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে গণপ্রহার শুরু করে। মৃত ৩২ বছর বয়সি মহম্মদ ইমরোজ ২০২৩ সালের একটি ধর্ষণ মামলায় জামিনে মুক্ত ছিল। মঙ্গলবার ভোরে নিগৃহীতা কিশোরী বাড়ি ফিরে সবকিছু জানানোর পর ক্ষুব্ধ শতাধিক গ্রামবাসী ইমরোজের বাড়ি ঘিরে পাথর ও লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। জনতাকে বাধা দিতে গিয়ে জখম হন অভিযুক্তের বাবা সুলতান মিঞাও। পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান হেদায়াতুল্লাহ খান বলেন, 'কারও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই।'

# জল খেলেও আন্দোলনে অনড় প্রতিবাদীরা

**রাঁচি, ৫ অগাস্ট :** যন্তরমন্তরের জেনজি বিক্ষোভের আগুন নিভেছে আগেই। কিন্তু তার আঁচ এবার লাগল কংগ্রেস-জেএমএম শাসিত ঝাড়খণ্ডেও। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনসহ (জেএসএসসি) একাধিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসা ৩৩ বছর বয়সী ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো বুধবার পরিবেশবিদ তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের আবেদনে সাড়া দিয়ে অবশেষে জল খেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু প্রতিবাদের রাস্তা থেকে সরতে নারাজ তাঁরা। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই ঝাড়খণ্ডে যাব। আমরা ওঁদের সঙ্গে রয়েছি এবং আন্দোলনকারীদের প্রতিটি দাবিকে সমর্থন করছি।'

২৯ জুলাই থেকে রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে অনির্দিষ্টকালের ধর্না অবস্থানে বসেছেন বিপুল সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশী। যাবতীয় চাকরি পরীক্ষার অনিয়মের তদন্তে রাজ্যের বাইরের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিটিকে দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন তাঁরা। জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চের ব্যানারে মাহাতো গত ৪ দিন ধরে অনশন করছেন। মঙ্গলবার রাতে আরও ৫ জন তাতে শামিল হন।

বুধবার লোকতান্ত্রিক ক্রান্তীকারী মোর্চার নেতা দেবেন্দ্রর সঙ্গে প্রায় ১০ মিনিট ভিডিও কলে কথা বলেন সোনম ওয়াংচুক। টানা অনশনের জেরে আন্দোলনকারী তরুণ নেতার দ্রুত অবনতি হতে থাকা স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। পড়ুয়াদের ন্যায়সংগত লড়াইকে পূর্ণ সংহতি

### যন্তরমন্তরের আঁচ ঝাড়খণ্ডে

জানিয়ে ওয়াংচুক অনুরোধ করেন, আন্দোলনের স্বার্থেই দেবেন্দ্র যেন অন্তত জল গ্রহণ করেন। ফোনালাপের পর দেবেন্দ্র সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক হলেও সোনম ওয়াংচুকের বিশেষ অনুরোধে তিনি জল খেয়েছেন। তবে আন্দোলন থেকে তিনি এক চুলও সরছেন না এবং সরকার সমস্ত দাবি না মানা পর্যন্ত কোনও খাবার গ্রহণ করবেন না। একই সঙ্গে সোনম ওয়াংচুককে রাঁচিতে নিজে এসে দেখা করলে তবেই তিনি অনশন ভাঙবেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানিয়েছেন, চাকরিপ্রার্থীদের দাবি এবং উদ্বেগ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সঠিক সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। প্রতিবাদীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলেও ডেকেছেন তিনি। ইতিমধ্যে এসডিএম কুমার রজত এবং এডিএম ধনঞ্জয় কুমার পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করে সেই প্রস্তাব জানিয়ে এসেছেন। চাকরিপ্রার্থীরা অবশ্য বলেছেন, শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই আলোচনা হবে। সেই আলোচনার জন্য ২ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করতে হবে।

প্রতিবাদীদের দাবি, ১৪ তম জেপিএসসি পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং স্টাফ সিলেকশন কমিশনের সংস্কার করতে হবে। এদিকে বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি বলেছেন, '১৪ তম জেপিএসসি পরীক্ষা বাতিল করা উচিত রাজ্য সরকারের। সিবিআইয়ের হাতে তদন্ত তুলে দেওয়া উচিত। সিআইডি সবকিছু ধামাচাপা দিতে চাইছে।' রাজ্য সরকারের শরিক কংগ্রেসের নেতা অজয় কুমারও হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন কমিটিকে দিয়ে দুর্নীতির তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন। সিআইডি এখনও পর্যন্ত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

# রেপো রেট অপরিবর্তিত

**মুম্বই, ৫ অগাস্ট :** টানা চতুর্থবার রেপো রেটের হারে কোনও পরিবর্তন করল না রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। মনিটারি পলিসি কমিটির বৈঠকের পর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানান, রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশেই স্থির রাখা হয়েছে। ফলে ব্যাংক ঋণের ইএমআই পরিশোধের অঙ্কে কোনও রদবদল হচ্ছে না। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং ইরান-মার্কিন উত্তেজনা সত্ত্বেও চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়ে ৬.৭ শতাংশ করা হয়েছে।

আরবিআই গভর্নর সঞ্জয়

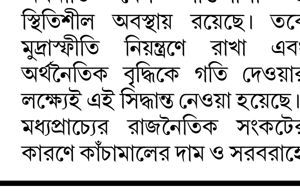

মালহোত্রা বলেন, 'বিশ্ব অর্থনীতিতে একাধিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। তবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে গতি দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সংকটের কারণে কাঁচামালের দাম ও সরবরাহে প্রভাব পড়তে পারে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সতর্ক রয়েছে বলেও তিনি জানান। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর জানান, আগামী ২০২৭-'২৮ অর্থবর্ষ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ১০ এবং ২০ টাকার প্লাস্টিক (পলিমার) নোট বাজারে আনা হতে পারে। কাগজের নোটের স্থায়িত্ব বাড়ানো, জাল নোটের কারবার বন্ধ করা এবং নোংরা নোটের সমস্যা দূর করতেই এই উদ্যোগ। গভর্নর জানান, পলিমার নোট কাগজের নোটের চেয়ে চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি টেকসই। প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু শহরে ১০ ও ২০ টাকার নোট দিয়ে এই পাইলট প্রকল্প চালু করা হবে।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### সোনার চেয়ে দামি সুগন্ধি

তিমি মাছের পেটের ভেতর তৈরি হওয়া আম্বারগ্রিস নামের এক পিচ্ছিল পদার্থ সাগরের জলে ভেসে উপকূলে এসে পড়ে। দেখতে সাধারণ মোমের মতো মনে হলেও এর বাজারদর সোনাকেও হার মানায়। নামীদামি পারফিউম তৈরি করতে এই অমূল্য উপাদান ব্যবহার করা হয়, যা সুগন্ধকে বছরের পর বছর স্থায়ী করে রাখে। সাগরের তীরে হাঁটতে গিয়ে এমন এক টুকরো বস্তু পেয়ে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার ঘটনা ইতিহাসে কম নেই।

### বাতাসের ধাক্কায় নাচা সেতু

আমেরিকার তাকোমা ন্যারোস সেতুটি বানানোর কয়েক মাসের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটে। সাধারণ মানের ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করতেই পুরো ঝুলন্ত সেতুটি লোহার পাতলা রেখা বা রবারের ফিতের মতো ধপাধপ দুলতে আর মোচড়াতে শুরু করে। বাতাসের কম্পনের সঙ্গে সেতুর উপাদানের ফ্রিকোয়েন্সি এমনভাবে মিলে গিয়েছিল যে শেষপর্যন্ত আস্ত সেতুটি ভেঙে সোজা নদীতে তলিয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইতিহাসে এই ঘটনা এক বিশাল শিক্ষণীয় পাঠ।

### কাচের রহস্যময় পাত্র

লন্ডনের মিউজিয়ামে রাখা পোর্টল্যান্ড ভাস নামের এক প্রাচীন রোমান কাচের পাত্র আধুনিক বিজ্ঞানীদেরও তাক লাগিয়ে দেয়। খোদাই করা কাচের দুটি আলাদা স্তর দিয়ে তৈরি এই পাত্রটিতে এমন অদ্ভুত অপটিক্যাল কেরামতি রয়েছে যে আলোর সামনে ধরলে এর নীল রং এক নিমেষে গাঢ় লাল রঙে বদলে যায়। দু'হাজার বছর আগে আধুনিক লেজার বা কেমিক্যাল ছাড়াই রোমান কারিগররা কীভাবে এই কাজ করেছিলেন, তা এক বিশাল রহস্য।

### মৃত্যুর মুখে ট্রেনের ড্রাইভার

উনিশ শতকের শেষের দিকে এক ফরাসি ট্রেনের ড্রাইভার মারাত্মক বাষ্পীয় ইঞ্জিন সামলাচ্ছিলেন। হঠাৎ ইঞ্জিনের প্রেশার ভালভ ফেটে গিয়ে ফুটন্ত জল আর স্টিমে তাঁর পুরো মুখ ঝলসে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেও তিনি কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে পালাননি। হাত দিয়ে ব্রেক চেপে রেখে শেষ স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ট্রেন থামার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাসপাতালে তাঁর করুণ মৃত্যু হয়।

## ওপরতলায় বোঝাপড়া, বিপাকে নীচুতলার নেতারা

# 'সেটিংয়ের রাজনীতি'

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ৫ অগাস্ট :** একেই বলে 'সেটিংয়ের রাজনীতি'। নয়ারহাটে যখন তৃণমূলের স্থানীয় নেতার মাথা ন্যাড়া করে জুতোর মালা পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, যখন দিনহাটায় তৃণমূলের মহিলা নেত্রীকে টুলে বসিয়ে একের পর এক ডিম ছুড়ছে বিজেপি। এদিকে, দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বজরংবলির মূর্তি উপহার দিচ্ছেন প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। শুধু তাই নয়, ক্যামেরার সামনে সহাস্য পোজও দিচ্ছেন তাঁরা।

জগদীশ একাধিকবার কোচবিহারে এলেও জনরোষের ভয়ে সিতাইয়ে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সাহস পাননি। অবশ্য ওপরতলায় যে তিনি 'সেটিং' সম্পন্ন করে ফেলেছেন তা সেই ছবিতেই স্পষ্ট। ওপরতলার নেতারা জনরোষ থেকে দূরে থাকলেও নীচু স্তরের তৃণমূল নেতারা এখন পড়ছেন বিপাকে। কোথাও ডিম থেরাপি, কোথাও জুতোর মালা আবার কোথাও জুটছে কোমরে দড়ি। এই সেটিংয়ের রাজনীতি নিয়ে বিজেপির অন্দরেও ক্ষোভ জমছে। পদ্ম শিবিরের জেলা স্তরের এক নেতা বলছিলেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে জয়ী হলাম, এখন তাঁরা যদি বিজেপির ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় তাহলে মুশকিল।' আবার তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বিক্ষোভের নামে আইন হাতে তুলে নিয়ে বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অনেকেই। অধ্যাপক সুকান্ত ঘোষ বলছিলেন, 'তৃণমূলের অনেক নেতার উপর মানুষের রাগ রয়েছে একথা ঠিক। তবে আইন কখনও নিজের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়। প্রয়োজনে পুলিশে অভিযোগ জানাক। তারাই ব্যবস্থা নেবে।' রাজনৈতিক মহল বলছে, গ্রামগঞ্জে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে যে তৃণমূল নেতাদের প্রতিদিনই আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের কাটমানির বড়

কোচবিহারের নয়ারহাটের চাটামপাড়ায় তৃণমূল কর্মীকে জুতোর মালা পরিয়ে বাজার ঘোরানো হল। -ফাইল চিত্র

মঙ্গলবার বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে বজরংবলীর মূর্তি তুলে দিলেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। -ফাইল চিত্র

অংশই পৌঁছেছে দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে। নীচুতলার কর্মীদের উপর ভর করে নিজেদের আখের গোছানো সেই উচ্চ নেতৃত্বদের অনেকেই এখন বহালতবিয়তে রয়েছেন। কেউ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব, আবার কেউ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সারছেন। আর নীচুতলার কর্মীরা ডিম থেরাপিতে ভুগছেন। একই যাত্রায় তাহলে পৃথক ফল কেন? এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে রাজনৈতিক মহলে।

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি

> যাঁদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে জয়ী হলাম, এখন তাঁরা যদি বিজেপির ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় তাহলে মুশকিল।
>
> বিজেপির এক নেতা

বিরাজ বসু বলেছেন, 'তৃণমূলের নেতারা শাসনকালে থাকাকালীন সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুট করেছে। মিথ্যে মামলা দিয়ে জেল খাটিয়েছে। তারই প্রতিবাদ হিসেবে কেউ কেউ এখন ডিম থেরাপি বা এধরনের কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তবে এগুলি হওয়া কাম্য নয়। ডিম থেরাপি বিজেপির সংস্কৃতি নয়।' অন্যদিকে, নাম প্রকাশ্যে এনিচ্ছুক বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়া এক মহিলা তৃণমূল নেত্রী বললেন, 'আমার বাড়িতে এসে বিজেপির লোকজন গালিগালাজ করে গিয়েছে। ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না। অথচ ফেসবুকে দেখছি প্রাক্তন তৃণমূলের সাংসদরা বিজেপির নেতাদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলছেন। তাহলে আমাদের নীচু স্তরে সৌজন্য বজায় থাকবে না কেন?'

# ২০ শতাংশের নীচে বোনাসে আপত্তি

**নাগরাকাটা, ৫ অগাস্ট :** রথযাত্রা শেষ হতেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুজোর। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে চা বাগানেও, তবে তা পুজোর বোনাস নিয়ে। গত বছর কার্যত নজিরবিহীনভাবে ২০ শতাংশ হারে বোনাসের নির্দেশিকা জারি করেছিল শ্রম দপ্তর। যা নিয়ে জল গড়িয়েছিল অনেকদূর। শ্রম দপ্তরের নির্দেশিকা অনুসারে যে বাগানগুলি বোনাস দিতে পারেনি, সেখানে হয়েছে শ্রমিক বিক্ষোভ। এখনও এমন বাগান রয়েছে, যেখানে গত বছরের বোনাস বকেয়া রয়েছে। এমন পরিস্থিতির মাঝে নতুন সরকারের সম্ভাব্য বোনাস নীতি নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। রাজ্যের বিজেপি সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন মূলত সেদিকে নজর প্রায় ১০ লক্ষ চা শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির।

রাজ্যের ক্ষমতা দখল করার পর চা শ্রমিকদের পুজো বোনাস নির্ধারণ নিঃসন্দেহে 'অ্যাসিড টেস্ট' বিজেপির কাছে। শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে ফয়সালার পথে হাঁটবে, নাকি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি সরকার, প্রশ্ন উঠছে বাগানগুলিতে। বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, '২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার দাবি তো আমাদেরই। তবে তৃণমূল সরকারের মতো আমরা ভুল পথে সবকিছু পরিচালিত করব না।' শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে নজর রেখে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে আশাবাদী সংগঠনের সভাপতি যুগলকিশোর ঝা।

রুগ্ণ থাকায় ৫২টি বাগানকে বাইরে রেখে চার শতাংশ বৃদ্ধি করে গতবছর ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছিল শ্রম দপ্তর। এবছর মালিকপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। কংগ্রেস প্রভাবিত এনইউপিডব্লিউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অলোক চক্রবর্তী বলেন, '২০ শতাংশের কম মেনে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। নানা খাতে মালিকদের খরচ এখন অনেকটা কমে গিয়েছে।' চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, '২০২৩ সালের পর থেকে মজুরি এক পয়সাও বাড়েনি। বরং সমস্ত ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে লাগামছাড়া। ২০ শতাংশ হারের

### আন্দোলনের সলতে পাকাচ্ছে চা বাগান

বোনাসের পাশাপাশি যদি অতিরিক্ত ৫ শতাংশ অনুদান হিসেবেও দেওয়া হয় তাতেও ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। তাই গতবারের থেকে কম বোনাস কিছুতেই নয়। বর্তমানে যা আবহ তৈরি হয়ে আছে শ্রমিকদের কেউ কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না।'

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বোনাসের হার ছিল ১৯ শতাংশ। ২০২০ থেকে '২২ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ হারে বোনাসই দেওয়া হয়। রুগ্ণতার নিরিখে যদিও ৫২টি বাগানকে ২০ শতাংশের বাইরে রাখা হয়েছিল। ২০১৯ সালে ১৮.৫০ শতাংশ বোনাস রফা হয়। ২০১৭-তে ১৯.৭৫ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ১৯.৫০ শতাংশ বোনাস পেয়েছিলেন শ্রমিকরা।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা বাছাই চলছে বটলিফ ফ্যাক্টরিতে।

# দুর্গতদের পাশে

**পুণ্ডিবাড়ি, ৫ অগাস্ট :** কোচবিহার-২ ব্লকের খাগড়াবাড়ি অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির জেরে চরম সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন বহু মানুষ। বুধবার সকালে প্লাবিত এলাকাগুলিতে পৌঁছান বিধায়ক সুকুমার রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এলাকার অন্য জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

# পাচার রুখতে

*প্রথম পাতার পর*

তাতে রুষ্ট হয়েছে দুর্গা গোষ্ঠী। ফলে বিধায়ক-ঘনিষ্ঠরা দুর্গাকে অবৈধ খননের অভিযোগ জানাচ্ছেন। দুর্গাও তা শুনে আধিকারিকদের চাপ দিচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘাটে নিজেও ছোটাছুটি করছেন।

ঘোষপুকুরের একটি ক্র্যাশারের ভিতরে দশটির বেশি ট্রাকে বালি মজুত রাখার অভিযোগ ওঠে। অভিযানে ধরাও পড়ে। ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পরে তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য হয়নি। সূত্রের খবর, অভিযুক্তরা দুর্গার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন একবার। একইভাবে কয়েকদিন আগে ঘোষপুকুরের রাস্তায় বালি-পাথর ধরে দুর্গাকে ডাকেন তাঁর অনুগামীরা। দুর্গা ঘটনাস্থলে গিয়ে আধিকারিকদের ফোন করেন। কিন্তু আধিকারিকরা তেলের অভাবে আর সেদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেননি বলে দাবি।

যদিও দুর্গার বক্তব্য, 'সরকার জিরো টলারেন্সের কথা বলেছে। কোনও অনিয়ম মানা হবে না।'

# হাসিনার অডিও ভাষণ

*প্রথম পাতার পর*

তবুও আমি বাংলাদেশে ফিরে যাব।'

তিনি জানান, ফেরার দিনক্ষণ যথাসময়ে জানিয়ে দেবেন। তাঁর সাফ কথা, 'আমার কাছে দেশের মানুষের সমর্থনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুদণ্ড, মিথ্যা মামলা কিংবা প্রহসনের বিচার আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।' তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে যে কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে অস্থিরতায় তাঁর সরকারের পতন ঘটে, সেই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলেন হাসিনা।

তাঁর মতে, কোটা সংস্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন হয়নি। বরং সুসংগঠিত রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কোটা সংস্কারের দাবিকে ব্যবহার করে সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশে হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, তাঁর সরকার শুরু থেকেই কথাবার্তা, আইনি প্রক্রিয়া এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি সেই আন্দোলনকে রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

হাসিনার ভাষায়, 'সেজন্য কোটা সংস্কার থেকে আমার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলন পৌঁছায়।' বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসায় দু'বছর আগের ৫ অগাস্ট বেরিয়ে পড়ার জন্য তাঁর হাতে মাত্র ৩০-৪০ মিনিট সময় ছিল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল পৈতৃক গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া। কিন্তু পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তাঁকে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'গত দুই বছর ধরে দেখছি, বাংলাদেশের ঘরে-বাইরে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এটা সেই বাংলাদেশ নয়, যা আমরা গড়ে তুলেছিলাম। এটা সেই বাংলাদেশ নয়, যার জন্য ১৯৭১ সালে লাখো মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন।' শেখ হাসিনা বলেন, ভারত সবসময় বাংলাদেশের বন্ধু ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালের সংকট কিংবা বর্তমান পরিস্থিতি- প্রতিটি কঠিন সময়ে ভারত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে।

হাসিনার কথায়, 'সরকারের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক আলাদা হতে পারে। কিন্তু ভারত সবসময় বাংলাদেশের ভালো বন্ধু ছিল।' এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অতীতেও একাধিকবার তাঁকে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিরোধীরা কখনও সফল হয়নি এবং তিনি শেষপর্যন্ত দেশে ফিরেছেন। এবারও ওই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ও। তাঁর দাবি, ভারত সরকার শেখ হাসিনার সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধানের মতোই আচরণ করছে।

রাতভর বৃষ্টিতে ভাসছে কোচবিহার শহর। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

# অপারেশন মোনোসিলের ডাক

**নাগরাকাটা, ৫ অগাস্ট :** নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করতে 'অপারেশন মোনোসিল' শুরু করতে চলেছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। ওই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামগঞ্জে গিয়ে চাষিদের মোনোক্রোটোফোস নামে এক ধরনের নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহারের কুফল সহ সেটি থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার প্রচারাভিযান শুরু হচ্ছে। কৃষি দপ্তরও ওই নিষিদ্ধ রাসায়নিকের বিক্রি বন্ধ করতে অভিযান শুরু করেছে।

বুধবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসক অদিতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদল। তাঁরা বটলিফ ফ্যাক্টরি, ক্ষুদ্র চা চাষি ও কৃষি দপ্তরকে নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের আর্জি জানান। জেলা শাসক তাঁদের পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন। অগাস্টের মাঝামাঝি শিল্প দপ্তরের তরফে নবান্নে চা মহলকে নিয়ে একটি বৈঠক ডাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর।

রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, 'বিভিন্ন হাট-বাজারে অভিযান চলছে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ঘুরপথে আসছে। সেটা অনলাইনেও হতে পারে কিংবা বিকল্প কোনও উপায়ে। কৃষি দপ্তর সবকিছু দেখছে। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যাতে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের অস্তিত্ব চটজলদি বোঝার জন্য নির্দিষ্ট কিটের ব্যবহার শুরু করেন।'

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির উৎপাদিত চা কিনে একাধিক বহুজাতিক সংস্থা সহ প্যাকেটার্সরা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর তাতে মোনোক্রোটোফোসের অস্তিত্ব টের পান। এরপর তাঁরা বটলিফের চা না কেনার সিদ্ধান্ত নেন।

বটলিফ আবার তাঁদের কাঁচা পাতার জোগানদার ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে পাতা বিক্রির সময় এনএবিএল ল্যাবরেটরির শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক করে দেয়। যার জেরে থমকে যায় উত্তরবঙ্গের চা শিল্প।

গত শনি ও রবিবার জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের দৌত্যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। সোমবার থেকে ক্ষুদ্র বাগান ও বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি খুলে গেলেও মোনোসিল বা মোনোক্রোটোফোস নিয়ে উদ্বেগ কিন্তু এখনও কাটেনি। যে কারণে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলি নিজেরাই এব্যাপারে সচেতনতা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৫ অগাস্টের পর পুরোদমে কাজ শুরু হবে।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'মোনোসিলের ব্যবহার আটকাতেই হবে। উত্তরবঙ্গের চায়ের সুনাম ধরে রাখাটাই এখন চ্যালেঞ্জ। জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস পেয়েছি।'

# বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ভাষায়, 'তরুণ প্রজন্মকে শত্রু ঠাওরানো ঠিক নয়। বিপথে চালিত কিছু তরুণ পাথর ছুড়লেও তাঁদের শান্ত ও কাউন্সেলিং করা দরকার। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের নামে কোনও আগ্রাসী পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে এবং নতুন করে হিংসা ছড়াতে পারে।' আদালত মনে করে, স্রেফ লাঠি বা কাঁদানে গ্যাস দিয়ে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান করতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল কথা শোনা। আন্দোলনকারীদের কথা শুনুন। বোঝার চেষ্টা করুন, তাঁরা কী বলছেন এবং কেন জড়ো হয়ে চিৎকার করছেন।' তবে পরিস্থিতি সামলানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আইন রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির অভিজ্ঞতার ওপর ছেড়েছে আদালত। পুলিশকে নিশানা করে কটু কথা বলা তরুণদের দিয়ে 'কমিউনিটি সার্ভিস' করানোর আর্জির বিষয়টি আদালত খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছে।

নিরাপত্তাবাহিনীর সংযম ও তরুণদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব বলে সুপ্রিম কোর্ট মনে করে। বুধবার মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগরে অভিজিৎ দীপকে সাংবাদিকদের বলেন, 'বিচার ব্যবস্থা, রাজনীতি, সংবাদমাধ্যম এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর থেকে সাধারণ মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে।' নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর কটাক্ষ, 'সকালে মানুষ একদলকে ভোট দেয় আর সন্ধ্যায় অন্য দল সরকার গঠন করে।'

তিনি মনে করেন, 'এই পরিস্থিতিতে কেবল সরকার পরিবর্তন নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগুলির জবাবদিহি নিশ্চিত করতে শক্তপোক্ত জনমত গঠনকারী যুব সংগঠনের প্রয়োজন।' সংগঠনের প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাসের মতে, বহু রাজনৈতিক দল দেশে থাকলেও মানুষের ভোগান্তি কমেনি। তাই তৃণমূল স্তর থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা তাঁদের মূল লক্ষ্য। পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক এই সংগঠনের মেন্টর হিসেবে থাকবেন এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে সৌরভ জানান।

# স্টার্টআপের নতুন ঠিকানা

*প্রথম পাতার পর*

আর বিকেলে ডাবগ্রামে। বর্তমানে এটাই পরিকল্পনা।' বলছিলেন ববিতা।

বয়সে তাঁর থেকে একটু বড় স্নিগ্ধা দাস। কলেজ পড়ুয়া স্নিগ্ধার গল্প অন্যরকম। দর্শনের ছাত্রী হলেও মন টেনেছে ফ্যাশন আর হ্যান্ডক্রাফটের জগৎ। কলেজের একটি ওয়ার্কশপে হাতেকলমে গয়না তৈরি শেখেন। পরে ইউটিউব দেখে জ্ঞান বাড়িয়েছেন। তারপর শুরু করেছেন নিজের ব্যবসা। কখনও বাঘা যতীন পার্ক, কখনও বিধান রোড- শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে সাজিয়ে বসেন হ্যান্ডমেড জুয়েলারির পসরা ও আর্টিফিশিয়াল ফুলের বুকে। স্নিগ্ধার কথায়, 'চাকরি করতেই হবে তেমন কোনও চাপ আমার ওপর নেই। যেটা ভালোবাসি সেটা করছি। নিজের জুয়েলারি ব্র্যান্ড করতে চাই।'

ব্যবসা শেখার জন্য অনেকে বড় সংস্থায় ইন্টার্নশিপের কথা ভাবেন। আর বিজনেস ম্যানেজমেন্টের পড়ুয়া অরিষ মুখোপাধ্যায় ও দিয়া সোনার ঠিক করেছেন, ব্যবসার পাঠ শিখবেন ব্যবসা করেই। কয়েকদিন আগে বাঘা যতীন পার্কের সামনে ছোট্ট একটি স্টল খুলেছেন তাঁরা। সেখানে মিলছে বিভিন্ন ধরনের শেক, মশলা কোলা ও নিম্বু পানি। বিক্রির পাশাপাশি শিখছেন ক্রেতার মন বোঝা, হিসাব রাখা, বিপণনের কৌশলও। অরিষের মতামত খুব স্পষ্ট, 'চাকরি করতে গেলে গ্রোথ পেতে যতটা সময় লাগবে ততদিনে ব্যবসাতেই আমরা ভালো কিছু করে ফেলতে পারি।'

আসলে এই প্রজন্মের কাছে সাফল্যের সংজ্ঞা বদলাচ্ছে। চাকরি পেলেই জীবন সেট- এমন ধারণা তাঁদের কাছে ব্যাকডেটেড। আর জেন জেড ম্যাজিক যে অসাধ্যসাধন করতে পারে, সেটা তো দেখিয়ে দিয়েছে যন্তরমন্তরই।

এসএফ রোডে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেখা যায় সুমি দেবনাথের স্টল। এক মাস আগে শুরু করেছেন ফ্রুট স্যালাড, শেক, লস্যি, কোল্ড কফি ও নানা ধরনের পানীয়ের ব্যবসা। কলেজে পড়ার সময় চাকরি করলেও পরে সেই কাজ ছাড়তে হয়। কিছুদিন আয়ের পথ বন্ধ থাকায় শেষপর্যন্ত নিজের ব্যবসাই বেছে নেন। শুরুটা সহজ ছিল না। স্টল বসানোর জায়গা পাওয়া থেকে শুরু করে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু- প্রতিটি ধাপেই লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু এখন সেই লড়াইয়ের ফল মিলতে শুরু করেছে।

সুমি বলেন, 'আসলে কী ব্যবসা করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর ভাবলাম এটাই শুরু করি, যা হবে দেখা যাবে। প্রথম দিন থেকে শুরু করে প্রতিদিনের ভিডিও আপলোড করি সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সেটা পরিশোধ করে দিতে পারব। কোনও কাজই ছোট নয়। এখন আমি খুব খুশি। মিক্সড ফ্রুট কাপ, কোল্ড কফি, লস্যি, বেল জুস, কোকোনাট মিল্ক রাখছি দোকানে।'

এই নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের কাছে সমাজমাধ্যম শুধু বিনোদনের জায়গা নয়, ব্যবসার অন্যতম হাতিয়ার। প্রতিদিন স্টলের ভিডিও, নতুন খাবারের ঝলক, ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া- সবই নিয়ম করে আপলোড করছেন তাঁরা। অনেকেই বলছেন, সেই ভিডিও দেখেই দূরদূরান্ত থেকে মানুষ তাঁদের স্টলে আসছেন। বড় বিজ্ঞাপনের বাজেট নেই, কিন্তু একটি ভালো রিল বা ভিডিওই এখন তাঁদের সবচেয়ে বড় প্রচারমাধ্যম।

# রিজিজু

*প্রথম পাতার পর*

তবে ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে সরকারের আশার অন্যতম কারণ লোকসভার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ। তৃণমূল এবং উদ্ধবপন্থী শিবসেনার একাধিক সাংসদের দলবদলে লোকসভায় এনডিএ-র সদস্য সংখ্যা বেড়েছে।

রাজ্যসভাতেও এনডিএ ধীরে ধীরে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। সেই কারণে সরকার মনে করছে, সংবিধান সংশোধনী বিল দুটি পাশ করানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। তামিলনাড়ু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব হলেও ডিএমকে কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের দাবিগুলো পূরণে লিখিত আশ্বাস পেলেই তারা বিলে সমর্থন জানাবে।

# উত্তরবঙ্গের উড়ান

*প্রথম পাতার পর*

মনোরম পাহাড়ি টিলাকে উৎসবস্থল হিসাবে চূড়ান্ত করেছেন। সেখানে মঞ্চ বাঁধা হবে। দেশ-বিদেশ থেকে যে অতিথিরা উৎসবে যোগ দেবেন, তাঁদের থাকার জন্য সেই টিলাতেই তৈরি করা হবে প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই সুসজ্জিত তাঁবু। ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানে অতিথিদের মাতিয়ে রাখার পরিকল্পনাও প্রায় চূড়ান্ত। একদিকে যেমন প্রতিদিন রাতে মূল মঞ্চ মাতাবেন দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব ব্যান্ড ও নামীদামি শিল্পীরা, তেমনই তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান মর্যাদায় উপস্থাপিত হবে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব কৃষ্টি, ভাওয়াইয়া গান, আদিবাসী নৃত্য, মালদার গম্ভীরা ইত্যাদি। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে বিশ্বমানের শিল্পীদের একই মঞ্চের এই যুগলবন্দি এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি করবে বলেই দাবি করেছেন নিশীথ।

তিনি জানিয়েছেন, ফেস্টিভাল শুধু মঞ্চের অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। উত্তরের যাপনচিত্র ছুঁয়ে দেখারও সুযোগ পাবেন অতিথিরা। তাঁদের জন্য দিনেরবেলায় পাহাড়, নদী আর চা বাগান ঘুরিয়ে দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। পরিবেশন করা হবে স্থানীয় খাবার। কেউ চাইলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবেন চা বাগানের মেঠো পথ ধরে, কুয়াশামাখা সকালে। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টলে সাজানো থাকবে উত্তরের হস্তশিল্পের সম্ভার। সারাদিন ধরেই চলবে নানা ধরনের বিনোদনের আয়োজন, যা অতিথিদের এক মুহূর্তের জন্যও একঘেয়েমিতে ভুগতে দেবে না। অতিথিদের স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দর, স্থানীয় সবক'টি বড় রেলস্টেশন এবং বাসস্ট্যান্ডে সুসজ্জিত তাঁবু ও রিসেপশন ডেস্ক তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, উৎসবের আমেজ তৈরি করতে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর অন্তত দশ কিলোমিটার আগে থেকেই রাস্তাঘাট সেজে উঠবে স্কারলেট মিনিভেটের থিমে।

ফেস্টিভাল সফল করতে একাধিক নামকরা এবং অভিজ্ঞ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সেরে ফেলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক বিবেচনা করে বিস্তারিত ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। শিল্পীদের ও ব্যান্ডের সঙ্গেও বুকিং এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। তাঁর কথা, 'উৎসবের জন্য যথেষ্ট অর্থবরাদ্দ হবে। উৎসব জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁলে, বিশ্ব সংস্কৃতির বিশাল মঞ্চে নিজের আসন আরও পাকাপোক্ত করবে আমাদের প্রাণের উত্তরবঙ্গ।'

ছোট্ট তারা

বারোঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা বর্মন পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো নৃত্যশিল্পী হতে চায়। তৃতীয় শ্রেণির এই ছাত্রী ছবি আঁকাতেও সুনাম অর্জন করেছে।

# শহরে ঠাঁই চায় ছোট্ট গাড়ি

**শিলিগুড়ি শহরে একেবারে পাশাপাশি রয়েছে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস ও জংশন রেলস্টেশন। উত্তরবঙ্গের অন্যতম ব্যস্ত এই দুই পরিবহণকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করেন। অথচ আশপাশে সিটি অটো বা অটোর কোনও নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড নেই। ফলে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই যাত্রী ওঠানামা চলছে। আর এই অব্যবস্থাই প্রতিদিন জংশন মোড়ে যানজটের অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠছে। আলোকপাত করলেন শমিদীপ দত্ত**

জংশন মোড় সংলগ্ন হিলকার্ট রোডে ট্রাফিকের 'নো পার্কিং' বোর্ড রয়েছে। কিন্তু তাকে থোড়াই কেয়ার! যাত্রী তোলার জন্য সেখানে দিব্যি দাঁড়িয়ে পড়ছে সিটি অটো ও অটো। রাস্তার উলটো দিক থেকে যাত্রীরা দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠছেন। ব্যস্ত সময়ে অনেকেই ট্রাফিক সিগন্যালও মানছেন না। ফলে মুহূর্তের মধ্যে থমকে যাচ্ছে যান চলাচল। দীর্ঘ

- তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস ও জংশন স্টেশনের পাশে অটো বা সিটি অটোর নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড নেই
- তাই সেই এলাকায় প্রতিদিন রাস্তার উপরই যাত্রীরা ওঠানামা করছেন
- ট্রাফিক পুলিশের একাধিক পদক্ষেপেও জংশন মোড়ের যানজট কমছে না

লাইন পড়ছে বাস, ছোট গাড়ি ও পণ্যবাহী যানের। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশকে।

যানজট কমাতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে। বিকেলের পর থেকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড অংশ থেকে ছাড়ছে ভলভো বাস। জংশন এলাকার হিলকার্ট রোড দিয়ে টোটো চলাচলও বন্ধ করা হয়েছে। তবুও যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। কারণ, পরিকল্পনাতেই রয়ে গিয়েছে বড় ফাঁক। টার্মিনাস ও রেলস্টেশনের পাশে পাহাড়গামী গাড়ির স্ট্যান্ড থাকলেও শহরমুখী অটো বা সিটি অটোর জন্য কোনও নির্দিষ্ট জায়গা রাখা হয়নি। পাশাপাশি প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ রাস্তা পার হয় যেখান দিয়ে, সেই জায়গায় দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও ফুট ওভারব্রিজ তৈরি হয়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, অতীতে একাধিকবার মাপজোখ হলেও সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

*শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় ছোট গাড়ির স্ট্যান্ড না থাকায় রাস্তায় গাড়ি দাঁড়ানোয় যানজট।*

পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'ওই জায়গাটা খুবই ঘিঞ্জি। সেখানে আদৌ ফুট ওভারব্রিজ বানাবার মতো জায়গা রয়েছে কি না, সেটা দেখতে হবে। আসলে পরিকল্পনার অভাবের কারণে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'ওই অংশের যানবাহন চলাচল আরও সুষ্ঠুভাবে করতে কিছুক্ষণের জন্য ওয়ানওয়ে করা যায় কি না, সেটা ভাবা যেতে পারে। তবে গোটাটাই ট্রাফিক প্রশাসন দেখবে। ট্রাফিক প্রশাসনের যেটা ভালো মনে হবে, সেটা করবে।'

সোমবার জংশন মোড়ে গিয়ে দেখা গেল, ট্রাফিককর্মী সরে যেতেই একের পর এক সিটি অটো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রশ্ন করা হলে তাঁদের মধ্যে এক চালক বিলাস দাস বলেন, 'টার্মিনাস ও জংশন থেকে বেরোনো যাত্রীরা জংশন মোড় পেরিয়ে এখানেই এসে দাঁড়ায়। তাই আমরাও দাঁড়াতে বাধ্য হই। রাস্তার ধারে সরকারি প্রচুর জমি রয়েছে। একের পর এক ট্যাক্সিস্ট্যান্ড রয়েছে। আমাদেরও যদি দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তো এই সমস্যা থাকেই না।' ট্রাফিক পুলিশের একাংশও স্বীকার করছে, পরিকল্পনার কিছুটা অভাব রয়েইছে। যাত্রীরা তো সিটি অটো, অটো জংশন মোড় সংলগ্ন ওই জায়গায় দাঁড়ও করাচ্ছে। তখন কিছু বলার থাকছে না। তাই যানজটের স্থায়ী সমাধানে এখন নতুন পরিকল্পনার দিকেই তাকিয়ে শহরবাসী।

*গ্রামের নম্বরের টোটোর শহরে চলাচল রুখতে উদ্যোগী পুলিশ।*

# গ্রামের টোটো রুখতে ভাবনা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** গ্রামাঞ্চল থেকে শিলিগুড়ি শহরে টোটোর অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ঠেকাতে এবার নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আরসি) বুক দেখে প্রতিটি টোটোর জন্য নির্দিষ্ট রুট ঠিক করা হবে। অর্থাৎ, টোটো মালিকের স্থায়ী বা বর্তমান ঠিকানার ভিত্তিতেই কোন রুটে তাঁর টোটো চলবে, তা নির্ধারণ করবে প্রশাসন। শিলিগুড়ি পুরনিগমে পুরকর্তা, পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ এবং বিভিন্ন টোটো সংগঠনের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সেই বৈঠকে শহরকে ছয়টি পৃথক রুটে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনা কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) দপ্তর নথিভুক্ত টোটোর তালিকা তৈরি করেছে। তালিকা অনুযায়ী, পুর এলাকা ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ১৩ হাজার নথিভুক্ত টোটো শহরের রাস্তায় চলাচল করে। এর মধ্যে ৯ থেকে ১০ হাজার টোটোর মালিক পুর এলাকার বাসিন্দা। বাকি ৩ থেকে ৪ হাজার টোটোর মালিকের স্থায়ী ঠিকানা শহর সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে। যদিও বাস্তবে শহরের রাস্তায় চলাচল করা টোটোর সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ছয়টি রুট চূড়ান্ত হওয়ার পর আরসি বুক দেখে টোটো মালিকের স্থায়ী ঠিকানা যাচাই করা হবে। সেই অনুযায়ী নিকটবর্তী রুটে তাঁর নাম নথিভুক্ত হবে। তবে কোনও মালিকের স্থায়ী ঠিকানা চোপড়া বা অন্য কোনও ব্লকে হলেও, তিনি যদি দীর্ঘদিন ধরে

- শিলিগুড়িতে ১৩ হাজার নথিভুক্ত টোটোর মধ্যে ৯-১০ হাজার শহরের, বাকি ৩-৪ হাজার সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের
- গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে টোটোর অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ঠেকাতে আরসি বুকের ঠিকানা দেখে রুট ভাগ
- রুট চিহ্নিত করতে রঙিন স্টিকার, প্রয়োজনে টোটোর রংও বদলানো হতে পারে

শিলিগুড়ি শহরে বসবাস করেন, তাহলে বর্তমান ঠিকানার ভিত্তিতেই তাঁকে রুট দেওয়া হবে। রুট চিহ্নিত করতে প্রতিটি টোটোয় আলাদা রঙের স্টিকার লাগানো হবে। প্রয়োজনে রুট অনুযায়ী টোটোর রংও পরিবর্তন করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

তবে নতুন পরিকল্পনার মধ্যেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশনহীন টোটো নিয়ে। নথিভুক্ত টোটোর তুলনায় কয়েকগুণ বেশি এমন টোটো প্রতিদিন রাস্তায় নামছে। তারা কোন রুটে চলবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তাদের কথা খুব একটা ভাবতে চাইছে না পরিবহণ দপ্তর। কারণ সেই দপ্তরেরই এক কর্তার বক্তব্য, 'রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটোগুলোর মালিককে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। অনেকবার রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রশাসনের তরফে প্রচার চালানো হয়েছে।'

অন্যদিকে, টোটোচালকদের একাংশের দাবি, গত আট বছরে এমন একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে নিয়মিত নজরদারির অভাবে সেগুলি আর কার্যকর হয়নি। তাঁদের আশঙ্কা, এবারও কড়াকড়ি না থাকলে গ্রামাঞ্চলের টোটো ফের শহরে ঢুকে পড়বে। শহরের বাসিন্দা মহেশ্বর দাস ও বিপিন পালের কথায়, শুধু পরিকল্পনাই নয়। প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডকে দিনের পর দিন নিয়ম কার্যকর করতে নজরদারি ও অভিযান চালাতে হবে। তবেই একমাত্র শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। অর্থাৎ, প্রশাসনের নতুন পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে নিয়মিত নজরদারি ও কঠোর বাস্তবায়নের উপর।

## পাব নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** শহরের একাধিক পাবে অনৈতিক কাজ চলছে বলে অভিযোগ তুলে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির ঘোষণা করল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহ করে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলের অভিযোগ, সেবক রোড ও মাটিগাড়া এলাকার একাধিক পাবে নিয়ম-আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনৈতিক কাজ চলছে। তাঁর দাবি, এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে যুবসমাজের ওপর। তিনি বলেন, 'সেবক রোড, মাটিগাড়াস্থিত একাধিক পাবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনৈতিক কাজ হচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে যুবসমাজে। সেই পাবগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের রায় নিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি করে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা নির্মাণ করা হবে।' সাংবাদিক বৈঠকে সেবক রোডের এক পাব মালিকের বিরুদ্ধেও সরব হন বিক্রমাদিত্য। তাঁর অভিযোগ, ওই পাব মালিকের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এপ্রসঙ্গে বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সংগঠনের সভাপতি। অভিযোগের বিষয়ে শংকর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই নিয়ে এখনও কিছু জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।' শিখার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, এদিনই বিকালে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা একযোগে অভিযানে নামলেন। শহরের সেবক রোড এলাকার দুটি পাব ও একটি রেস্তোরাঁয় পরপর অভিযান চালানো হয়। গত কয়েকদিন ধরে শহরের পাব নিয়ে অবৈধ কার্যকলাপ সহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠছিল। পুরনিগমের তরফে এদিনের অভিযানে খাবারের গুণমান নিয়ে সেভাবে কোনও প্রশ্ন না উঠলেও আবর্জনা পৃথকীকরণ ইস্যুতে উষ্মা প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। দুটি পাব ও রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে পৃথকভাবে আবর্জনা মজুত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি পাব থেকে খাবার তৈরির বেশকিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ উপকরণও মিলেছে। সেক্ষেত্রে ওই পাব কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

## পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে 'গান্ধিগিরি'

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের তৃতীয় দিনে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডের তরফে সাধারণ মানুষকে 'গান্ধিগিরি'র মাধ্যমে সচেতন করা হয়। হেলমেট না পরে স্কুটার, বাইক চালানোয় অনেককে পুলিশ দাঁড় করিয়ে সচেতন করে। যাঁরা আইন ভাঙেন, তাঁদের তির্যক রূপে খাদা পরিয়ে, ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি অনেককে হেলমেট দেওয়া হয়। সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ অন্য আধিকারিকরা।

## মদ সহ ধৃত

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** শিলিগুড়ি জংশন এলাকার একটি লজে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ভাস্কর কুমার। তিনি বিহারের বাসিন্দা। ধৃত মদ পাচারের জন্য লজের ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

## সরল হোর্ডিং

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** সুভাষপল্লি হাতি মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির সামনে সরকারি হোর্ডিং দিয়ে ঢেকে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাল সিপিএম। বুধবার সিপিএমের তরফে ৩ নম্বর বরো কমিটির অফিসারের কাছে এব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, উদয়ন দাশগুপ্ত প্রমুখ। তারপর পুরকর্মীরা গিয়ে সেই হোর্ডিং খুলে ফেলেন।

## দুর্ঘটনায় জখম

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** মঙ্গলবার রাতে মাল্লাগুড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এক গাড়ির চালক। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গাড়িটি অতিরিক্ত গতিতে দার্জিলিং মোড় থেকে মাল্লাগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। তাতে বৈদ্যুতিক খুঁটির একাংশ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার তদন্ত করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

## পাইপ আটক

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** নামী কোম্পানির লোগো ব্যবহার করা এক লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের নকল পাইপ বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। বুধবার বিকেলে ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি কারখানায় পুলিশ এই অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে খবর, নকল পাইপ তৈরির বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কাছে আগেই অভিযোগ জমা পড়েছিল।

*শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ। -সংবাদচিত্র*

# স্কুলের প্রাচীর সংস্কার থমকে

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** গত জানুয়ারি মাসে সরকারি প্রকল্পে আবেদন করে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ মিলেছিল। এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল স্কুলের সীমানা প্রাচীর সংস্কারের কাজ। কিন্তু কাজ চলাকালীনই সরকার বদলে যায়। তারপর থেকেই থমকে রয়েছে নির্মাণ। ফলে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ আদৌ শেষ হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

আগের তৃণমূল সরকারের আমলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আওতায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আবেদন করেছিল ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওই কর্মসূচির শিবির তখন স্কুলেই হয়েছিল। তাই আবেদন করার প্রক্রিয়াও সহজেই হয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। সেই টাকায় গত এপ্রিল মাসে সীমানা প্রাচীর সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর ঠিকাদারি সংস্থার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনও অগ্রগতি হয়নি।

স্কুলের টিচার ইনচার্জ মহীতোষ দাস বলেন, 'কাজ পুনরায় হবে কি না তা বুঝতে পারছি না। সরকারি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল বলেই তো কাজ শুরু হয়েছিল। স্কুলের দেওয়ালে মনীষীদের ছবি আঁকা ছিল। সংস্কারের জন্য সেগুলোর উপরে সাদা পুট্টি লাগানো হয়েছে। তারপর সরকার বদলে আর কোনও কাজ হয়নি।'

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু সীমানা প্রাচীর সংস্কার নয়, পুরো দেওয়াল নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা ছিল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক বলেন, 'দেখতে সুন্দর লাগার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে মনীষীদের পরিচিত করানোর জন্য স্কুলের দেওয়ালে মনীষীদের মূর্তি আঁকানো ছিল। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের দেওয়ালে যেমন চিত্র আঁকা রয়েছে সেভাবে আমাদের স্কুলের দেওয়ালও সাজিয়ে তোলার কথা ছিল। এখন তো কিছুই হল না।'

সরকার পরিবর্তনের পর আগের সরকারের বরাদ্দ প্রকল্পগুলির কাজ কীভাবে এগোবে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা মেলেনি। ফলে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের সংস্কারকাজ। এতে একদিকে যেমন স্কুলের সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা থমকে গিয়েছে, তেমনই উদ্বেগে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

## সরকারি জায়গা ও নিকাশিনালা ফের দখলমুক্ত

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** জুলাই মাসের ১১ তারিখ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের তরফে অভিযান চালিয়ে দমকলকেন্দ্র সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি জায়গা ও নিকাশিনালা দখল করে সেখানে ম্যাট পেতে চেয়ার, টেবিল বসিয়ে ব্যবসা করার অভিযোগ উঠেছিল। তবে পুরনিগমের অভিযানের দিনকয়েক বাদেই ফের পুরোনো ছবি নজরে আসে। বিষয়টি নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এছাড়া প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল পুর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ফের পুর কর্তৃপক্ষ অভিযান চালিয়ে ওই জায়গাটি দখলমুক্ত করে।

*রাখিবন্ধনের পসরা হকার্স কর্নারে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

# ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জঞ্জাল ফেলতে চান শিখা

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** পুরনিগমের অনুমতি ছাড়াই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা ফেলা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। শোনা গিয়েছিল বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশেই আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল সেখানে। যদিও বিধায়ক জানিয়েছিলেন, তিনি ওই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তবে ওই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা ফেলা। এবার সরাসরি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা ফেলার আবেদন জানালেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

রবিবার শিলিগুড়িতে অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই মন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানান। শিখা বলেন, 'মন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে মিটিংয়ে ডেকেছিলেন। সেখানেই আমি মন্ত্রীকে ডাবগ্রাম-২'এর এই সমস্যার কথা বলে অনুরোধ জানাই। ডাবগ্রাম-২ এলাকায় আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই। তাই এলাকার ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছি। এরপর আমি শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুর কমিশনারের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। মন্ত্রী বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।'

শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে তবুও আবর্জনা ফেলার মতো জায়গা রয়েছে। ফুলবাড়িতেও সেই সুবিধে রয়েছে। তবে ডাবগ্রাম-২ এলাকায় আবর্জনা ফেলার মতো জায়গাই নেই। যে কারণে প্রতি মুহূর্তে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে

- পুরনিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ড ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার দ্বারস্থ শিখা
- অতীতে আবর্জনা ফেলা নিয়ে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যে মতবিরোধ
- পুরমন্ত্রী ও পুর কমিশনারের কাছে ইতিবাচক সাড়ার প্রত্যাশা করছেন শিখা

সাধারণ মানুষকে। ড্রেনে, রাস্তায়, বাড়ির সামনেই আবর্জনার স্তূপ জমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। আবর্জনা ড্রেনে জমে থাকায় নিকাশি ব্যবস্থাতেও সমস্যা হচ্ছে। সবমিলিয়ে জঞ্জালে জেরবার হয়ে থাকা ডাবগ্রাম-২'কে জঞ্জালমুক্ত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

যদিও দীর্ঘদিন ধরে বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এই আবেদনই জানাচ্ছিলেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার। তিনিও মনে করেন, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা ফেলার সুযোগ পেলে এলাকাটা অন্তত জঞ্জালমুক্ত হতে পারবে।

তবে এর আগেও ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বাইরের আবর্জনা ফেলা নিয়ে অনেকবার অনেক মতবিরোধ হয়েছে। কয়েকমাস আগেই জলপাইগুড়ির আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা নিয়েও সরব হয়ে উঠেছিলেন অনেকে। তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব নিজে শংকর ঘোষের কাছে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে শংকর ঘোষের হস্তক্ষেপেই সেই আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়।

তবে নতুন করে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে শিখা চট্টোপাধ্যায়ের এই আবেদন বা মন্ত্রীর বিষয়টি দেখার আশ্বাসের বিষয়ে এখনও কোনও খবর নেই শংকরের কাছে। শংকর ঘোষ বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি এখনও কিছুই জানি না, তাই কোনও মন্তব্য করতে চাই না।

তবে শিখা খানিকটা ভরসার গলাতেই বললেন, 'রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী হয়তো এই সমস্যার অবশ্যই সমাধান করবেন। এখন তো বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণও শুরু হয়েছে, আগের মতো সমস্যা এখন হয় না ডাম্পিং গ্রাউন্ডে।'

## হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির কর্মসূচি 'হর ঘর তিরঙ্গায়' হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ অগাস্ট কলকাতার রেড রোড, মেয়ো রোডের মিছিলে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তায় হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

## গ্রেপ্তার রাজীব

ঘুটিয়া শরিফ থেকে পুলিশের জালে এল বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের শাগরেদ বাবান গাজী ওরফে রাজীব। দু'বছর আগের একটি খুনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

## তাল পড়ে মৃত্যু

গাছ থেকে তাল মাথায় পড়ে চোদ্দো মাসের শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া হাওড়ার আমতায়। তিন চাকার সাইকেলে চেপে শিশুটিকে নিয়ে দোকানে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। চোখ-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকায় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।

## আচমকা পরিদর্শন

নিম্নমানের চাল দেওয়ার অভিযোগে বনগাঁর একটি রেশন দোকানে হানা দিলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। দোকানে গম মজুত না থাকায় মেজাজ হারান মন্ত্রী। আধিকারিকদের রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

*শহিদ দিবসের দিন কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণ এবং ধর্মতলায় নিট কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে বুধবার পথে নামে কংগ্রেস নেতৃত্ব। পথে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ মিছিল আটকালেও তাদের চকোলেট ও গোলাপ ফুল দেন কংগ্রেস কর্মীরা। -পিটিআই*

### সরকারের পদক্ষেপে খুশি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন

# পুজোর আগেই ডিএ

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই রাজ্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য আসতে চলেছে বড়সড় সুখবর। দীর্ঘ এক দশকের ক্লান্তিকর আইনি টানাপোড়েন এবং সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পর, অবশেষে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মেটানোর পথে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করল রাজ্যের অর্থদপ্তর।

শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত, পুরসভা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্পোরেশনের গ্র্যান্ট-ইন-এড কর্মীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একটা ক্ষোভের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এই বকেয়া মেটানোর কোনও সদর্থক উদ্যোগই চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ। কিন্তু এবার ছবিটা বদলাচ্ছে। অর্থদপ্তর সূত্রে খবর, খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশে এই জট চিরকালের মতো কাটতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিত্রের বিস্তারিত আলোচনার পরেই পুরো প্রক্রিয়াটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে তাদের নিজস্ব বেতন পোর্টালে বকেয়া বিল জমা দেওয়ার জন্য একটি আলাদা 'অপশন' প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। প্রযুক্তিগত এই পরিকাঠামোর কাজ মিটলেই বকেয়া টাকা মেটানোর চূড়ান্ত সবুজ সংকেত দিয়ে দেবে নবান্ন।

প্রশাসনের অন্দরের খবর, এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া মেটানোর জন্য রাজ্যের কোষাগারের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়লেও, কর্মীদের ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁদের আর বঞ্চিত রাখতে রাজি নয় বর্তমান সরকার। উল্লেখ্য, এই বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়াটি কিন্তু সম্প্রতি ঘোষিত পুজোর আগের ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রোপা ২০১৯ অনুযায়ী, আগের ১৮ শতাংশ এবং নতুন ২০ শতাংশ মিলিয়ে মোট ৩৮ শতাংশ ডিএ উৎসবের বোনাস হিসেবে অক্টোবরের বেতনের সঙ্গেই হাতে পাবেন কর্মীরা। এমনিতে এই বর্ধিত ডিএ নভেম্বরে পাওয়ার কথা থাকলেও, উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তা অক্টোবরেই দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, বকেয়া ডিএ-র জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলি এই পদক্ষেপে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত। এবার নতুন সরকারের আমলে পুজোর আগেই বকেয়া ডিএ-র অন্তত প্রথম কিস্তিটা হাতে আসার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, দীর্ঘ বঞ্চনার পর এবার সত্যিই উৎসবের আমেজ ফিরতে চলেছে এই সরকারি কর্মীদের পরিবারে।

- মোট ৩৮ শতাংশ ডিএ উৎসবের বোনাস হিসেবে অক্টোবরের বেতনের সঙ্গেই হাতে পাবেন কর্মীরা
- সব দপ্তরকে বেতন পোর্টালে বকেয়া বিল জমা দেওয়ার জন্য আলাদা অপশন রাখতে বলা হয়েছে
- প্রযুক্তিগত এই পরিকাঠামোর কাজ মিটলেই বকেয়া টাকা মেটানোর চূড়ান্ত সবুজ সংকেত দিয়ে দেবে নবান্ন

## এখনই উদ্বৃত্ত বদলি নয়

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা বণ্টন নিয়ে বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটে শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের বহু প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকের আদর্শ অনুপাত বজায় না থাকায় ভারসাম্য আনতে সারপ্লাস বা উদ্বৃত্ত বদলির সিদ্ধান্ত নেয় নতুন সরকার। যাঁরা সারপ্লাস বদলিতে ইচ্ছুক তাঁদের আবেদন জানাতে বলা হয়। বাকিদের ক্ষেত্রে বদলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এসওপি বা আদর্শ কার্যপদ্ধতি দুই দফায় প্রকাশ করে সরকার। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শিক্ষকদের একাংশ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেন, প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এখনই সারপ্লাস বদলি করা যাবে না। তবে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের তথ্য সংগ্রহ চালিয়ে যেতে পারবে রাজ্য সরকার। আগামী বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

## শান্তি ফিরেছে টলিউডে

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** বিশ্বাস ব্রাদার্সের পতন হতেই হাল ফিরল টলিউডে। ফেডারেশনকে এড়িয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না স্টুডিও পাড়ায়। পরিচালক গিল্ড ও ফেডারেশনের দ্বন্দ্বের রেশ গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। কিন্তু বুধবার রাজ্যের তরফে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে জানানো হয়, গত দেড়মাস ধরে শান্তিতে কাজ করতে পারছেন কলাকুশলীরা।

পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিত রায়, সুদেষ্ণা রায়, কিংশুক দে সহ বহু পরিচালককে স্বরূপ বিশ্বাস নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের বিষ নজরে পড়তে হয়েছে। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরিচালকদের একাংশ। টলিপাড়ায় জীবন ও জীবিকার অধিকার ফেরাতে তৎপর হয় হাইকোর্টও। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্য আদালতে জানায়, বর্তমানে নিজেদের মতো করে শুটিং চালাতে পারছেন তারকারা। প্রযোজক, পরিচালক, টেকনিশিয়ান, অভিনেতা, অভিনেত্রী, গিল্ডের কারোর তরফে অভিযোগ পায়নি দপ্তর।

# পঞ্চায়েত দপ্তরে বাংলায় কাজ শুরু

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** সরকারি কাজ মানেই ইংরেজি শব্দের ঘনঘটা আর সাধারণ মানুষের বুঝতে নাজেহাল দশা, এই চেনা ঔপনিবেশিক ছবিটা এবার পাকাপাকিভাবে বদলাতে চলেছে রাজ্যে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার পরামর্শ মেনেই সরকারি কাজকে আমজনতার বোধগম্য মাতৃভাষায় নিয়ে আসার এই যুগান্তকারী উদ্যোগ। কিন্তু সেই ডেডলাইনের জন্য হাত গুটিয়ে বসে না থেকে একটু আগেই ময়দানে নেমে পড়ল রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। আর তাও আবার একটা মারাত্মক ভুয়ো খবরের জোরদার মোকাবিলা করতে!

সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে দাবি করা হয় যে পরিবার পিছু পঞ্চায়েত কর এক ধাক্কায় বাড়িয়ে ১২০০ টাকা করা হয়েছে। এই ভিত্তিহীন গুজবে সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে যখন চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই আসরে নামে পঞ্চায়েত দপ্তর। চিরাচরিত ইংরেজির বদলে সম্পূর্ণ ঝকঝকে বাংলায় একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, পঞ্চায়েত কর বাড়ানোর কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। পুরোনো নিয়মেই কর আদায় হবে এবং গ্রামবাসীদের ওপর এক পয়সারও বাড়তি বোঝা চাপানো হচ্ছে না। দপ্তরের অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট চক্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছিল। বাংলায় লেখা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তর এক ঢিলে দুই পাখি মারল। একদিকে যেমন গুজবের মুখে জল ঢালল, অন্যদিকে তেমনই মাতৃভাষায় সরকারি কাজের সফল সূচনাও করে দিল।

পঞ্চায়েত দপ্তরের এই তৎপরতা দেখে নবান্নের অন্য দপ্তরগুলোতেও এখন রীতিমতো সাজো-সাজো রব। এতদিন সরকারি বিজ্ঞপ্তি মানেই ছিল ইংরেজির একাধিপত্য। ১ সেপ্টেম্বরের ডেডলাইন মাথায় রেখে সেই দীর্ঘদিনের অভ্যাস রাতারাতি বদলাতে সব দপ্তরই জরুরি পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রশাসনিক স্তরে নির্ভুল বাংলা লিখতে পারেন, এমন কর্মীদের রীতিমতো খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই নিজেদের কর্মীদের মাতৃভাষায় সরকারি চিঠিপত্র ও বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে, প্রশাসনিক ভবনগুলোতে এবার আক্ষরিক অর্থেই সগৌরবে ফিরছে বাঙালির প্রাণের ভাষা।

## কমিটিতে নেই কালীঘাটপন্থী তৃণমূল

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি বা হাউস কমিটির একটিরও চেয়ারম্যান পদ পেল না কালীঘাট তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস। বুধবার মোট ৪১টি কমিটির মধ্যে গ্রন্থাগার কমিটি ছাড়া বাকি ৪০টি কমিটির চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে বিজেপি বাদে বিরোধীদের মোট ১০টি কমিটির চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ঋতব্রতপন্থী সরকারি বিরোধী দলের বিধায়কদের। একটি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে আইএসএফের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীকে। এবার বেশি আসন পেয়েও গতবারের তুলনায় কমল বিরোধী চেয়ারম্যানের সংখ্যা।

৪১টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও হাউস কমিটির মধ্যে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে বিজেপি বিধায়কদের। যেমন স্বরাষ্ট্র, তথ্য সংস্কৃতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, খাদ্য সরবরাহ, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য, পরিবহণ, শ্রম, নগর উন্নয়ন ও পুরসভা, নারী-শিশুকল্যাণ, বিদ্যুৎ, পরিবেশ, পর্যটন ও বন, সেচ, পঞ্চায়েত ও শিক্ষা এবং অর্থের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি দেওয়া হয়েছে বিজেপি বিধায়কদের। তবে এঁরা অধিকাংশই দু'বারের বিধায়ক। সরকারি বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম কানাইয়ালাল আগরওয়াল, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন, ইমামি বিশ্বাস প্রমুখ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিধানসভায় আইএসএফের সদস্য ও সিপিএমের সদস্য সংখ্যা একজন করে হলেও আইএসএফের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীকে পেপার্স লেড অন টেবল কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কিন্তু সিপিএমের ডোমকলের বিধায়ক কোনও চেয়ারম্যান পদ পাননি। কমিটির চেয়ারম্যান বণ্টনে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কুণাল।

# 'ফিরতে চাই নিজের দেশেই'

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—প্রচলিত সত্যটিই নতুন করে ফুটে উঠল লেখিকা তসলিমা নাসরিনের গলায়। দীর্ঘ ৩২ বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্বাসিত জীবন কাটালেও জন্মভূমির টান এতটুকু কমেনি, তাঁর কথায় স্পষ্ট। পাঁচ দিনের সংক্ষিপ্ত সফর শেষে কলকাতা ছাড়ার আগে তসলিমা জানালেন তাঁর গভীর ইচ্ছের কথা, 'ফিরতে চাই নিজের দেশে।'

প্রায় ১৯ বছর পর প্রিয় শহর কলকাতায় এসে আপ্লুত 'দ্বিখণ্ডিত'-র লেখিকা। রাজ্য রাজনীতি ও সাহিত্য মহলে তাঁর এই সফর নিয়ে জোর চর্চা শুরু হলেও তিনি মজেছিলেন শহরের ভালোবাসায়। তসলিমার কথায়, 'কলকাতায় এসে ভীষণ ভালো লেগেছে। মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, তাতে চোখে জল চলে এসেছে।' আগামী অক্টোবর বা জানুয়ারিতে, শহরের বইমেলাতেও ফের আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

তবে এই আনন্দের আবহেই উপচে পড়েছে স্বদেশে ফিরতে না-পাবার যন্ত্রণা। বাংলাদেশে ফেরার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ক্ষোভ প্রকাশ করে তসলিমা জানান, বাংলাদেশ সরকার তাঁর পাসপোর্টের নবীকরণ আটকে দিয়েছে। বর্তমানে থাকা সুইডিশ পাসপোর্টেও তাঁকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, '৩২ বছর ধরে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছি। নিজের দেশে ফিরতে চাইলেও আমাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই আপাতত ভারতেই আশ্রয় নিয়েছি এবং এখানেই থাকব।'

ইচ্ছা থাকলেও রাজনৈতিক ও আইনি জটিলতায় আটকা পড়েছে তাঁর মাতৃভূমিতে ফেরার স্বপ্ন।

## জামিন পার্থ, কল্যাণময়দের

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** রাজ্যের গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়রা। স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ দুর্নীতির চিত্র তৃণমূল আমলে প্রকাশ্যে এসেছে। জেলে গিয়েছেন বহু নেতা ও মন্ত্রী। বুধবার এসএসসির গ্রুপ ডি'র নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে নাম থাকা প্রত্যেককে জামিন দিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত।

২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিল সিবিআই। তাঁদের বিরুদ্ধে ওএমআর শিট বিকৃত করে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তার ভিত্তিতে তদন্ত চলে। আদালতের নির্দেশে ৫৭৩ জনের বেতন ও চাকরি নিয়ে আইনি পদক্ষেপও করা হয়েছিল। এদিন অভিযুক্তদের জামিন দেওয়ার বিরোধিতা করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে আইনজীবীর দাবি, তদন্তের স্বার্থে ও মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী এখনই জামিন দেওয়া যথার্থ নয়। এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সশরীরে না এলেও বাকিরা আদালতে উপস্থিত থেকে জামিন নেন। ২৪ জনকে ৪ হাজার টাকার বন্ড ও শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়। শীঘ্রই এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

## ৫ কোটি তোলা চেয়ে হুমকি বিজেপি নেতার

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** তোলাবাজি নিয়ে দল ও সরকারের কঠোর মনোভাবের মধ্যেই ডায়মন্ড হারবারে দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠল। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অধীন বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় এক ইমারতি ব্যবসার মালিকের কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা দাবি করে স্থানীয় দুই বিজেপি নেতা বাবাই মালিক ও দিলীপ মণ্ডল। এদিকে ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়ে তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগের জেরে মোট ২২ জন কর্মীকে সাসপেন্ড এবং ২৫০ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিল রাজ্য বিজেপি।

৪ মে ফল প্রকাশের পরই রাজ্যের জেলায় জেলায় 'হঠাৎ বিজেপি' নেতাদের হুমকি ও তোলাবাজির শিকার হতে হচ্ছে মানুষকে। তোলাবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে একাধিক হেল্পলাইন চালুর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তারপরও তোলাবাজিতে রাশ টানা যাচ্ছে না। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারের বিষ্ণুপুর থানা এলাকার ইমারতি দ্রব্যের কারবারি সুরিন্দর কুমার কান্তির কাছে ৫ কোটি টাকা দাবি করেন স্থানীয় বিজেপি নেতা বাবাই মালিক ও দিলীপ মণ্ডল। সুরিন্দরের অভিযোগ, ১৮ মে টাকা চেয়ে হুমকি দেন তাঁরা। দাবি মতো টাকা না মেলায় ২১ মে ও ৩ জুন দু'দফায় বাড়ি, গাড়ি ও গুদামে ভাঙচুর করে অভিযুক্তরা। এরপর দু'দফায় বিষ্ণুপুর থানায় অভিযুক্তদের হুমকি ফোনের রেকর্ডিং সহ অভিযোগ জানানোর পরও কোনও সুফল মেলেনি। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে দল। ডায়মন্ড হারবার জেলা বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও দলের তরফে বারবার কড়া বার্তা দেওয়ার পরও বিষ্ণুপুর থানা কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তা খতিয়ে দেখা দরকার।' এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'বিজেপিতে এখন টুলু, মিনি টুলু, টুলুর বাবাতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের তোলাবাজদের থেকেই এখন তোলা আদায় করছে বিজেপির তোলাবাজরা।'

*স্বাধীনতা দিবসের আগে কলকাতায়। বুধবার। -পিটিআই*

# অভিষেকের বিদেশ যাত্রায় 'না' হাইকোর্টের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট:** বিদেশে চোখের চিকিৎসার আবেদনে কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এখনই বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিল না আদালত। বিচারপতির মত, এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের মেডিকেল

বোর্ডের পরামর্শ শুনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে অভিষেক এসএসকেএম-এ যেতে রাজি না হওয়ায় শেষপর্যন্ত তাঁর আবেদনটিই খারিজ করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, একক বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন এবং তদন্ত চলছে। তাই এই মুহূর্তে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।' তিনি আরও বলেন, 'চিকিৎসা কোথায় হচ্ছে তার চেয়ে বড় কথা চিকিৎসা হওয়াটাই জরুরি। ভারতে বা কলকাতায় যদি ভালো চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাও দেশে চিকিৎসা করাচ্ছেন, কারণ ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এখন যথেষ্ট উন্নত।'

অভিষেকের আইনজীবী রেবেকা এম জন সওয়ালে জানান, এর আগেও অভিষেককে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি প্রতিবারই নির্দিষ্ট সময়ে দেশে ফিরে এসেছেন। তিনি একজন সাংসদ এবং তাঁর পরিবার দেশেই থাকে, তাই পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভারতে আগে একটি চিকিৎসার জটিলতার কারণেই ওঁর চোখের সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তাই তিনি আমেরিকার ওই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসা করাতে চান। তবে চিকিৎসক ও তাঁর প্রেসক্রিপশন সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। আদালত জানায়, ৭ অগাস্ট এসএসকেএম-এর মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু অভিষেক এসএসকেএম-এ যেতে রাজি না থাকায় আইনজীবী মামলা খারিজের আর্জি জানান এবং আদালত তা খারিজ করে দেয়।

## বাংলার বাড়ি থেকে বাদ ১৫ হাজার

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের 'বাংলার বাড়ি' গ্রামীণ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির চিত্র সামনে এল। তদন্তের পর রাজ্যজুড়ে ১৫ হাজারের বেশি 'অযোগ্য উপভোক্তা'র নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর এই প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু করছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

**আজ দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বণ্টন**

বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর নবান্নের সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সহ মন্ত্রীসভার সদস্যরা। নবান্ন সূত্রে খবর, এই ১৫ হাজার অযোগ্য উপভোক্তার তালিকায় সবচেয়ে বেশি নাম রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। সংখ্যাটা প্রায় ১০ হাজার।

*বুধবার বৃষ্টিভেজা কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

## থানা পরিদর্শনে শুভেন্দু

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** আচমকাই থানা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার দুপুরে ভবানীপুর এবং কলকাতা বন্দর এলাকার ওয়াটগঞ্জ ও একবালপুর থানায় 'সারপ্রাইজ ভিজিট' করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুটি ক্ষেত্রেই মূলত থানার পরিকাঠামো এবং নীচুতলার পুলিশ কর্মীদের কাজের পরিস্থিতির হালহকিকত খতিয়ে দেখার দিকেই নজর ছিল পুলিশমন্ত্রীর।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর এই থানা পরিদর্শনের ব্যাপারে আগাম কোনও খবর ছিল না প্রশাসনিক মহলে। নিজের বিধানসভা এলাকার মধ্যে থাকা ওয়াটগঞ্জ থানায় গিয়ে লকআপ থেকে শুরু করে থানার পরিকাঠামো সরেজমিনে খোঁজ নেন তিনি। থানায় ঢুকে মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান মহিলা হেল্প ডেস্কে। সেখানে কর্তব্যরত আধিকারিকের পাশের চেয়ারে বসেই অভিযোগ সংক্রান্ত রেজিস্টার খতিয়ে দেখেন।

# আড়ালে থেকেই হাইকোর্টে টুলু

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের আত্মীয়র বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা, সোনা উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যজুড়ে। তারপর থেকেই বেপাত্তা টুলু। এবার আড়াল থেকেই বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন নাজিবউদ্দিন ওরফে টুলু। ৭ অগাস্ট মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। টুলুর অভিযোগ, মহম্মদ বাজার থানায় তাঁর বিরুদ্ধে পাথর ও বালি বেআইনিভাবে উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে পুলিশ। তাই তাঁর বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তি ফেরত পেতে ও অন্তর্বর্তী সুরক্ষাকবচ দেওয়ার আর্জি করেছেন তিনি।

তাঁর আত্মীয়র বাড়ি থেকে ২৮.৫৩ কোটি টাকা নগদ, ১৫ কেজি

সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর বীরভূমের বেআইনি পাথর ব্যবসা ও রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে তদন্তে নেমে ফাঁস হয় এই সিন্ডিকেট। তাঁর ভগ্নিপতি মিনার মণ্ডলের পর পুলিশের জালে এসেছেন তাঁর দুই ম্যানেজার। এদিন টুলুর বিপুল সম্পত্তির হদিস পেতে ময়দানে নেমেছে ইডিও। তাঁর বিরুদ্ধে থাকা এফআইআর সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি বীরভূম জেলা পুলিশের থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁর সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্র সম্পূর্ণ হাতে আসার পর ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত চালাবে ইডিও।

টুলু বেপাত্তা হওয়ার পরে তাঁর আত্মীয়রা এখন তদন্তকারীদের নজরে। এদিন রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসটিএফ হানা দেয় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। বিতর্কিত এই ব্যবসায়ীর কালো টাকার উৎস কোথায় এবং কোথায় কোথায় তা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত চালানো হচ্ছে। সকালেই টুলুর দুই শ্যালক মিন্টু শেখ ও নুরুল ইসলামের বাড়িতে হানা দেয় এসটিএফ। মিন্টুর বাড়িতে পৌঁছোলেও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। দফায় দফায় পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। টুলুর দুই শ্যালকই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অন্তত ৪০টি ডাম্পার রয়েছে। টুলুর ভগ্নিপতি মিনার মণ্ডলের বাড়িতে থাকা কোটি কোটি টাকার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সংযোগ রয়েছে কি না, তা জানতে চান তদন্তকারীরা। এর মধ্যে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিও জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখতে তল্লাশি প্রক্রিয়া আপাতত জারি রেখেছে তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া টাকা হাওয়ালায় কাজে লাগানো হয়েছে কি না, তাও দেখা হচ্ছে।

## বিসিসিআইয়ের রোষে অজিত

# সেপ্টেম্বরে প্রধান নির্বাচক ভিভিএস?

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** ছিল ছাইচাপা আগুন। আপাতত সেটাই ভারতীয় ক্রিকেটে দাবানলে পরিণত হওয়ার পথে!

শেষ দুই বছরে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের মধ্যে অদ্ভুত একটা 'সখ্য' তৈরি হয়েছিল। যা এখনও রয়েছে বলেই খবর। দুজনে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের সিনিয়ারদের সরিয়ে তরুণ, তাজা রক্তের আমদানিতে নেমেছিলেন।

শুরুতে সাফল্যও পেয়েছিলেন গম্ভীর-আগরকারের জুটি। যদিও ধারাবাহিকভাবে টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার পর ছবিটা বদলাচ্ছে। কোচ গম্ভীরের 'ডানা ছাঁটা' হয়েছে ইতিমধ্যেই। তাঁর সহকারীও বদলে গিয়েছে। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরেও শুভমান গিলরা ব্যর্থ হলে কোচ গম্ভীরের জন্য আরও সমস্যা অপেক্ষা করে রয়েছে নিশ্চিতভাবেই। পাশাপাশি এবার জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের পদ থেকে আগরকারকে ছাঁটাইয়ের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চটিয়ে দিয়েছেন অজিত।

বিশেষ করে গত মাসে ভারতের বিলেত সফরের সময় রোহিত শর্মার অবসর ইস্যুতে বিসিসিআই কর্তা ও জাতীয় নির্বাচকদের মতফারাক প্রকাশ্যে চলে এসেছে আগেই। অভিযোগ, বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের অন্ধকারে রেখেই রোহিতের বিসর্জনের বাজনা বাজিয়েছিলেন আগরকার। যা সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায়। যা নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে আগরকার বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়াকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়েছিলেন। আগরকারের সেই মন্তব্যের কথাও এখন ভারতীয় ক্রিকেটে 'ওপেন সিক্রেট'। হিটম্যানের 'ঢাল' হয়ে নির্বাচকদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি 'যুদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ। এমন অবস্থায় সেপ্টেম্বরে মেয়াদ শেষ হতে চলা আগরকার বিসিসিআইয়ের আশীর্বাদ হিসেবে 'এক্সটেনশন' পাচ্ছেন না বলেই খবর।

জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের মন্তব্যের রেশ ধরেই এবার আগরকারকে সরানোর দিকে এগিয়ে চলেছে বিসিসিআই। বড় অঘটন না হলে সেপ্টেম্বরে মেয়াদ শেষের পরই আগরকারকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর বদলে ভিভিএসের দিকে ভারতীয় দলের প্রায় সব ক্রিকেটারের নীরব সমর্থনও রয়েছে। তাছাড়া দিন কয়েক আগের জিম্বাবোয়ে সফরের সময় অস্থায়ী কোচ হিসেবে ভিভিএসের কাজে সন্তুষ্ট বিসিসিআই। এমন অবস্থায় আগরকারের গমন, আর নয়া ভূমিকায় ভারতীয় ক্রিকেটে লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তনের বাজনা বাজতে শুরু করেছে।

সেপ্টেম্বরে সম্ভবত গৌতম গম্ভীর ও অজিত আগরকারের এই জুটি ভাঙতে চলেছে।

ভিভিএস লক্ষ্মণকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির শীর্ষে চাইছেন বিসিসিআই কর্তারা। সমস্যা একটাই, ভিভিএস নিজে এখনও তাঁর সম্মতি দেননি। আবার 'না'-ও বলেননি। ফলে মনে করা হচ্ছে, অতীতে টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া ভিভিএস বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ছেড়ে আগরকারের উত্তরসূরি হতেই পারেন।

শেষ পর্যন্ত ভিভিএস জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পেলে ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অংশ নেওয়া নিয়ে আর বিতর্কও থাকবে না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ভিভিএস বনাম আগরকার যুদ্ধের ফলাফল চলে আসার কথা।

অনুশীলনের ফাঁকে শুভমান গিলকে পরামর্শ কোচ গৌতম গম্ভীরের। বুধবার গলে।

# 'স্পিন মহড়ায়' শুরু শুভমানদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে উত্তেজনার পারদ।

গতকালই মুম্বই থেকে টিম ইন্ডিয়া কলম্বো পৌঁছে গিয়েছিল। বুধবার সকালে কলম্বোর এনসিসি ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে গেল ভারতীয় দলের অনুশীলন। যে অনুশীলনের মূল নির্যাস হল, স্পিন মহড়া।

ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কা এখনও দল ঘোষণা করেনি। সূত্রের খবর, শুক্রবার থেকে ভারতের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচের পরই হয়তো শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করবে। কিন্তু তার আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ধরেই নিয়েছে, রাবণের দেশে তাদের ঘূর্ণির ঘেরাটোপে পড়তে হবে। তাই আজ সকালে কলম্বোর এনসিসি ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে দেখা গিয়েছে স্পিন মহড়া। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের

### শনিবার কলম্বো পৌঁছোচ্ছেন সাই

তরফে অনুশীলনের জন্য ঘূর্ণি পিচ চাওয়া হয়েছিল। সেই মতো ভারতীয় দলের জন্য ব্যবস্থাও ছিল বলে খবর।

যদিও এনসিসি ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন নিয়ে রীতিমতো কড়াকড়ি করা হয়েছে বলে খবর। সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া সাংবাদিক থেকে শুরু করে এনসিসি ক্লাব কর্তা, কাউকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কলম্বোর অনেক সাংবাদিক মাঠে ঢোকার প্রবেশাধিকার পাননি আজ। যদিও তা নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমের ক্ষোভ রয়েছে, এমন নয়। কারণ, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট আপাতত মজে রয়েছে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে। ৮ অগাস্ট ফাইনাল লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের। তারপরই ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজ নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রে আবেগের ঝড় উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কার মাটিতে পা রাখার পর প্রথম দিনের অনুশীলন শেষে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য এসেছে সুখবর। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটার বি সাই সুদর্শন ফিট হয়ে গিয়েছেন। শনিবার তিনি কলম্বোয় দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ফিটনেস পরীক্ষাতেও সফল হয়েছেন সাই। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর উদাহরণ হাতের সামনে থাকার কারণে সাইকে নিয়ে ধোঁয়াশা রাখতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও বিসিসিআই। শেষ পর্যন্ত শনিবার কলম্বো পৌঁছানোর পর সাইকে ম্যাচ প্র্যাকটিস ছাড়াই নামতে হবে।

এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে দলের নেট বোলার হিসেবে থাকা চার স্পিনার হর্ষ দুবে, বিপরাজ নিগম, তনুষ কোটিয়ানদের দীর্ঘসময় বোলিং করানো হয়েছে লোকেশ রাহুল, শুভমান, গিল, ঋষভ পন্থদের বিরুদ্ধে। গম্ভীর-শুভমানরা ধরেই নিয়েছেন, গল ও কলম্বোর এসএসসি ক্রিকেট মাঠে দুই টেস্টের আসরেই প্রবল ঘূর্ণির সামনে পড়তে হবে। তাই স্পিন মহড়া এখন তুঙ্গে ভারতীয় শিবিরে।

## অনুশীলনেই অগ্রাধিকার

# ভারত সফরে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না অজিরা!

**মেলবোর্ন, ৫ অগাস্ট :** প্র্যাকটিস ম্যাচ নয়, নেট সেশনে জোর!

আগামী বছর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজের আগে এমনই চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত অস্ট্রেলিয়ার। ২১ জানুয়ারি থেকে ৩ মার্চ- লম্বা সফরে ভারতের মাটিতে পাঁচটি টেস্ট খেলবেন প্যাট কামিন্সরা। ভারতের তুলনামূলক স্পিন সহায়ক পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে প্রস্তুতি ম্যাচ বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সেই পথে হাঁটার বদলে নেট সেশনেই জোর।

অস্ট্রেলিয়া দলের হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এমনি চমকপ্রদ পরিকল্পনা কথা জানিয়েছেন। কামিন্সদের হেডস্যর ইঙ্গিত দিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কয়েকদিনের প্রস্তুতি শিবির করা হতে পারে। যেখানে ভারতের মতো পিচ, পরিস্থিতি তৈরি করে অনুশীলনে গা ঘামাবে অজি ক্রিকেটাররা। গত সফরের মতো বেঙ্গালুরুতেও প্রস্তুতি শিবির হতে পারে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইটকে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'ভারতের পরিবেশে মানিয়ে নিতে যথেষ্ট সময় পাব আমরা। কোনও প্র্যাকটিস ম্যাচের পথে হাঁটছি না। আমাদের হাতে একাধিক বিকল্প রয়েছে। অতীতে আমিরশাহিতে প্রস্তুতি সেরেছি। গতবার বেঙ্গালুরুতেও শিবির করেছিলাম। মূল কথা, দলের খেলোয়াড়রা ভারতীয় পরিস্থিতিতে কতটা মানিয়ে নিতে পারল।'

ভারতের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট সিরিজ জয় ২০০৪-'০৫ মরশুমে। গত দুই দশকের বেশি সময়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে ফিরতে পারেনি কোনও অজি অধিনায়ক। অতীতে কামিন্সের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভারত সফরের আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ টেস্টের হোম সিরিজে অংশ নেবে ক্যাঙারু ব্রিগেড। তারপরই ভারত সফরের দল নির্বাচন, প্রস্তুতি, নীল নকশার কাজে আদাজল খেয়ে নেমে পড়া।

তবে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড আর ভারত সফর এক নয় মানছেন অজি কোচও। ম্যাকডোনাল্ডের কথায়, কিউয়ি সিরিজের পারফরমেন্সে নজর থাকবে। অগ্রাধিকার পাবে ভারতীয় পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ক্রিকেটাররা। বিশ্বাস, বিগ ব্যাশ লিগের ম্যাচ প্র্যাকটিস সাহায্য করবে। সবদিক খতিয়ে প্র্যাকটিস ম্যাচের চেনা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে বাজিমাতের ছক ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড ব্রিগেডের।

**টেস্ট সিরিজ**

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম টেস্ট | ২১-২৫ জানুয়ারি | নাগপুর |
| দ্বিতীয় টেস্ট | ২৯ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি | চেন্নাই |
| তৃতীয় টেস্ট | ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি | গুয়াহাটি |
| চতুর্থ টেস্ট | ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি | রাঁচি |
| পঞ্চম টেস্ট | ২৭ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ | আহমেদাবাদ |

নিজের পরিকল্পনার স্বপক্ষে অজি কোচের যুক্তি, 'ভারতীয় পরিস্থিতি তৈরি করে যদি আমরা অনুশীলন করি, তাহলে টেস্ট সিরিজের প্রথম থেকেই মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না বলে আমার বিশ্বাস। আমরা ঠিক এটাই চাইছি।' ম্যাকডোনাল্ড আরও দাবি করেন, প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকফোকর থাকবে না। সঠিক প্রস্তুতি নিয়েই ভারতের মুখোমুখি হবে তাঁর দল।

কমনওয়েলথে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় নীরজ চোপড়াকে।

### কমনওয়েলথে সোনা হাতছাড়া

# আক্ষেপ নেই নীরজের

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে সোনা হাতছাড়া হয়েছে। তা নিয়ে আফসোস থাকলেও, আক্ষেপ নেই নীরজ চোপড়ার। বরং কমনওয়েলথের মঞ্চে রুপো জয় তাঁর চোখে দীর্ঘ লড়াইয়ের পুরস্কার।

বিগত দশটা মাস ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজকে প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়িয়েছে চোট আতঙ্ক। সেই কঠিন সময় পেরিয়ে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী ভারতীয় তারকা। সম্প্রতি গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চ থেকে রুপো এনে দিয়েছেন দেশকে। তবে এই সাফল্যের পথ যে একেবারেই সহজ ছিল না, তা নিজেই স্বীকার করেছেন নীরজ। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে কমনওয়েলথে রুপো জয়ের মুহূর্তের একটি ভিডিও শেয়ার করে নীরজ লিখেছেন, 'এমন কিছু থ্রো থাকে যা অনেক দূর যায় না, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দীর্ঘ যাত্রার গল্পও। গত ১০ মাস আমাকে যেভাবে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তা কখনও কল্পনাও করিনি। তাই এই পদকের মূল্য দূরত্বের চেয়েও অনেক বেশি।'

> এমন কিছু থ্রো থাকে যা অনেক দূর যায় না, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দীর্ঘ যাত্রার গল্পও। গত ১০ মাস আমাকে যেভাবে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তা কখনও কল্পনাও করিনি। তাই এই পদকের মূল্য দূরত্বের চেয়েও অনেক বেশি।
>
> -নীরজ চোপড়া

চোট সারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক জ্যাভলিনে ফেরার তীব্র ইচ্ছে সত্ত্বেও ধৈর্য ধরে রাখতে হয়েছে। অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও অনুশীলনে খামতি রাখেননি। ছন্দে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন প্রতিনিয়ত। এই কঠিন যাত্রায় পাশে থাকার জন্য চিকিৎসক, কোচ ও পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেননি নীরজ। বিশেষ করে ফিজিওথেরাপিস্ট ঈশান এবং শৈশবের কোচের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, তাঁদের সমর্থন এবং বিশ্বাসের ফলেই আবারও ছন্দে ফেরা সম্ভব হয়েছে।

জাফনা কিংস দলের অন্যতম মালিক হলেন জাহির খান।

# শ্রীলঙ্কা লিগে এবার জাহির

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে এবার পা রাখলেন জাহির খান। জাফনা কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মালিক হিসেবে যোগ দিলেন বিশ্বজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় স্পিডস্টার। মনজোৎ কালরা ইস্যুতে প্রচারে এসেছিল লঙ্কা লিগে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জাফনা কিংস। দলের ক্রিকেটারদের ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়ে আপাতত শ্রীলঙ্কা জেলে বন্দি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কালরা। সেই জাফনা কিংসেই যোগ দিলেন জাহির।

নতুন দায়িত্বে উচ্ছ্বসিত জাহির বলেছেন, 'বরাবরই শ্রীলঙ্কার বোলিং প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। খেলোয়াড় হিসেবে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। অনেক সুখস্মৃতি জড়িয়ে। এবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে আমি উত্তেজিত। মুখিয়ে আছি দলের সঙ্গে কাজ করার জন্য।' জাহিরকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর সামান্থা ডোডানওয়েলা। বলেছেন, 'জাফনা দলে জাহির খানের মতো একজনের যোগ দেওয়া লিগে নতুন অক্সিজেন জোগাবে। স্থানীয় উঠতি ক্রিকেটাররা ওর মূল্যবান পরামর্শ পাবে। আশাবাদী জাহিরের অভিজ্ঞতার সুফল মিলবে।'

# আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ সভার ডাক ইনফ্যান্তিনোর

**জুরিখ, ৫ অগাস্ট :** বিশেষ জরুরি সভা ডাকলেন ফিফা সভাপতি। চাপের মুখে জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো মরক্কোর রাবাতে ফিফার আধিকারিক, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন।

মঙ্গলবারই ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্টের প্রধান আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার এক বিবৃতির মাধ্যমে জানান, তিন এই ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং জড়িত নন। একইসঙ্গে আরও বলেছেন, 'এটার কোনও প্রয়োজনই নেই। ফলে বিষয়টি বাস্তবায়িত করারও প্রশ্ন নেই।' এরপরেই এই সভা ডাকার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। এই সপ্তাহের শেষে সম্ভবত অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বসছেন সভাপতি। যে সভায় ডাক পেয়েছেন মহাসচিব ম্যাতিয়াস গ্রাফস্টর্ম, ফিফা ম্যানেজমেন্ট বোর্ড, যার মধ্যে আছেন চিফ অফ স্টাফ ড্যানিয়েল ও'টুলে, চিফ লিগ্যাল অফিসার এমিলিও গার্সিয়া সিলভেরো, চিফ অফ মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন এলকাহান মাম্মাদোভ, এইচআর চিফ কিম্বার্লি মোরিস, মিডিয়া ডিরেক্টর ব্রায়ান সোয়ানসন ও কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ডেভিড ফেরেলি।

এঁদের মধ্যে গ্রাফস্টর্মের জায়গা ফিফায় ইনফ্যান্তিনোর পরেই। মনে করা হচ্ছে, তিনিও ইনফ্যান্তিনোর এই ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর কাছে ফিফার ইভেন্ট তুলে দেওয়ার বিষয়টির সঙ্গে জড়িত। প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহ ধরেই ফিফার অন্দরে টালমাটাল পরিস্থিতি। কারণ, ফিফার তরফে একটি পরিকল্পনা করা হয় বিশ্বকাপ সহ ফিফার টুর্নামেন্ট ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর হাতে তুলে দেওয়ার। যে বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ জানায় উয়েফা। তারপরেই একে একে অন্যান্য সদস্য অ্যাসোসিয়েশনও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়।

এদিকে, ফিফা প্রেসিডেন্টের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন লুইস ফিগো। প্রাক্তন পর্তুগিজ তারকা বলেছেন, 'গত ১০ দিনে যা উন্মোচিত হতে দেখেছি, তা আমার দেখা সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ছলনাময় এবং চরম স্বার্থপরতাপূর্ণ আচরণ। ফুটবলের স্বার্থে ইনফ্যান্তিনোর এখনই পদত্যাগ করা উচিত।'

# আগরতলায় আগামীর চ্যাম্পিয়ন গড়ছেন দীপা

**আগরতলা, ৫ আগস্ট :** 'দিদি, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার সঙ্গে কথা বলছে না!'- কাঁদতে কাঁদতে ছোট্ট এক জিমন্যাস্ট দৌড়ে এল তার কোচের কাছে। হাসিমুখে সেই কোচের আশ্বাস, 'দাঁড়া, আমি দেখছি বিষয়টা।' এই নতুন অবতারের কোচ আর কেউ নন, তিনি ভারতের জিমন্যাস্টিক্সকে বিশ্বমঞ্চে পরিচিতি দেওয়া খোদ দীপা কর্মকার! গত বছরের অক্টোবরে অবসর নেওয়ার পর আগরতলার নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টারে এখন কচিকাঁচাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এই তারকা অলিম্পিয়ান।

দীপা হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'বাচ্চারা তো আমার সম্পর্কে কিছুই জানে না। ওরা নানা মজার অভিযোগ নিয়ে আসে, এমনকি মাঝে মাঝে ওদের চুলও বেঁধে দিতে হয় আমায়! তবে আমি এই জীবনটা দারুণ উপভোগ করছি।' লেভেল-১ কোচিং কোর্স শেষ করে তবেই এই পেশায় এসেছেন দীপা। তাঁর ছোটবেলার কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী অবশ্য চেয়েছিলেন দীপা গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস পর্যন্ত খেলুক, কিন্তু দীপার শরীরে একাধিক চোট থাকায় তিনি আর ঝুঁকি নিতে চাননি। বর্তমানে দীপার হাতে তৈরি হওয়া শ্রীপর্ণা দেবনাথ ও শ্রেয়াংশী রায়ের মতো ছাত্রীরা দারুণ সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। দীপার এখন একটাই লক্ষ্য, ২০৩০ আহমেদাবাদ কমনওয়েলথ গেমসে দেশের মাটিতে নিজের ছাত্রীদের হাত দিয়ে পদক জয় করানো।

### কোচের ভূমিকায় নতুন ইনিংস

বিশ্বেশ্বর নন্দীর অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়া দীপা কর্মকার এখন কোচের ভূমিকায়।

## ওড়ালেন ডেটিংয়ের জল্পনা

# প্রীতি আমার ভালো বন্ধু : ব্রেট লি

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** প্রীতি জিন্টার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ব্রেট লি। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, পাঞ্জাব কিংসের মালকিন তাঁর খুব ভালো বন্ধু। এর বেশি কিছু নয়। প্রীতির সঙ্গে ডেটিংয়ের যে অভিযোগ বারবার উঠেছে, তার কোনও সত্যতা নেই।

২০০৮ থেকে ২০১০- টানা তিন বছর পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেন ব্রেট লি। এই সময় দলের অন্যতম কর্ণধার প্রীতির সঙ্গে অজি স্পিডস্টারের সম্পর্ক নিয়ে বারবার গুঞ্জন উঠেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দুজনের একসঙ্গে যাওয়া সেই বিতর্কে ঘি ঢেলেছে। যদিও লি-র দাবি, বন্ধুত্বের বেশি কিছু নয় তাঁদের সম্পর্ক। আজও প্রীতি জিন্টা তাঁর খুব ভালো বন্ধু।

এক সাক্ষাৎকারে ব্রেট বলেছেন, 'আমি কখনও কোনও বলিউডের অভিনেত্রীর সঙ্গে ডেট করিনি। প্রীতি জিন্টা তখন পাঞ্জাব টিমের বস ছিলেন। অসম্ভব স্মার্ট লেডি। ওকে বরাবর সম্মান করি। প্রীতি জিন্টা এবং আমি এখনও খুব ভালো বন্ধু। বাইরের কে কী বলল, কিছু যায় আসে না। কারণ সত্যিটা আমি জানি। এই ধরনের গুজব আমাকে প্রভাবিত করে না।'

# ছেড়ে দেওয়া হল ডুপ্লেসি-পোলার্ডকে

**জোহানেসবার্গ, ৫ অগাস্ট :** এসএ২০-র পঞ্চম সংস্করণ শুরু হবে আগামী বছরের ১৭ জানুয়ারি। আগামী মরশুমের নিলামের আগে দলগুলি নিজেদের রিটেনশন ও প্রি অকশনের তালিকা প্রকাশ করেছে। জোবার্গ সুপার কিংস ছেড়ে দিয়েছে ফাফ ডুপ্লেসি ও জনি বেয়ারস্টোকে। পরিবর্তে জেসন হোল্ডারকে নিচ্ছে। এমআই কেপটাউন ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন্ট বোল্ট ও কায়রন পোলার্ডকে। বদলে উইল জ্যাকসকে দলে নিচ্ছে তারা। ফিল সল্ট প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েছেন।

# ম্যাচ স্থগিত মহমেডানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** প্রবল বৃষ্টির কারণে কলকাতা লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ স্থগিত হয়ে গেল। বুধবার তারা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল। প্রথমার্ধে পুলিশ ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লালরেমসাঙ্গা ফানাই মহমেডানকে সমতায় ফেরান। এরপর শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। যে কারণে ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছে। ম্যাচটি ৮ অগাস্ট বারাসত স্টেডিয়ামে হবে বলে আইএফএ-র তরফে জানানো হয়েছে।

রিয়াল মাদ্রিদের প্রি সিজন ট্রেনিংয়ে যোগ দিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

# মোরিনহোর কোচিংয়ে মজেছেন ভিনিসিয়াস

**মাদ্রিদ, ৫ অগাস্ট :** রিয়াল মাদ্রিদে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ব্রাজিলিয়ান তারকা নতুন চুক্তি করবেন নাকি ক্লাব ছাড়বেন, তা নিয়েই দোটানা চলছে। শোনা যাচ্ছে ভিনিকে নেওয়ার দৌড়ে রয়েছে আর্সেনাল। চুক্তি নিয়ে জটিলতার মাঝেই দলের হয়ে প্রি-সিজন ট্রেনিংয়ে যোগ দিয়েছেন ভিনি। নতুন কোচ হোসে মোরিনহোর অধীনে ট্রেনিং সেশন উপভোগ করছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এক সাক্ষাৎকারে ভিনি বলেছেন, 'খুব ভালো সময় কাটছে। কোচ মোরিনহো চান, আমি আগের মতোই হাসিখুশি থাকি, এবং নিজের স্বভাবসিদ্ধ ফুটবলটা খেলি।' অনুশীলন মাঠে বেশ চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে ভিনিসিয়াসকে। তাঁর সঙ্গে রিয়ালের চুক্তি নিয়ে জটিলতা কাটেনি। তবে রিয়াল ভিনিকে ধরে রাখতে আগ্রহী। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে ভিনি ব্রাজিলের হয়ে ভালো খেলেছেন। ৪ গোল করে তিনিই সেলেকাওদের সর্বাধিক গোলস্কোরার। আপাতত বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে ক্লাব ফুটবলে মনোযোগ দিয়েছেন তিনি।

নয়া মরশুম নিয়ে ভিনি বলেছেন,'আমাদের শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হবে যাতে মরশুম চলাকালীন চোট-আঘাত কম লাগে। আমরা অনুশীলন শেষে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে প্রি সিজন এই রকমই হয়। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

# মানসিকতা বদলে দেয় বিরাট-শাস্ত্রী : রাহানে

**মুম্বই, ৫ অগাস্ট :** ২০১৪-'১৫ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজের মাঝপথে মহেন্দ্র সিং ধোনির বিদায়, বিরাট কোহলির অধিনায়ক হিসেবে উত্থান। আজিঙ্কা রাহানের মতে, ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের জন্য যা 'মাহেন্দ্রক্ষণ'। বিরাটের দায়িত্ব পাওয়া এবং বিরাট-রবি শাস্ত্রীর যুগলবন্দি বদলে দিয়েছিল টেস্ট দলের মানসিকতা। এইসময় বিরাটদের ভয়ডরহীন থিয়োরির কাঁধে চেপে বিদেশের মাটিতেও আগ্রাসন চালিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

সদ্য ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়েছেন। এদিন নিজের কেরিয়ার, সমসাময়িক ভারতীয় দল নিয়ে স্মৃতিরোমন্থনের মাঝেই বিরাট-রবি বন্দনা রাহানের। 'স্টিক টু ক্রিকেট' শীর্ষক পডকাস্টে মাইকেল ভন, অ্যালিস্টার কুকদের সঙ্গে বিরাটের প্রাক্তন ডেপুটি বলেছেন, 'ধোনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রী দলের মানসিকতা বদলে দিয়েছিল। বিশেষত বিদেশের মাটিতে। রক্ষণাত্মক মানসিকতা ঝেড়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক, আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলাম আমরা।'

*'স্টিক টু ক্রিকেট' পডকাস্টে মাইকেল ভন, অ্যালিস্টার কুকদের সঙ্গে আজিঙ্কা রাহানে।*

অধিনায়ক বিরাটের প্রসঙ্গ টেনে রাহানে আরও দাবি করেছেন, 'বিরাট আমাকে বলেছিল, তুমি যদি মনে কর, প্রথম বল থেকে ব্যাট চালাবে, তাই কর। খেলোয়াড়দের ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার জন্য সবসময় সাহস জোগাত, পাশে থাকত।' লাল বলের ক্রিকেটে বিরাট-শাস্ত্রীর সাফল্যের খতিয়ানে তারই প্রতিফলন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা দুইবার টেস্ট সিরিজ জেতার ইতিহাস তৈরি হয় এইসময়। স্বয়ং রাহানের যার গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিলেন। টেস্ট ক্রমতালিকায় একনম্বর দলের শিরোপা, প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও ওঠে ভারত।

২০২৩ সালের জুলাই পোর্ট অফ স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন রাহানে। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও ডাক না পেয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত। আর এই সময়ে ভারতীয় টেস্ট দলের নিম্নমুখী পারফরমেন্সের কথা তুলে ধরে রাহানে বলেছেন, 'গত ২ বছর টেস্ট খেলার সুযোগ পাইনি। বাড়িতে বসে দলের একের পর এক হার দেখেছি। আসলে টেস্ট ক্রিকেটে চরিত্র দরকার। চরিত্র তৈরিও করতে হয়। মানসিক দৃঢ়তা, লড়াকু মেজাজ দরকার। দরকার সেশনের পর সেশন ক্রিজে কাটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা।'

রাহানের মতো টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য পাওয়ার জন্য যে ধৈর্য দরকার, তার বড্ড অভাব বর্তমান প্রজন্মে। ক্রিজে টিকে থাকা, ধৈর্য রেখে সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করার মতো খেলোয়াড়ের সংখ্যা হাতেগোনা। কোনও একটা দল নয়, এই সমস্যা প্রায় প্রতিটি দলের।

# কঙ্কালসার দশা ঢাকতেই কি ব্রাজিল ম্যাচ : বাইচুং

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** ভারত বনাম ব্রাজিলের প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের খবর দেশের ফুটবল মহলে উৎসবের হাওয়া আনার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ছবিটা উলটো। এই গ্ল্যামারাস ম্যাচ বরং ভারতীয় ফুটবলের বাইরের জৌলুস আর ভিতরের রূঢ় বাস্তবতার ফারাকটা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। খোদ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া এই হাই প্রোফাইল ম্যাচের সময় এবং আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। বাইচুংয়ের মতে, এই ম্যাচের সময়সূচি নিয়ে তাঁর ঘোর আপত্তি রয়েছে। কারণ ঠিক ওই সময়েই ফিফা আসিয়ান কাপ হওয়ার কথা। আর জাতীয় দল কীভাবে তৈরি হবে, তা নিয়ে এখনও শুধুই ধোঁয়াশা।

তাঁর এই উদ্বেগ মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ১৩৮ র‍্যাংকিংয়ে থাকা ভারত আসিয়ান কাপে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে। এই টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরাই পরের রাউন্ডে যাবে। এমনিতেই যেখানে যোগ্যতা অর্জন করা বেশ কঠিন, তার উপর এরকম একটা সময়ে স্রেফ একটা প্রদর্শনী ম্যাচের দিকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়াটা ফেডারেশনের অগ্রাধিকার নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে। বাইচুংয়ের সমালোচনা শুধু সূচির মধ্যেই আটকে নেই। তাঁর কাছে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচটি এমন এক ফুটবল ব্যবস্থার প্রতীক, যা নিজেদের মূল গলদগুলি ঢাকতে গিয়ে রীতিমতো ধুঁকছে।

> ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ খেলে ভারতীয় ফুটবলের আদৌ কোনও লাভ হবে কি? টাটার মতো বড় কর্পোরেট সংস্থা জামশেদপুর এফসি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটাই ভারতীয় ফুটবলের আসল স্বাস্থ্যটা বুঝিয়ে দেয়।
>
> -বাইচুং ভুটিয়া

প্রাক্তন অধিনায়কের স্পষ্ট প্রশ্ন, 'ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ খেলে ভারতীয় ফুটবলের আদৌ কোনও লাভ হবে কি?' পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা, টেলিভিশন দর্শক এবং বাণিজ্যিক আগ্রহ বাড়বে ঠিকই। কিন্তু একটা ঝলমলে সন্ধে কি বছরের পর বছর ধরে চলা কাঠামোগত পতনকে ঢেকে দিতে পারে? বাইচুং মনে করেন, সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'টাটার মতো বড় কর্পোরেট সংস্থা জামশেদপুর এফসি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটাই ভারতীয় ফুটবলের আসল স্বাস্থ্যটা বুঝিয়ে দেয়।'

বর্তমানে ক্লাবগুলো যখন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে, উন্নয়নের পথ নড়বড়ে এবং বিনিয়োগ তলানিতে, তখন এরকম একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাস্তবের মাটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হচ্ছে। ফেডারেশনের উচিত আগে নিজেদের ঘর গোছানো। বাইচুংয়ের আক্ষেপ, সিনিয়ার তো দূর, অনূর্ধ্ব-১৭ দলও মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না। জাতীয় লিগ দিশাহারা, জুনিয়ারদের কোনও সঠিক কর্মসূচি নেই এবং তৃণমূল স্তরে ফুটবল উন্নয়নের জন্য কোনও অর্থও নেই।

বাইচুংয়ের এই মতকে সমর্থন করেছেন বর্তমান ফুটবলাররাও। ভারতীয় দলের ফুল ব্যাক নিখিল পূজারি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অদ্ভুত বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন। এর আগে আশির দশকে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনার মতো দল কিংবা ২০১১ সালে স্বয়ং লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাও ভারতে খেলে গিয়েছে। সেই ম্যাচগুলো সাময়িক উন্মাদনা এবং কিছু স্মৃতি তৈরি করলেও, ভারতীয় ফুটবলের গতিপথ এক ইঞ্চিও বদলাতে পারেনি।

*ইনিংসের শেষ বলে পায়ে কিক মেরে রানআউট করলেন হিম্মত সিং।*

## হিম্মতের কিকে রান আউট

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** হতাশা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল আনন্দে। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ঘটনা। নিউ দিল্লি টাইগার্সের অধিনায়ক হিম্মত সিং ইনিংসের শেষ বলে অদ্ভুত রান আউট করে ম্যাচ সুপার ওভারে নিয়ে যান। রান আউটের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছে।

### ম্যাচ গড়াল সুপার ওভারে

আউটার দিল্লি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে টাইগার্স ১৫ ওভারে ১৫৬/৫ স্কোর তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্কোর টাই করে ফেলেছিল ওয়ারিয়র্স। জয়ের জন্য শেষ বলে প্রয়োজন ১ রান। বড় শট নিতে গিয়েও ব্যর্থ হন ওয়ারিয়র্সের প্রথম সালুজা। বল গিয়ে পৌঁছায় নন স্ট্রাইকিং এন্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা হিম্মতের কাছে। সহজ রান আউটে সুযোগ থাকলেও তিনি তাড়াহুড়োয় বল হাতে ধরতে ব্যর্থ হন। হতাশায় তখন মাথায় হাত সতীর্থদের। পরের মুহূর্তেই ম্যাজিক। হাতে ধরতে না পেরে রেগে গিয়ে সজোরে বলে লাথি মারেন হিম্মত। যা সোজাসুজি গিয়ে লাগে স্টাম্পে। রান আউটের ফলে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সেখানে যদিও ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ বের করে নেয় আউটার দিল্লি ওয়ারিয়র্স।

## জয়ী আমবাড়ি

**রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ৫ অগাস্ট :** রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে বুধবার আমবাড়ি ফালাকাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি ও সরকারপাড়া পাবলিক স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে আমবাড়ির ইসনাল ওরাওঁ ও রাহুল রায় গোল করেন। সরকারপাড়ার জোড়া গোল ভাস্কর রায়ের। ম্যাচের সেরা আমবাড়ির অভিষেক ওরাওঁ।

*অনুশীলন শুরু ইস্টবেঙ্গলের নতুন স্ট্রাইকার ক্রিস ইকোনোমিডিসের।*

# যোগ দিলেন ইকোনোমিডিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে সাউথ ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের মহড়া সেরে ফেলল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ঘর ভেঙে এবার গোল্ডেন বলজয়ী মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে ছিনিয়ে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতায় পা রাখেন সদ্য সবুজ-মেরুনে যোগ দেওয়া ব্রাজিলিয়ান তারকা। তার কিছুক্ষণ আগেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন লাল-হলুদের নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার ক্রিস ইকোনোমিডিস। দুই ফুটবলারকে স্বাগত জানাতে কলকাতা বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন দুই প্রধানের সমর্থকরা। লাল-হলুদ, সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয়। যদিও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। উলটে বাগান সমর্থকরা মিগুয়েলকে স্বাগত জানানোর সময় সৌজন্য দেখিয়েছেন বেশকিছু ইস্টবেঙ্গল অনুরাগী।

### প্রস্তুতিতে ফিরলেন নাচো

এদিকে, গভীর রাতে পৌঁছেও বুধবার বিকেলেই দলের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়লেন এই অজি ফুটবলার। যদিও মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। এদিন ঘণ্টা দেড়েক সাইড লাইনেই ঘাম ঝরাতে দেখা গেল তাঁকে। শুক্রবার ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সামনে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ সাউথ ইউনাইটেড। ওই ম্যাচের পরিকল্পনায় ইকোনোমিডিসকে রাখছেন না হাবাস। বেঞ্চে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে ম্যাচের শেষ কিছুক্ষণের জন্য অজি স্ট্রাইকারকে খেলতে দেখা যেতে পারে।

এদিকে লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য স্বস্তির খবর, অনুশীলনে ফিরলেন নাচো মনসালভে। পায়ের পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় তাঁকে দুইদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন হাবাস। তবে এদিন তিনি মূল দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন বলেই খবর। সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচে আনোয়ার আলির সঙ্গে রক্ষণে শুরু থেকেই জুটি বাঁধতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। এছাড়াও প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই। সিআইএসএফ ম্যাচে ৮ গোলে জয়ের সুবাদে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে লাল-হলুদ শিবির। গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে নকআউটে খেলার দৌড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যা পরিস্থিতি তাতে হয়তো সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচ ন্যূনতম ব্যবধানে জিতলে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলবে হাবাসের দল।

# গতবারের ট্রফি খরা মেটাতে চান মনবীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** আট গোলে জিতে ঘুরিয়ে ডুরান্ড কাপে নিয়ে আসা দলগুলির বিপক্ষে খেলাকে গুরুত্বহীনই বলে গেলেন প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস।

আট গোলে হারের পর ভুল করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বাসে উঠে পড়ছিলেন সাউথ ইউনাইটেডের কোচ-ফুটবলাররা। যা দেখে দৌড়ে এলেন এক সেনা কর্তা ও এক দল নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ। বেশ জোরালো স্বরে জানিয়ে দিলেন, পাশের বাসে উঠতে হবে তাঁদের। খানিকটা যেন মনে করিয়ে দেওয়ার ঢং, 'আট গোলে হারা দলের জন্য এই বাস নয়। ওটা জয়ী দলের।' ওই সেনাবাহিনী আর পুলিশের মতো করেই আবার খানিকটা ঘুরিয়ে আয়োজকদেরও সমালোচনা করে গেলেন মোহনবাগানের হেড কোচ। এত বড় জয়ে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগানের মতো দলের এরকম একটা দলকে আট গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ার কী আছে?' অর্থাৎ এমন দল আনা হয়েছে, যাদের আট গোলে হারাই স্বাভাবিক বলে মনে করেন তিনি। আদৌ ভুল তো কিছু বলেননি। চার থেকে ৯০ মিনিট, মোহনবাগান যেন রোড রোলার চালাল সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র উপর। যার মধ্যে মনবীর সিংয়ের হ্যাটট্রিকের পর তাঁরই পরিবর্তে নামা সুহেল আহমেদ বাটের দুই গোল, সঙ্গে অসাধারণ বাকিরাও।

*মঙ্গলবার রাতে কলকাতা পৌঁছে গেলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নয়া বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরা।*

প্রথম গোল করে চোখ কচলানোর ঢংয়ে সেলিব্রেশন করতে দেখা গেল মনবীরকে। মাস ছয়-সাতেক হল বাচ্চার বাবা হয়েছেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল যেন বাচ্চার কান্নাকে নকল করছেন। প্রশ্ন করতেই হেসে ফেলেন মনবীর, 'না, না, কান্না নয়। আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠে চোখে হাত দিয়ে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করে। যা দেখে মজা লাগে। গোলের পর প্রথমে ওর ওই ভঙ্গিগুলোই চোখে ভেসে উঠছিল।' গত মরশুমে খুব বেশি গোল পাননি। দলও একমাত্র আইএফএ শিল্ড ছাড়া আর কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়নি। এবার শুরু থেকেই দল ছন্দে বলে মনে হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সত্যিই গত মরশুমটা আমাদের একেবারেই ভালো যায়নি। ট্রফি জিততে, চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। এবার আমাদের শুরু থেকেই লক্ষ্য হল, ম্যাচ ধরে ধরে এগোনো। আর যত বেশি সংখ্যক ট্রফি জেতা যায় সেই চেষ্টাই থাকবে।' বহুদিন পর স্ট্রাইকারে খেলার সুযোগ পেয়ে সেটাকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন। ভারতীয় ফুটবলারদের সুযোগ দিলে যে তাঁরাও পারেন, সেকথা বোঝালেন মনবীর ও সুহেল। হ্যাটট্রিককারীর বক্তব্য, 'কোচ যখন সুযোগ দিয়েছেন তখন আমার কাজ ছিল সেটা কাজে লাগানো। তাঁর আস্থার মর্যাদা রাখতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে।'

এরমধ্যেই অবশ্য এসে পড়েছেন জেমি ম্যাকলারেন ও মিগুয়েল ফিগুয়েরাও। এদিন অনুশীলনে নামার কথা থাকলেও প্রবল বৃষ্টি আর বাজের জন্য মাঠে নামতে পারেননি কেউই। তবে ম্যাচ যেহেতু আগামী সোমবার, তাই ডিলম্পেরিসের পরিকল্পনায় থাকছেন এই দুই বিদেশি।

# এবার বিশ্বরেকর্ডে চোখ গাভিটের

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের পর এবার বিশ্বরেকর্ডে চোখ দিলীপ গাভিটের। সেই লক্ষ্য নিয়েই প্যারা এশিয়ান গেমসের ১০০ মিটার এবং ৪০০ মিটারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রতিভাবান এই প্যারা অ্যাথলিট।

এক সাক্ষাৎকারে গাভিট জানিয়েছেন, জাপানের মাটিতে ১০০ মিটার ও ৪০০ মিটারে বিশ্বরেকর্ড গড়াই তাঁর আগামী প্রধান লক্ষ্য। এর আগে ২০২২ সালের হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটার ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন। গ্লাসগো কমনওয়েলথে প্রথমবার ১০০ মিটার ইভেন্টে নেমে সোনা জয় তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। এবার এশিয়াডেও ১০০ মিটারে ১০.২৮ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছেন তিনি। কোচ বৈজনাথ কালের পরামর্শে এশিয়াডের আগে ৪০০ মিটার ইভেন্টের মূল প্রস্তুতির পাশাপাশি তাই ১০০ মিটারের অনুশীলনও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

## আজ মাঠে নামছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট :** অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে ক্রীড়া সাংবাদিকদের ফুটবল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে শামিল হয়ে বৃহস্পতিবার বেলা ১.৩০ মিনিটে মাঠে নামতে চলেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মার্লিন ও কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের

### মিডিয়া ফুটবল

বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পেয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কাল সরাসরি দ্বিতীয় রাউন্ডে নামতে হবে। এই সময় ও টিম ফোটোগ্রাফার্স ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

**টিম উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

**সুমিত চক্রবর্তী, দেবাশিস ভৌমিক, তমোঘ্ন ব্রহ্ম, সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়, সুদীপ মৈত্র (অধিনায়ক), সায়ন ঘোষ, অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীবকুমার দত্ত (কোচ/ম্যানেজার)।**

## সাকিবের বাড়িতে হামলা

**ঢাকা, ৫ অগাস্ট :** বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার বার্তা দিয়েছেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের মাগুরার কেশব মোড় এলাকার বাসভবনে বুধবার সন্ধ্যায় হামলা হল। রাত ৮:৪৫ নাগাদ অজ্ঞাতপরিচয় একদল দুর্বৃত্ত বাড়িটি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল, পাথর ও পেট্রোল বোমা ছোড়ে বলে জানা গিয়েছে। মাগুরা সদর পুলিশ থানার আধিকারিক আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, এতে বাড়ির কিছু অংশ ও জানলার কাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাকিবের বাড়ির লোহার দরজায় পেট্রোল ঢালা হয়েছিল। আগুনও ধরানো হয়। ঘটনাস্থলে আতশবাজি ফোটানোর মতো বিকট শব্দও শোনা যায়। মাগুরা-১ আসনের প্রাক্তন বিধায়ক সাকিবের বাড়িতে হামলার পর এলাকায় থমথমে পরিবেশ রয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

### ছোড়া হল পাথর

# সিনসিনাটি থেকে নাম প্রত্যাহার আলকারাজের

*নতুন হেয়ার স্টাইলে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।*

**ওয়াশিংটন, ৫ অগাস্ট :** প্রত্যাবর্তনে অনিশ্চয়তা। চোট সারিয়ে সিনসিনাটি ওপেন দিয়ে টেনিস কোর্টে ফেরার কথা ছিল স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না। মঙ্গলবার আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আলকারাজ।

আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে ইউএস ওপেন। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে নামার আগে সিনসিনাটি ওপেনে নিজের ফিটনেস ও দক্ষতা যাচাই করার সুযোগ ছিল আলকারাজের সামনে। কিন্তু তিনি নাম প্রত্যাহার করায় টেনিস মহলে একটাই প্রশ্ন, কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ ছাড়াই কি সরাসরি ফ্লাশিং মিডোয় নামবেন স্প্যানিশ তারকা? আপাতত উত্তরের অপেক্ষায় টেনিসপ্রেমীরা।

*সিরিজ ড্রয়ের পর ট্রফি নিয়ে দুই অধিনায়ক- পাকিস্তানের বাবর আজম ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোস্টন চেজ। বুধবার।*

## সিরিজ ড্র পাকিস্তানের

**পোর্ট অফ স্পেন, ৫ অগাস্ট :** তিন বছর পর বিদেশের মাটিতে টেস্টে জয় পেল পাকিস্তান। একইসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ ১-১ করল তারা। চতুর্থ দিনের শুরুতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যারিবিয়ানদের লোয়ার অর্ডারকে সাজঘরে ফেরায় পাকিস্তান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৭ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সৌজন্যে আলি উসমানের (৩৯/৪) বিষাক্ত স্পিন। পাকিস্তানের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৭৫। যা ২ উইকেট হারিয়ে সহজেই তুলে নেন বাবর আজমরা (অপরাজিত ২৪)।

উত্তরের খেলা

## স্বাধীনতা দিবসে সংহতি দৌড়

**বাগডোগরা, ৫ অগাস্ট :** স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাগডোগরা ইয়ং মেনস স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সংহতি দৌড় ১৫ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুবীর ঘোষ জানিয়েছেন, ভোর ৫টায় মাটিগাড়া খাপরাইলমোড় থেকে দৌড় শুরু হবে। শেষ হবে বাগডোগরা বিহারমোড়ে। পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারীকে ট্রফি ও ১১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পাবে ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা। তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ছেলেদের ১০-১৬ বছর বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারীকে ট্রফি ও ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে দেওয়া হবে ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা। তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ট্রফি ও ২ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দৌড়ের সূচনা করবেন মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বাংলা মহিলা দলের ক্রিকেটার অরুণা বর্মন প্রমুখ।

## জয়ী ময়নাগুড়ি

**ময়নাগুড়ি, ৫ অগাস্ট :** খাগড়াবাড়ি ইউনিটের ফুটবলে বুধবার ময়নাগুড়ি উচ্চবিদ্যালয় ৪-৩ গোলে ব্যাংকান্দিপল্লি কল্যাণ সংঘকে হারিয়েছে। রেলগেট ফুটবল মাঠে ময়নাগুড়ির নয়ন রায়, সুদীপ রায়, সৌরভ রায় ও নয়ন সরকার গোল করেন। ব্যাংকান্দির জোড়া গোল শুভম রায়ের। অন্যটি করেন তুষার রায়। ১৬ অগাস্ট জুনিয়ারদের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ময়নাগুড়ি উচ্চবিদ্যালয় ও সাদার্ন সমিতি আরসিসি। সিনিয়ারদের ফাইনালে একইদিনে খেলবে বীরপাড়ার বিশাল একাদশ ও রায় কোচিং সেন্টার মালবাজার।